প্রমথনাথ মিত্র-রচিত

১। নগনন্দিনী

২। শুম্ভ-সংহার

৩। বীর-কীর্ত্তি নাটক ([illegible])

~~৪। [illegible] নাটক~~

৫। সতী-সাবিত্রী (কাব্য)

৬। প্রেম-পারিজাত বা মহাশ্বেতা

বিদ্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী,

মান্যবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন

মহাশয়ের শ্রীচরণে

এই গ্রন্থ

উপহারস্বরূপ

উৎসাহে এব

বিক্ষে [illegible] করিলাম।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

ইহার প্রথম সংস্করণের সহস্র কাপি বৎসরদ্বয়মধ্যে নিঃশেষিত হইয়াছিল। এক্ষণে গ্রাহকগণের আগ্রহ দেখিয়া, ইহা পুনর্মুদ্রিত করিলাম। পাঠকগণ! নগ-নলিনীনাটকমধ্যে "জয় ভারতের জয়" নাই, "পাপিষ্ঠ ম্লেচ্ছ," "দুরাচার যবন" নাই, "হায়, স্বাধীনতা!" নাই "ফোর্ট উইলিয়ম্" নাই, পিস্তল, বন্দুক, লাঠী প্রভৃতি কিছুই নাই;—ইহারও যে আবার দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! বাঙ্গালীদের চরণে নমস্কার—তাঁদের আর ভরসা নাই—তাঁদের এমন রুচি যে, তাঁহারা এই বইও এত লোকে কিনিয়া পড়িয়াছেন ও পড়িবেন।

কলিকাতা।
১০ই ভাদ্র,
সন ১২৮৩ সাল

প্রকাশকস্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

গোবিন্দরায়	...	...	...	জনৈক বৃদ্ধ।
সমরেন্দ্রসিংহ	...	...	...	সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজীর হিন্দু সেনাপতি।
অমরেন্দ্রসিংহ	...	...	...	সহকারী সেনাপতি।
ধীরেন্দ্রসিংহ	...	...	...	অপর একজন রাজকর্ম্মচারী।
ভোজনসিংহ	...	...	...	সমরেন্দ্রসিংহের বয়স্য।
সুখনায়েগ	...	...	...	জেবুয়াপর্ব্বতের রাজা।
চন্দ্রভণ	...	...	...	সুখনায়েগের সহচর।
খোসাল পাঁড়ে	...	...	...	ঐ ঐ
কৃষ্ণদাস	...	...	...	সুখনায়েগের দাস।

সৈনিক, দাস, অশ্ববিক্রেতাগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

ইন্দুমতী	...	...	...	গোবিন্দরায়ের কন্যা।
কুমুদ্বতী	...	...	...	অমরেন্দ্রসিংহের স্ত্রী।
বিলাসবতী	...	...	..	ধীরেন্দ্রসিংহের স্ত্রী।
শশিপ্রভা	...	...	...	সুখনায়েগের উপভোগ্যা বন্দিনী।
কল্যাণী।				

অনুষ্ঠান।

সুবিমল নীলাম্বর-তল-বিকশিত
তারকা-প্রসূনচয় মাঝে, হাসে ফুল্ল
ফুলদল-রাণী, যথা কুসুম চন্দ্রমা
নিশীথে অসিতাম্বরা, জিনি তারাদলে
মনোজ্ঞ বর বরণে, আবরি নিশিরে
মরি স্বচ্ছ শ্বেতাম্বরে ;—তেমতি ভুবনে
দেশ-গ্রাম মাঝে শোভে ভারতবরষ
হরষে বিকাশি মুখ, জিনি দেশ গ্রামে।
মাঝে তার ইন্দ্রপ্রস্থ, ইন্দ্রপুরী প্রায়,
মরতে অমরাবতী ;—এই সেই স্থল,
বীরসিংহদল যথা লভিলা জনম,—
আর্য্যকুল-কুলধ্বজ,—আর্য্যসুসন্তান।
কত কাল আর্য্যনৃপ শাসিলা তথায়,
কত কাল পরে তবে দুর্দ্দান্ত যবন,
আসি কালমেঘপ্রায় ছাইল ভারত,
ঢাকিল সৌভাগ্য-সূর্য্য উজ্জ্বল বদন ;
চিরকাল—হায়, কি'রে চিরকাল তরে ?
বসিছে যবন এবে শিখিসিংহাসনে
দিল্লী সুখময় স্থানে ; ইন্দ্রপ্রস্থ নহে
ইন্দ্রপ্রস্থ আর, নাম দিল্লী তার এবে।

ভাবুন পাঠকগণ, এই সেই কাল
বসিছে সে রাজাসনে,—যাহা এককালে
অলঙ্কৃত করেছিল আর্য্যনৃপগণ,—
খিলিজী আলাউদ্দিন, যবন সম্রাট !
দুর্দ্দান্ত অসভ্য ভীল, বিন্ধ্যাচলবাসী,
দয়া, মায়া, ধর্ম্মভয়ে দিয়া জলাঞ্জলি,
ভূপতি প্রকৃতিপুঞ্জ সরবস্ব ধন
লুঠিতেছে অহরহ—সশঙ্কিত চিত
প্রমোদপুরনিবাসী প্রজাগণ সদা।
দুর্গম পর্ব্বতোপরে নির্ম্মিত জেবুয়া,—
ভীলদেশ রাজধানী,—পরাভূত যাহে
ভারত-গৌরব নৃপ-সেনানীনিচয়।
এই নররক্ষকুল ঘোর অত্যাচার,
প্রসবিল যত লোমহর্ষণ ব্যাপার ;
পড়ি সে কুচক্র-চক্রে—মায়াচক্র সম,
দুখিনী নগ-নলিনী লভিল জনম।

প্রমথনাথ সার্বভৌম-সম্বলন

নগ-নলিনী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রমোদপুর—প্রমোদ-কানন।

(ইন্দুমতি, কুমদ্বতী ও বিলাসবতী সখীত্রয়ের প্রবেশ।)

ইন্দু। সখি রে !—

ফুলদল ফুটিল দেখ লো আসি যতনে !
মুঞ্জরিছে তরুবলী, গুঞ্জরিছে সুখে অলি,
উল্লাসিন বনস্থলী, কোকিল-গানে ! !
আইল বসন্ত বুঝি দেখ, ওলো ললনে !!!

কুমু। হাসিছে প্রকৃতি সতী কুসুমবিকাশে রে
নয়নরঞ্জন।
দেখ ইন্দু, নৈশাকাশে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে
আলোকি ভুবন !
বাসন্তী-পূর্ণিমা নিশি, মরি কিবা রূপরাশি।—
হাসিয়ে পড়িছে খসি যামিনী-রতন ;
নিশাকর-কর সহ, খেলিতেছে গন্ধবহ,
সোণায় সোহাগা যেন হয়েছে মিলন !

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক)

সুগন্ধি কুসুমকুল কেন লো ফুটিল আজি
এ বিষম কালে !
দাবানলে দহিবারে, কে বা অভিলাষ করে,
কহ লো সরলে ?
ত্যজিয়ে মলয়গিরি, অনলস্বভাব ধরি,
এবে প্রভঞ্জন-অরি, দহিছে ভুবন ;
নিশাকর খরতর, বিস্তারি জ্বলন্ত কর
বধে বিরহিণী-প্রাণ না মানে বারণ।
পুড়িছে অনিলানলে মানবী যখন,
নিশ্চয় কোমল ফুল পুড়িবে তখন।

ইন্দু। অবাক্ কল্লে যে, বসন্ত কালের বাতাস আবার অনল হয়ে কোন্ কালে দগ্ধ করে ? এ যে আজ নতুন কথা শুন্‌চি।

বিলা। সই ! যদি কখন আমার মত অবস্থায় পড়, তা হলে জান্‌তে পারবে, বসন্ত কালের বাতাস আর পূর্ণিমার চাঁদের আলো কত সুখদায়ক ; এখন আহ্লাদ করে কোকিলের গান শুন্‌চো, আর হেসে হেসে সকলকে ডেকে শুনাচ্চ, কিন্তু তখন ওই কাল্ কুহু রব শুনে আবার উহু উহু করে পালাতে পথ পাবে না।

ইন্দু। তাই কি তোমার ইচ্ছা না কি ? তা হলেই কি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয় ?

বিলা। না, তা কেন, এই কথার কথা বল্‌চি।

ইন্দু। সই ! আমায় শাপ দিলে ভাই !

কুমু। সে তো তোমারই ভাল, তোমার এতো শাপ নয়, এ শাপে বর। ভগবান করুন, আগে বিলাসের শাপের গুণে তোমার একটী মনের মত বর হোক্—বিরহ ত পরের কথা—আগে একটী মনের মত বরই হোক।

ইন্দু। কার মনের মত সই ?

কুমু। দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে—অন্য কারও মনের মত হলে তোমার তাতে কি ? তোমার জিনিষ তোমারই মনের মত হবে, তার আর ভাবনা কেন ?

ইন্দু। মাইরি ! তা হলে কি ভুগ্‌বো ?

কুমু। বিরহ-জ্বালা।

ইন্দু। আর যদি নাগরের সঙ্গ ছাড়া না হয়ে সীতা দেবীর মত সঙ্গে সঙ্গেই থাকি ?

কুমু। আগে ত হোক্‌ই, তার পর যা মনে আছে, তাই কোরো।

ইন্দু। কেন ! আমার কি হবে না ?

কুমু। বালাই, হবে না কেন ? কত শত হবে।

ইন্দু। আর যাঁরা বিরহিণী—যাঁরা নাগর অভাবে দারুণ বিরহ-যাতনা ভোগ করচেন, তাঁদের এক একটী করে দেব।

কুমু। মাইরি রস্‌কে—এত রসিক কর্ত্ত কাল ?

বিলা। বসন্ত কালের এমনি গুণ—আমাদের যে ইন্দু, তারও মুখ দে খই ফুট্‌ছে।

ইন্দু। বসন্ত কাল আসাতে কত শুষ্ক গাছ থেকে ফুল ফুট্‌লো, আর একটা হাত-পা-ওলা মানুষের মুখ্‌ দে খই ফুট্‌বে একি বড় আশ্চর্য্য হল ?

বিলা। তোর বিবাহ হবার কথা হচ্চে না ?

ইন্দু। হবে না ত কি আইবুড় থাক্‌ব ?

প্রেমের কুসুম, পিরীতিকাননে,
তুলিব যতনে মনের সুখে ;
সুচারু চিকণ গাঁথিব মালা,

বিরহিণীগণ দেখে হবে খুন,
মনের আগুন উঠ্‌বে জ্বলে,
হয়ে পাগলিনী পালাবে তখন
বসন, ভূষণ সকল ফেলে।
মন-প্রাণ-চোর নাগর-গলায়
এ হেন মালায় দিব লো তুলে ;
বলিব, হে নাথ! অবলা বালায়,
বিলাসের মত বিচ্ছেদ-জ্বালায়
যেন, যেও না, যেও না যেও না, ফেলে।

কুমু। ওমা! আবার কবি হয়ে পড়্‌লি যে।

ইন্দু। যাক্‌—সে কথা যাক্, আচ্ছা, বিরহ-জ্বালাটা কি একবার প্রকাশ করে বল্ না ভাই, শুনি।

কুমু। তাই বলে বুঝি বিবাহের কথাটা চাপা দিলে ?

ইন্দু। আমার বিবাহ হবে তার আর দুঃখটা কি ?

কুমু। সেই নাগরটীর সঙ্গে ত ?

ইন্দু। দূর্ মড়া।

বিলা। তুমি কেন ভাই, কুমুদকে গাল দিলে ?

ইন্দু। তুমিও না হয় আমায় দাও।

কুমু। নাগর যুটিয়ে ?

ইন্দু। আগে আপনারই কুলুক, তার পর পরকে যুটিয়ে দেবেন, এখন বিরহ যে সর্ব্বনাশটা কল্লে, তা একবার চেয়ে দেখ। সত্যি ভাই! বিরহটা কি তা বল্লে না ?

বিলা। ও আপদ শুনে আর কি কর্‌বে ?

ইন্দু। আমি যে জানি না।

বিলা। ভাই! জান না, না ভালই আছ, অতি বড় শত্রু যে, তারেও

যেন এ পোড়ায় না পুড়তে হয়—এ যে কত মহাপাতকের ভোগ, তা আর কি বল্‌ব। খেতে, শুতে, বস্‌তে, দাঁড়াতে কোন মতেই মনের যে সুখ, তা আর হয় না, যেন দিবানিশি প্রজ্বলিত হুতাশনে দেহ দগ্ধ হতে থাকে—তা বাসন্তী সমীরণই বল আর পূর্ণচন্দ্রের আলোকই বল—প্রাণ যে জ্বালাতন, সেই জ্বালাতন। (দীর্ঘনিশ্বাস) হায়! নারী-কুলের সর্ব্বনাশের জন্যই বিচ্ছেদ-পাহাড় এমন সুখের প্রণয়সাগরে প্রবেশ করেছিল! এর নিদারুণ আঘাতে যে কত প্রেমের তরী নিমগ্ন হচ্চে, তার আর সংখ্যা নাই।

ইন্দু। তবে বোধ হয় বইয়ের কথা সব সত্যি। আমি জানি কবিরা তিল্‌কে তাল ক'রে বাড়িয়ে বাড়িয়ে লিখে থাকেন—তবে'ত তাঁরা যা লেখেন সব সত্যি। বইতে যে পড়িচি, কোন বিরহিণীকে সুশীতল চন্দ্রকরে দগ্ধ কল্লে, কাহাকেও বা সুস্নিগ্ধ বাসন্তী সমীরণে পুড়িয়ে মাল্লে, আবার কার কার কানে বা বসন্তপ্রিয় কোকিলের সঙ্গীত বিষবৎ বোধ হল—এ সব ত তবে মিছে নয়?

কুমু। কেন, কাদম্বরীতে পড় নি? মহাশ্বেতার জন্যে পুণ্ডরীক কি না করেছিলেন? চন্দ্রকিরণে দগ্ধ হয়ে শেষে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন।

ইন্দু। ও সব ভাই, দেবলোকের বিরহ—ও স্বতন্ত্র কথা। মানুষের যদি এক গুণ হয়, তা হলে ওঁদের—সই, ঐ বৃক্ষটার পাশে চেয়ে দেখ দেখি, ঠিক যেন একটা মানুষের মত দাঁড়িয়ে রয়েচে না?—আমার ত ভাই, বড় ভয় কচ্ছে।

কুমু। কই? দূর! ওটা যে ঐ গাছটার ছায়া——না, সত্যি-ও ত, ঠিক যেন মানুষের মত। ভাল করে দেখ দেখি।

বিলা। তোরা যেন এক রকম, যেন থাকিস্ থাকিস্ চম্‌কে উঠিস্; ওরে ক্ষেপি! ওটা ঐ গাছের ভিতর দিয়ে চন্দ্রের আলো পড়েছে কি-না, তাই ও রকম দেখাচ্চে।

কুমু। (দেখিয়া) সত্যি ভাই, বিলাস দিদি ঠিক্ বলেছে।

ইন্দু। কে জানে ভাই—বাবা সে দিন বলে দিয়েছিলেন, "ইন্দু! তুমি একলা কোথাও যেও টেও না—আমাদের এখন অনেক শত্তুর হয়েছে"। তাই ভয় করে, সেই পর্য্যন্ত আমি ভাই কোথাও একলা যাই না।

কুমু। তা ভয় নাই, আমরা এখানে থাক্‌তে কেউ তোকে ধরে নিয়ে যাবে না, আর যদিও তাই হয়, তা হলে তোর বাপের এক ঘর শত্তুর কম্‌বে বই বাড়্‌বে না।

ইন্দু। কেন সই, এমন কথা বল্লে কেন?

কুমু। তা বই কি! হাজারই শত্তুর হোক্ না কেন, এমন রত্ন নিয়ে গেলে কি আর তোমার বাপের শত্তুর হয়ে থাক্‌তে পার্‌বে—শেষে আবার পায়ে পড়্‌তে পথ পাবে না।

ইন্দু। তবু ভাল, ঠাট্টা!

কুমু। না ভাই, আমি আর তোমাকে ঠাট্টা তামাসা কর্‌ব না—বিলাস দিদি বোধ হয় তা হলে মনে দুঃখু পায়। দেখ না কেন, সেই পর্য্যন্ত মৌনমুখী হয়ে রয়েছেন।

বিলা। না ব'ন, তোমরা স্বচ্ছন্দে ঠাট্টা তামাসা কর, আমার মনে ভাই ওসব ভাল লাগে না—আমার—(মৌনমুখে নিস্তব্ধ)।

ইন্দু। (বিলাসের হস্ত ধারণ করিয়া)

কি কারণ, কহ, সই, কহ লো আমায়,
বিরস বদন!
সহসা এ কি লো দেখি, ছল ছল দুটি আঁখি,
মৌনভাব কেন, সখি, করিলে ধারণ?
করে ধরি, মাথা খাও, সত্য করি মোরে কও,
কি দুঃখে দুঃখিত হয়ে, হইলে এমন?

বিলা। রমণী-সর্ব্বস্ব-নিধি, সতীর জীবন,
অবলার গতি মুক্তি, দুখিনী-রতন;

পত্নী-প্রাণাধিক-প্রিয় পরমেষ্ট পতি
না হেরে নয়ন-ধন যাচে কি যুবতী
সতী সাধ্বী বিনোদিনী ? এ ছার যৌবন
সমর্পিত যাঁতে,—যিনি জীবন-জীবন—
বিরহিত হয়ে তাঁতে, কহ লো কেমনে
এবে লো ধৈরয ধরি এ পোড়া পরাণে !
হৃদয়-মন্দিরে মম ঘোরতর পশি
জ্বলন্ত অঙ্গারপ্রায় জ্বলে দিবানিশি
দারুণ বিরহানল ; বিপিনে যেমন
দাহ দাহ রবে জ্বলে দাব হুতাশন।
মনের বিকার—যথা অনল-সহায়
প্রভঞ্জন, দ্বিগুণিয়া পুনঃ পুনঃ হায়,
জ্বালায় বনস্থ অগ্নি—দহে নিরন্তর
তেমতি, লো সহচরি, তাপিত অন্তর
মম ; কহ লো কেমনে, অবলা কামিনী
সহিবে এতেক কষ্ট দিবস যামিনী !
কি সুখে যাপিবে কাল সানন্দ অন্তরে ?
মৌন বিনা অন্য ভাব কোন্ মুখে ধরে !
জ্বলিছে অন্তরে যার বিরহ অনল,
মরণ হউক তার জীবনে কি ফল ?

ইন্দু। অমন কথা মুখে এনো না ; দুঃখের পর সুখ আর সুখের পর দুঃখ, এত চিরকালই হয়ে আসচে। আজ, যে মহাসুখে কাল কাটাচ্চে, কাল সে ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হচ্চে। আবার আজ যে দুঃখ

ইন্দু। কোথায় ?

কুমু। তোমার রূপের ফাঁদে।

ইন্দু। মাইরি সই ! একেবারে পাগল হলে যে।

কুমু। প্রায় বটে।

ইন্দু। তাইতো।

কুমু। (ইন্দুমতীর চিবুক ধারণ করিয়া) তোমার রূপ দেখে যখন অমন এক জন বীর পুরুষই পাগল হয়ে গেছে, তা আমি তো কোন্ ছার, একটা মেয়েমানুষ বই নয়।

ইন্দু। চক্ষের মাথা খাও। কেবলই আমার রূপ দেখ্ছেন—তুই কি আর অন্য কথা জানিস্ না ?

কুমু। তা তাই কেন স্পষ্ট করে বল না যে, সেনাপতি মহাশয়ের নামটি শুন্‌তে ইচ্ছা হচ্চে।

ইন্দু। তোমার মাথা। আমি কোন কথাই শুন্‌ব না, আমি চল্লুম। (যাইতে অগ্রসর)

কুমু। ওমা তাই ত ! তাঁর কথাতেই আর আমাদের ভাল নাগ্‌ল না—ওকি সত্যি সত্যি চল্‌লে না কি ?

ইন্দু। যাব না তো কি কর্‌বো ? যাই, ঘাটের ওপর বসে কুমুদিনীর রঙ্গ দেখি গে।

কুমু। (স্বগত) কে কার্ রঙ্গ দেখে দেখা যাবে এখন। (প্রকাশ্যে) তুমি অগ্রসর হও, আমি গোটাকত ফুল তুলে দু'ছড়া মালা গেঁথে নে যাই।

[ইন্দুমতীর প্রস্থান।]

কুমু। (স্বগত) আহা ! এটী আমাদের নিষ্কলঙ্ক ইন্দু, দেখ্‌লে মন প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় ; এমন নইলে কি সখী—(পুষ্পচয়ন ও মালা-গ্রন্থন)

[নেপথ্যে ইন্দুমতী]

রাগিণী আড়ানা-বাহার—তাল যৎ।

অপরূপ রূপ হেরি সরসী-সলিলে!
কুমুদী বিকশিত কুতূহলে,
হাসে দুখিনী নিরখি' কমলে।

কুমু। আহা! ইন্দুর কণ্ঠস্বর কি মধুর!

পতি বিনা নলিনী, বিষাদে মলিনী,
জ্বলিছে বিরহ-অনলে।
সহোদরা-দুখ দেখি, কুমুদি! নহ লো দুখী?
ছি! ছি! এ রীতি কোথায় শিখিলে?

কুমু। (সহাস্যে) আবার কুমুদিনীকে ভর্ৎসনা হচ্চে।

অঙ্গে মাখি' পরিমল, রঙ্গে যত ফুলদল,
যৌবনে ঢল ঢল লো;
কি আছে তোমার বল,—

(চীৎকার করিয়া) সই! কে আমার হাত ধর্‌লে—টান্‌চে,—একটা মিন্‌সে,—উঃ!—গেলুম,—

কুমু। (সচকিতে) একি! একি!

(নেপথ্যে।) ওগো আমায় রক্ষা কর! সখি আমায় রক্ষা কর!

কুমু। (বেগে গাত্রোত্থান করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! প্রিয়সখি—

(বেগে চন্দ্রকুণ্ডের প্রবেশ)

চন্দ্র। এই যে!—আরে রাখ তোমার প্রিয়সখি! (কুমুদ্বতীকে ধারণ)

কুমু। ওমা! (মূর্চ্ছা) [কুমুদ্বতীকে লইয়া বেগে প্রস্থান]

ইতি প্রথম দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রমোদপুর—প্রমোদকাননের এক নিভৃত অংশ।

(লতান্তরালে মূর্চ্ছিতা কুমুদ্বতী পতিতা।)

(বিলাসবতীর প্রবেশ)

বিলা। (অন্বেষণ করিতে করিতে, স্বগত) কৈ? এখানে ত তাদের দেখ্‌তে পাচ্চি না; গেল কোথায়? আমায় দেখে বি[illegible]মাসা করে কোথাও লুকিয়ে আছে! না, তাই বা হবে কেন? কুমুদ ত আর ছেলেমানুষ নয় যে, এমন সময় তামাসা কর্‌বে! তবে তারা বাড়ী ফিরে যায় নি তো? তা হ'লে কি আমার সঙ্গে দেখা করে যেতো না?—তবে গেল কোথা? সরোবর-তীর থেকে পুষ্পকুঞ্জ পর্য্যন্ত পাঁতি পাঁতি করে খুঁজলেম, কোথাও তো কারও দেখা পেলেম না—

কুমু। (মূর্চ্ছিতাবস্থায়) ও—মা!—

বিলা। (সচকিতে) ও কি! কুমুদের মত গলার স্বর শুন্‌চি যে—(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি সর্ব্বনাশ! কুমুদ এই লতার ভিতর! মূর্চ্ছিতা দেখ্‌চি যে! ধীরে ধীরে (বহিষ্করণানন্তর) ওমা! এ কি, রক্ত যে! ঈষ্! গা যে একবারে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে (মোহাপনোদনে নিযুক্তা) এখনও যে চৈতন্য হচ্চে না? আমি ত প্রায় এক দণ্ড অতীত হলো এখানে এসেছি—না জানি এর পূর্ব্বেও এই দশায় কত ক্ষণ ছিল। হায়! এত শুশ্রূষা কচ্চি—চৈতন্যের জন্যে এত চেষ্টা কচ্চি, সকলই বিফল হচ্চে! আমার প্রিয়সখীর চৈতন্য সম্পাদন কত্তে পাল্লেম না! ইন্দুমতীই বা কোথা গেল? তাকে ত এখানে এসে পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাই নি। তার ত সখাগত প্রাণ—সে যে সামান্য কারণে কুমুদকে এরূপ অবস্থায় রেখে পালাবে, তা ত কখনই বিশ্বাস হয় না।

নিশ্চয়ই কোন ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটেচে। এই ছুটিতে বসে আমোদ আহ্লাদ কচ্চে দেখে, মা কেন ডাকছিলেন শুনতে গিয়েছিলেম—আর কত ক্ষণই বা গিছি, এসেই দেখি সব বিপরীত; সে কুমুদও নাই, সে আমোদও নাই—সে ইন্দুও নাই, সে লজ্জামাখা সরলতার এক বিন্দুও নাই, বাগান খানা যেন খা খা কচ্চে! কুমুদ! ও কুমুদ!

কুমু। (মূর্চ্ছিতাবস্থায়) দুরাত্মা! ইন্দুকে ত্যাগ কর্—সরলা বালিকা, আমায় স্পর্শ করিস্ নে—ইন্দু ইন্দু—পালা-আ—।

বিলা। কি সর্ব্বনাশ! এ আবার কি? ও সই! সই! অমন করে বক্‌চিস্ কেন?—আমি যে এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না?—ইন্দুর কি হয়েছে? ও সই, কথা কস্‌নে কেন?

কুমু। উঃ! দারুণ অপমান! পরপুরুষ—কুমারী—অঙ্গস্পর্শ—ইন্দু—ইন্দু তো—।

বিলা। ও কুমুদ! (কুমুদ্বতীর বদন ধরিয়া) কুমুদ! এ মোহ-নিদ্রায় কত ক্ষণ অচৈতন্য থাক্‌বি? রাত্রি যে দুই প্রহর হয়ে গেল! তোর স্বামী বোধ হয় কত রাগ কচ্চেন!

কুমু। অ্যাঁ—স্বামী? তিনি এখনও দুরাত্মার মস্তক ছেদন করেন নি? দারুণ অপমান—কুমারীর অঙ্গস্পর্শ! (সহসা নেত্র উন্মীলন করিয়া উঠিতে উদ্যত)

বিলা। ওঠ—ওঠ—

কুমু। (বিলাসের দিকে নেত্রপাত করিয়া) কে ও, বিলাস দিদি! তুমি এখানে কখন এলে? আর আমিই বা এখানে কেন? হিন্দু কোথায় গেল? যা! সর্ব্বনাশ হয়েচে—বিলাস দিদি! আমাদের কপাল ভেঙ্গেচে—ইন্দুকে হয় ত জন্মের মত হারিয়েচি। (রোদন) উঃ! দুরাচার কি নিষ্ঠুর! অনায়াসে সরলা বালিকাকে অপহরণ কল্লে! হায়! ত’রাই আমাকে এখানে ফেলে গেছে।

বিলা। অ্যাঁ! ইন্দুকে তবে সত্য সত্যই হারিয়েচি—তবে তুমি মূর্চ্ছিতাবস্থায় যা বল্‌ছিলে তা প্রলাপ নয়! হা বিধাতা! এ হতভাগি-

নীকে যে আরও কত যন্ত্রণা দেবে তা ত বল্‌তে পারি নে! হা ভগ্নি, ইন্দুমতি! সত্য সত্যই কি তুমি আমাদের ফেলে পালিয়েচ? অত স্নেহ, অত সরলতা, সকলই কি তোমার লোকদেখানে? হা অদৃষ্ট! আর কারও দোষ নয়, আমায় অদৃষ্টের দোষ, পোড়া কপালীর কপাল যেমন পোড়া—ঘটেও তেমনি! কোথায় প্রাণপতির নিরুদ্দেশে জ্বলে মর্‌চি—এর ওপর আবার সখী-বিরহ-যন্ত্রণা! যে সখী আমার দুঃখে সমদুঃখিনী, সুখে সমসুখিনী এমন সখীকেও হারাতে হল! হা সখি! ইন্দুমতি!

কুমু। (সরোদনে) হায়! বৃদ্ধ যখন এসে ইন্দু ইন্দু বলে কাঁদ্‌বে, আমি তখন তাঁকে কি বলে বোঝাব? আমি কি তাঁকে বল্‌বে যে, আমি ইন্দুর উদ্ধারের জন্য চেষ্টা না কর্য়েই, তাহার অপহরণ-কর্ত্তাকে দেখেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম্।

(নেপথ্যে)। কুমুদ!, ও কুমুদ! ইন্দু অমন করে চেঁচিয়ে উঠেছিল কেন র‍্যা?

ঐ ইন্দুর পিতা আস্‌চে—হায়! আমার মরণ হলো না কেন?—তা হলে ত আর এ পোড়ার মুখ দেখাতে হর্ত না, আমি কি ক'রে অমন শোকজীর্ণ বৃদ্ধকে বল্‌ব যে, তোমার ইন্দু নাই!

(নেপথ্যে। ও বিলাস বিলাস! তোরা কথা কস্‌নে কেন?)

কুমু। সখি! এখন কি করি বল দেখি?

বিলা। সখি! তোমার দোষ কি? আমাদের কপালের দোষ—তুমি যদি অজ্ঞান হয়ে না পড়্‌তে তা হলেই কি চেষ্টা করে ইন্দুকে রক্ষা কর্ত্তে পার্ত্তে?

(গোবিন্দরায়ের প্রবেশ)

গোবি। কৈ?—ইন্দু কোথা?—তাকে এখানে দেখ্‌তে পাচ্চি নে যে?—তোমরাই বা এমন বিষণ্ণ ভাবে কেন?

(কুমুদ্বতী ও বিলাসবতীর গাত্রবস্ত্রাদি আচ্ছাদন)

গোবি। তোমরা কথা কও না যে—হয়েচে কি? ইন্দু কোথা? ও কুমুদ! তুমি কাঁদ্‌চ কেন—কি হয়েচে ভেঙে চুরেই বল না ছাই, ইন্দু কোথা গেল? সে বাড়ীতে যায় নি ত?

বিলা। পিতঃ!—

গোবি। বল্‌তে বল্‌তে আবার চুপ কল্লে কেন? ইন্দুর কি কোন অমঙ্গল ঘটেচে? আমার মা কোথায়? বল না—আমার মন যে বড় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল, আমার ইন্দু কোথায়?

কুমু। পিতঃ! সর্ব্বনাশ হয়েছে, (রোদন) আমি ইন্দু—আমোদ প্রমোদ—হঠাৎ এক জন—আমি অজ্ঞান—ইন্দু নাই!

গোবি। অ্যাঁ, ইন্দু নাই! হা ইন্দু! (মূর্চ্ছা)

বিলা। সর্ব্বনাশ! কুমুদ! ধর ধর—এ কি হল!

কুমুদ। ওমা—তাই ত, কি হবে!

বিলা। তুমি তত ক্ষণ আঁচল দিয়ে বাতাস কর—আমি এই পুকুর থেকে শিগ্‌গির ক'রে একটু জল আনি।

[বেগে বিলাসবতীর প্রস্থান]

কুমু। (বীজন করিতে করিতে সরোদনে) হায়! যা ভেবেছিলুম তাই হ'ল! বৃদ্ধের ইন্দুগত প্রাণ—উনি কি এ নিদারুণ সংবাদ শুনে—

(বিলাসবতীর পুনঃ প্রবেশ)

বিলা। কুমুদ! এখন কাঁদ্‌বার সময় নয়, ইনি যাতে চৈতন্য পান তাই কর, (গোবিন্দরায়ের মুখে জলসিঞ্চন) একটু বাতাস কর।

গোবি। মা! তোমার বৃদ্ধ পিতার আর কেউ নেই—তুমি আমার অন্ধের যষ্টি—মা, আমায় ত্যাগ ক'র না। হায়, আমি যে তোমাকে দেখেই বেঁচেছিলুম! এ সংসারে আমার যে আর কেউ নেই, মা ইন্দু—ইন্দুমতি!—(চেঁচিয়ে) মা রে, আমায় ফেলে গেলি, বুড় বাপ বলে দয়া হল না; তোকে যে আমি নয়নের আড়াল কল্লে স্থির হয়ে থাক্‌তে পাত্তুম না। তুমি যাতে ভাল থাক, যাতে তুমি এক মুহূর্ত্তের জন্যে দুঃখিত না হও, আমি যে কেবল তাই কত্তুম—মা! কার উপর রাগ

করেছ ?—আমার ইন্দু নাই ? মা আমার নাই ? হা নির্দ্দয় প্রাণ ! এখনও তুই এ দেহে রয়েচিস্, এখনও বহির্গত হস্ নি ? তোর আধার—আমার ইন্দুকে হারিয়েচি—আর তোকে দরকার কি ? এখনই বহির্গত হ—(উত্থান ও বক্ষে করাঘাত)

বিলা। পিতঃ! আর বৃথা রোদন কল্লে কি হবে, যা হবার তা হয়ে গেছে; এখন যাতে ইন্দুর উদ্ধার হয় তারি চেষ্টা করুন্—আপনি ত অজ্ঞান নন্, তবে মিছে শোক করে কালবিলম্ব কর্‌বার আবশ্যক কি ?

গোবি। আর বিলাস! মা, তুমি কাকে সান্ত্বনা কচ্চ, আমার ইন্দু কি এখন বেঁচে আছে যে, তার উদ্ধারের চেষ্টা কর্‌ব ? যখন পরপুরুষ—কি ? পর-পুরুষ আমার কন্যার অঙ্গ স্পর্শ করে এখনও বেঁচে আছে ?—আমি কি নরাধম! বৈরনির্য্যাতনের উপায় না করে এখানে স্ত্রীলোকের সঙ্গে স্ত্রীলোকেরই মত কেবল কাঁদ্‌চি! আমার শরীরে কি রজঃপুতশোণিতের বিন্দুমাত্র নাই ? হা ধিক্! আমায় শত ধিক্! কুমারী বেঁচে থাকে ত—আর যদি নাই থাকে, তা হলেও কি আমি তার অপহরণকর্ত্তাকে নিপাত না করে ক্ষান্ত থাকব ? (বেগে গমনোদ্যত, বিলাসবতী ও কুমুদ্বতী কর্ত্তৃক ধারণ)

বিলা। পিতঃ! করেন কি ? স্থির হন; হঠাৎ এ বেশে গেলে আপনার বিপদের সম্ভাবনা, স্থির হন; বিবেচনা করুন দেখি, আপনি কি এ অবস্থায় গিয়ে জ্ঞানীর মত কাজ কচ্চেন ? আর আপনি যাচ্চেনই বা কোথায় ? ইন্দুকে কে হরণ করেচে তা ত আপনি জানেন না।

গোবি। ওঃ! ভাল কথা, বল দেখি তার চেহারাটা কেমন ? দেখ্‌তে খুব কি কাল ?

কুমু। হ্যাঁ, মিশ্‌ কাল। ঝাঁটার মত খুব এক এক গোছা গোঁফ, হাত-পা-গুলো সব পাকানে পাকানে, চোক্ দুটো চীনের সিন্দূরের মত রাঙা। দেখ্‌তে যেমন মোটা তেমনি লম্বা—যেন ঠিক যমদূত।

গোবি। আর বল্‌তে হবে না, বুঝেছি—বেস্ বুঝিচি যে, দুরাত্ম

আমাকে তোমার কন্যাটী দাও"—আমি অস্বীকার করাতে শেষে ক না আমাকে শাসিয়ে গেল—বল্লে "দেখ্‌ব কেমন করে তুমি তোমার ময়ে রক্ষা কর ; চেহারা শুনেও আর কোন সংশয় থাকৃচে না। াচ্ছা, থাক্ দুরাত্মা, দেখ্‌ব তুই কত বড় দস্যু। আমার কন্যার ায়ে হাত ?

[প্রস্থান]

কুমু। আহা! বৃদ্ধের শোক দেখ্‌লে বুক ফেটে যায় ; একে াকজীর্ণ, কেবল ইন্দুকে দেখেই বেঁচেছিল ; তাতে আবার ইন্দু পহৃত হয়েছে শুনে একেবারে পাগলের মত হয়েছে।

বিলা। তার আর কথা—বৃদ্ধ সত্যি সত্যিই পাগল হয়েচে। খ্‌লে না, কে ইন্দুকে নিয়ে গেছে, তা না জেনে শুনেই, শুধু হাতেই াকে মারতে ছুট্‌ল।

কুমু। চল সখি, বাড়ী যাই, (সরোদনে) আহা! আজ কি হ্লাদেই এখানে এসেছিলুম, আর কি করেই যেতে হল! ইন্দুকে ত আজ জন্মের মতন বিদায় দিলুম।

বিলা। হায়! এ অপমানে ইন্দু কি প্রাণ রাখ্‌বে ? আজ হয় ত ত্যিই তাকে জন্মের মত হারালুম।

কুমু। হ্যাঁ সখি, ইন্দু যদি বেঁচে থাকে, তা হলে কি তার উদ্ধার না ?

বিলা। হবে না কেন, বন্ ? যদি বিপদোদ্ধারকর্ত্তা পরমেশ্বর দয়া রন, তা হলে ইন্দুর উদ্ধার হবে বৈ কি।

দয়াময় জগদীশ জগতের পতি,
অনাথের নাথ যিনি অগতির গতি,
দীন-হীন-দীনজন-বিপদতারণ,
পতিতপাবন যিনি ভয়নিবারণ ;

সেই পরমেশ-পদে কর প্রণিপাত,
ইন্দুর উদ্ধার তবে হবে অচিরাৎ।

[উভয়ের প্রস্থান]

ইতি দ্বিতীয় দৃশ্য।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রমোদপুর—সমরেন্দ্রসিংহের উপবেশনাগার।

(সমরেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

সম। প্রাণ এক চিন্তাতেই অস্থির, মন এক ভাবনাতেই গাঢ় নিমগ্ন, অন্তর তাহারই জন্য লালায়িত; চিত্ত তাহারই জন্য চঞ্চল; নয়ন তাঁহারই অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে ইচ্ছুক, শ্রবণ তাহারই মধুরালাপ শ্রবণে সমুৎসুক; রসনা তাহারই পবিত্র প্রেমপূর্ণ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রস্তুত; নাসিকা তাহারই মুখ-পঙ্কজের পবিত্র পরিমলাঘ্রাণে বিস্ফারিত, হৃদয় তাহারই বদনের ঢলিত ভার বহনে আয়ত, বাহুদ্বয় তাহারই সুকোমল ভুজবল্লীর সহিত সুখে ক্রীড়া করিতে উন্মুখ; চরণ তাহারই নিকট গমন করিতে অগ্রসর,—জীবন এক জনেরই পক্ষপাতী। রূপগুণ-সম্পন্না সে কামিনী, অকপট, সরলা, রসিকা, প্রেমিকা, রসপ্রিয়া, প্রণয়িনী, অক্ষয়পূর্ণেন্দুবদনা, সুখোচিতা ললনা, রমণী-কুলের স্বর্ণকান্ত মণি, সুরূপসীর অগ্রগণ্যা, করিকুলবর্ণনার এক-মাত্র নিদর্শন, বিধাতার অপরূপ সৃষ্টি!—অথবা বিধাতার বিধাতৃত্ব গ্রহণাভিলাষী অন্য কোন সুচতুর নব শিল্পকরের নব রূপ গঠন—পরিমল-পরিপূর্ণ কুসুমোদ্যান-মধ্যস্থিত স্বচ্ছ-সরোবর-সলিলবিহারী যে ঈষদারক্তিম পঙ্কজ-পত্র-প্রভা—তাহারই গণ্ড-কান্তি; শরৎকালীন

বচ্ছ ছায়াপথাবস্থিত পূর্ণ শশধরের যে সুবিমল শান্ত বিভা—তাহারই াদনের কোমল-জ্যোতি ; মধুমাস-বিকসিত, হসিত-কুসুমচ্ছবি, তদুপরি উপবিষ্ট মধুলোলুপ মধুপবৃন্দের যে মধুর গুঞ্জন—তাহারই সুকোমল কণ্ঠবিনিঃসৃত সুমধুর ধ্বনি ; বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, সৌন্দর্য্যের আধার, গুণের আকর ও সতীত্বের প্রথম পথ-প্রদর্শিকা ; স্মৃতিপথে উদিত হলে মস্তর রাজকার্য্যাদি বিষয় হইতে অন্তরিত হইয়া তাহারই প্রতি ধাবমান য় ; যাহার অদর্শনে সংসার অসার জ্ঞান, ও জগৎ কণ্টকপূর্ণ কানন- ৎ প্রমীয়মান হয়, সেই ইন্দুমতীই আমার মনোমন্দিরাধিকারিণী ; গতে আর অন্য রূপ আমার কল্পনার উপযুক্ত নয়, অন্য সৌন্দর্য্য আমার দর্শনের উপযুক্ত নয়। (চিন্তা) সৌন্দর্য্য ? ইন্দু যদি ওরূপ ন্দর না হইত, আমি কি তাহার এরূপ পক্ষপাতী হইতাম না ? আমার হৃদয়-মন্দিরের সর্ব্বাংশই কি অধিকার করিত না ?—আর আমিও কি তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্যাগী হইতাম না ? প্রণয় ক রূপের অপেক্ষা করে ? কামিনী সৌন্দর্য্যসম্পন্না না হইলে কি াহারও হৃদয়ে স্থান পাইতে সমর্থ হয় না ? অবশ্যই হয়, কারণ াণয় স্বতন্ত্র পদার্থ—ইন্দুমতী সেই প্রণয়ের আকর-স্বরূপা প্রণয়িনী— পবতী—গুণবতী—রূপবতী ; অবলা কামিনীর আর অধিক কি আব- ক ? (চিন্তা) সেই সুমধুর হাস্যধ্বনি, সেই সুমধুর প্রেমালাপ, সেই মধুর সঙ্গীত আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হচ্চে—কিন্তু গায়িকা কোথায় ? যানে ! বসন্ত-রজনীর সুমধুর সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সমাগতা সখীগণ- রিবেষ্টিতা সুন্দরীর সুকোমল কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি মোদপুরস্থ প্রমদার প্রমোদোদ্যান প্রতিধ্বনি করিতেছিল—আমার ত্তপটে তাহাই প্রধানতঃ প্রতিফলিত। (চিন্তা) উদ্যানে কি যাব ? াণয়িনীর প্রণয়পূর্ণ বীণাবিনিন্দিত সুস্বর-লহরী শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয় ার্থক করব ? না—না, তা করব না,—সহসা পুরুষ দর্শনে সলজ্জ-ম্লান- খী সুন্দরী সঙ্গীত ভঙ্গ করবে, না তা করব না, অন্তরালে দাঁড়িয়ে অন্ত- রের অন্তরের অন্তর অবগত হব। (চিন্তা) ভ্রমর-ঝঙ্কার নিস্তব্ধ—বুঝি

সুন্দরীর সুস্বর শ্রবণে লজ্জাবশতঃই নিস্তব্ধ। আমি কি এতই অজ্ঞান যে, সহসা দর্শন দিয়া সেই সুমধুর সঙ্গীত নিস্তব্ধ করাব? না তা, হবে না—সম্মুখীন হব না, অন্তরাল হতেই শুনব। (চিন্তা) জননীবিহীনা বালিকা—জননী-স্মরণে-কখনও বা ম্রিয়মাণা, আবার পরক্ষণেই বালিকা-স্বভাব-সুলভ চপলতানিবন্ধন প্রফুল্লমুখী; গোবিন্দরায় বৃদ্ধ,—পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শিনী তৎস্মরণে ম্লানমুখী; আমিও সেই জন্য সমদুঃখিত। লোকে বলে সমরেন্দ্রসিংহ ইন্দুমতী লাভাশায় বৃদ্ধের এত ভক্ত—আমি তজ্জন্য লজ্জিত হই—কিসের লজ্জা? লোকে বলে বলুক, আমি কাহারও কথা গ্রাহ্য করিব না। যাহার সরল অন্তঃকরণের সহিত আমার অন্তরের তিলমাত্র অনৈক্য নাই, তাহার দুঃখে দুঃখী—সুখে সুখী—অনুতাপে অনুতপ্ত—সৌভাগ্যে ভাগ্যবান্ হব, বিচিত্র কি?

(ভোজন সিংহের প্রবেশ ও এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

স্থির ক্ষণ-প্রভানিভ নবীনা যুবতী,
কমলনিন্দিত কি বা কোমল প্রকৃতি!
শান্তবিভা শারদেন্দু সরমদায়িনী,
রসিকা, প্রেমিকা, মন-প্রাণ-নন্দয়িনী,
ললনা-ললামভূতা, মধুরবাদিনী—
শ্রবণ-ললিত, বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি,
দূরীভূত শোক তাপ, পুলকিত মন;
প্রাণনাথ ব'লে ডাকে প্রেয়সী যখন।

ভোজ। (স্বগত) তাই ত! এঁকে যে রমণী-প্রেমাসক্ত দেখ্‌ছি! রূপ বর্ণনার ঘটাটাই বা কি! আবার "প্রাণনাথ" বলে ডাকে—ভাল, তার পর শুনাই যাক্।

সম্। ইন্দ্রিয়-সকল যদি হইত শ্রবণ,

সুমধুর, সুকোমল, সুস্বরলহরী,
অকপট, সুললিত, প্রাণ-তৃপ্তিকারী।
সর্ব্বাঙ্গ আমার যদি হ'ত নেত্রময়
দেখিতাম আশা মত সৌন্দর্য্যনিচয়,—
অলৌকিক আভাময়ী রূপবতী নারী,
ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা সতী,—মধুর মাধুরী,
সুশীলা, সুমতি, শান্ত, সরলা, সুন্দরী,
হৃদি-নভ-পূর্ণ-ইন্দু ইন্দু-প্রাণেশ্বরী।

ভোজ। (স্বগত) ইন্দু! (চিন্তা) হুঁ! সেই জন্যই গোবিন্দরায়ের এত ভক্ত! তবে তো জনরবটা মিছে নয়!

সম। না হেরি তাহারে মন সদা উচাটন,
ঘোরতর অমাবৃত নিরখি ভুবন;
বাসনা বাসিতে বনে বরাঙ্গনা বিনে,
পলকে প্রলয় জ্ঞান যার অদর্শনে;
জগতে অপর বস্তু দেখিবার নাই,
সে ধন বিহনে বুঝি নয়ন হারাই—
প্রাণ বিসর্জ্জিতে পারি কি ছার নয়ন!
যদি না দেখিতে পাই ইন্দু-সুবদন।

ভোজ। (স্বগত) ও বাবা! এর ওপর আবার বিরহ! প্রাণত্যা কর্ত্তেও প্রস্তুত! যা হোক্ খুব রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা কচ্চেন বটে! বাতশাহ্ যে এঁকে ভীলদিগের আক্রমণ নিবারণ কর্ত্তে নিযুক্ত করেছেন তার উদ্যোগ এই বটে! তা এঁরই বা দোষ দিব কি? ইনি আপনি দেখ্‌চি বিরহের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত, তা অন্তের উপর আক্রম নিবারণের উদ্যোগ কর্‌বেন কি? ওঁর তো একটা বই প্রাণ নয়—

তা তাকেই যে কতবার কত স্থানে ত্যাগ কচ্চেন, তার আর সংখ্যা নাই। একবার প্রেয়সীর জন্য, একবার প্রেয়সীর বিরহের জন্য, আবার সম্রাটের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, ভীলদিগের আক্রমণ নিবারণের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করবেন! তাই ত গা! মিন্‌সে পাগল হল না কি? আরে! প্রাণটা কি ছানাবড়া না মতিচুর যে, এ পাতে একটু ও পাতে একটু ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেবে! আর তাই যেন হল, তা হলেও যাদের পাতে দিচ্চেন, তাদের মন উঠ্‌বে কেন! বাবা, ছানাবড়া হেন জিনিষ কি একটু আধটু খেয়ে তৃপ্তি হয়? না ভাঙ্গাচুরগুলো মুখে তোলা যায়?

সম। প্রণয়-পয়োধি মাঝে স্বর্ণ-কান্ত মণি,
উত্তমতা গর্ব্ব-খর্ব্বকারিণী রমণী,
মনোমন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবী সুবিমলা,
সতীত্ব সুরেণু সহ গ্রথিত সরলা;
সে মম প্রাণের প্রাণ প্রেয়সীরতন,
জীবন যাহার তরে ধরিছে জীবন;
প্রাণ-ধন বিনে বুঝি প্রাণ-ধন যায়,
প্রবারিতে তারে আর না দেখি উপায়,
কোথা সতি ইন্দুমতি প্রশ্রিতা প্রেয়সি!
প্রয়াণ-উন্মুখ প্রাণ রাখ, হে রূপসি!
প্রাণ রাখ, প্রাণ তুমি দিয়ে দরশন,
প্রাণের অভাবে প্রাণ হতেছে নিধন।

ভোজ। এই নাকে কান্না আরম্ভ হল! এখন প্রণয়ের চারপে বিরহ উপস্থিত, ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়্‌তে হচ্চে, এখন কোথা প্রিয়ে!

প্রণয়িনী না হলে আর কেউ তরাতে পারবে না। হায়, রে প্রণয়! আর হায়, রে বিরহ! তোমাদের ধিক্! এমন করেও মানুষকে জ্বালাতন করে মারতে আছে? পড়তে শর্ম্মার পাল্লায় তো টের্‌টা পেতে— আহার নিদ্রার ধূমে ছুটে পালাতে পথ পেতে না। তা শক্তের কাছে তো এগুতো পার না, কেবল ফচ্‌কে ফচ্‌কে ছোক্‌রাদের পেছনেই লাগ্‌তে শিখেছ! (চিন্তা করিয়া) আর কতক্ষণই বা এঁর ছড়া শুন্‌বো—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দুটো একবারে ধরে গেছে।

সম। যাক্ প্রাণ তাতে ক্ষতি নাহিক আমার।

ভোজ। (সহসা সম্মুখে আসিয়া)

রাজাজ্ঞা পালন ভাল হতেছে তোমার।

সম। (চমকিত হইয়া) অ্যাঁ?—কে ও! তুমি—তুমি কখন— কত ক্ষণ এখানে এসেছ?

ভোজ। এই যত ক্ষণ আপনি রূপ-বর্ণনার ছড়াটা কাটাতে আরম্ভ করেছেন, অধিক ক্ষণ নয়!

সম। না, না—এই দেখ্‌ছিলুম—একটা রূপ-বর্ণনা করে দেখ্‌ছিলুম, কেমন হয়।

ভোজ। কার?

সম। অ্যাঁ!—কার?—এই কোন একটি সুন্দরীর।

ভোজ। সুন্দরী ত বুঝলুম—সুন্দরী না ত কি একটা কদাকার স্ত্রীলোকের রূপ-বর্ণনায় এত ছড়ার দরকার? ভাল, লোকটা কে, ভেঙে চুরেই বলুন না?

সম। না, এমন কেউ নয়—তবে কি না একটা রচনা করে দেখ্‌ছিলাম।

ভোজ। তা ইন্দুমতীই বুঝি কবি মহাশয়ের প্রথম লক্ষ্য হল? —না ভাল বটে; প্রণয়, বিরহ, সব সমেত রচনাটি ভালই হয়েছে।

সম। (অপ্রতিভ ভাবে) ভোজন্!——

ভোজ। আহা! নামটি কেমন সুন্দর দেখুন দেখি! কি ইন্দুমতী ইন্দুমতী কর্‌ছিলেন, এর কাছে কি আর তা লাগে? ভো-জ-ন, কি সুমধুর! শুন্‌লে কর্ণ পবিত্র হয়, এতে আমার বাপ মার যে কত পুণ্য প্রকাশ হচ্চে, তা এ পাপ মুখে আমি আর কি বল্‌ব? বেচে বেচে কি চমৎকার নামটী রেখেছেন বলুন দেখি? আর আমার তাঁর——

সম। উত্তম, কিন্তু বিবাহ——

ভোজ। আজ্ঞা, যদি অনুমতি করেন, তা না হয় ঘটকালিটা করে দেখি; আর কিছু দিন চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ত আছেই।

সম। না—না—তা কেন, তা কেন, বলি এ——

ভোজ। ক্ষতি কি?—বিরহের পর মিলনটা বড় সুখদায়ক, এটা উভয়তঃ।

সম। অ্যাঁ? উভয়তঃ! সে কি রকম?

ভোজ। আজ্ঞা, এটা আর বুঝ্‌তে পাল্লেন না? এই আপনি যেমন ইন্দুমতীর বিরহে হাহাকার কচ্চেন—আমার উদরধামও আহারের বিরহে দিবারাত্র সেই রকম খাঁ খাঁ কচ্চে, ঘটকালিটা যদি কর্ত্তে পারি, তা হলে আপনারও যেমন সুখ, আমারও সেই রকম মনের অপার আনন্দ। গোবিন্দর মেয়ে যেমন আপনার, আহারীয় দ্রব্যাদিও তেমনি আমার; তার অদর্শনে আপনার চক্ষের দোষ ঘটে, ভোজনাভাবে আমিও তদ্রূপ চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখি; কেমন, এখন বুঝ্‌লেন?

সম। ভোজন! আর আমায় লজ্জা দিও না, ভাই! ও সকল কথা তোমাকেই বল্‌তেম—তা তুমি আগে শুনেছ ভালই হয়েছে।

ভোজ। না, একটী সুন্দরীর রূপ-বর্ণনা করে দেখ্‌ছিলেন না?

সম। আর কেন, ভাই—আর লজ্জা দিবার দরকার কি?—তা এখন কোথা থেকে আস্‌চ!

ভোজ। আমি আর কোথা থেকে আস্‌ব—ওই ময়রা মহাত্মার গোলোকধাম থেকেই আপাততঃ আস্‌চি।

সম। রাজবাটীর সংবাদ কি?

ভোজ। সেটা বড় খারাপ।

সম। কেন? তোমার আহারের কিছু ত্রুটি হয়েছে না কি?

ভোজ। (কল্পিত ক্রোধে) অ্যাঁ! কি? আমি যবনদত্ত আহার গ্রহণ কর্‌ব? অর্থই যেন নিয়ে থাকি——

সম। তবে সংবাদটা কি মন্দ?

ভোজ। আমি কিছু বল্লেই আপনি খাবার খোঁটা দেবেন; আর কিছু বল্‌ব না।

সম। না না, তামাসা কচ্চি নে, সত্য করে বল।

ভোজ। বল্‌ব? তবে বলি?

সম। অনুমতি চাচ্চ না কি?—কি বল্‌বে বল।

ভোজ। কে জানে শুনেছিলুম, দক্ষিণ পাড়া থেকে একটা মেয়েকে ভীল ব্যাটারা চুরি করে নিয়ে গেছে। সম্রাট্ সেই জন্য বড় ব্যাকুল হয়েচেন; তাদের অত্যাচার দিন দিন বাড়্‌তেই লাগ্‌ল।

সম। দক্ষিণ পাড়ার? কার্ কন্যা?

ভোজ। তা আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি নে।

সম। আমি দুদিন এখানে ছিলেম না বলে এত দূর বাড়িয়েচে? কুলস্ত্রী অপহরণ?

ভোজ। আজ্ঞা আপনি এখানে যত দিন থাকেন তত দিন ভয়ে কিছু কত্তে পারে না, আপনি যদি এখান থেকে এক পা নড়্‌লেন, তা হলেই ওরা যো পেয়ে বসে। ঐ যে বলে——

"যার কর্ম্ম তারে সাজে।
অন্যে যেন লাঠি বাজে॥

তা আপনার কাজ কি আর কেউ চালাতে পারে? না অনন্ত দেবের ভার একটা ঢোঁড়া সাপে বইতে সক্ষম হয়?

সম। গোবিন্দ রায় আর তাঁর বাড়ীর সকলে ভাল ত?

ভোজ। (স্বগত) "যার যেখানে ব্যথা; তার সেখানে হাত"— ঐটিই আদত কথা।

সম। চুপ্ করে রইলে যে? তাদের কোন—

ভোজ। পরশু বৈকালে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কই, তাঁর মুখেতে অন্য কিছু শুন্‌লুম না। তা এখন অনেক ক্ষণ আসা হয়েছে, চলুন, রাজবাটীর দিকে একবার যাওয়া যাক্।

সম। (উঠিয়া) হ্যাঁ চল, যাওয়া যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।]

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জেবুয়া——সুখনায়েগের উপবেশনাগার।

(সুখনায়েগ ও চন্দ্রভণ আসীন)

সুখ। চন্দ্রভণ! আমার সুখ-সাগরে সুখের জল সব উথ্‌লে উথ্‌লে উঠ্‌চে, মাইরি, আর ধরে না!

চন্দ্র। সে তো কানায় কানায়ই ছিল, তবে ঐ ছুঁড়ীটাকে এনে অবধি যা বল।

সুখ। ছুঁড়ী ত নয় যেন একটা আভাঙ্গা অপ্‌সরী—আহা! সেই বাগানটার ভিতর যে কি গানই গাচ্ছিল, আহাহা! মরে যাই, তা আর কখন ভুল্‌তে পার্‌ব না। তেমন মিষ্টি আওয়াজ আর কখন কানের ভিতর যায় নি——সেই অবধি আমি মরে আছি।

চন্দ্র। তুমি কেবল ঐ শুনেই মরেছ বুঝি?

চন্দ্র। না বাবা, ওকে ধরে আন্‌বার সময় যখন পথে ওর মুখ চেপে ধরি, তখনই আমি মরেছি। বাপ্ মায়ের ভারি পুণ্যের জোর যে, তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ি নি।

সুখ। যা বল্লি, তা বড় মিছে নয়, তবে আমি এ কাজে খুব ভুক্ত-ভোগী কি না, তাই তখন ঠিক ছিলুম, ছুঁড়ীর গা খানা যেন ননী!

চন্দ্র। আমি কিন্তু, বাবা মুক্তি লাভ করেছি,——দর্শনে পর্শনে মুক্তি।

সুখ। আর আমিই কি পতিত আছি?

চন্দ্র। না বাবা, নরকের চৌষট্টিটা কুণ্ডু তোমার জন্যে সাজান রয়েচে।

সুখ। ওরে সে তো শুভদিষ্টির কথা—নরক তো গুল্‌জার।

চন্দ্র। হাঁ, তা বই কি, এখন তোমার শুভদৃষ্টি হলেই হয়।

সুখ। ওরে, নরক কি এখন সে রকম আছে যে, সেখানে যেতে ভয় কর্‌ব? কত শত ইয়ার সেখানে ইয়ার্‌কি মাচ্চে—কত পরপুরুষ-সোহাগী মেয়েমানুষ সেখানে ঘূরে ঘূরে বেড়াচ্চে—কত গান, নাচ, বাজনা সেখানে রাত্তির দিনই হচ্চে—বাবা, নরক কি আর এখন সে নরক আছে, এখন স্বর্গের উপর ধ্রুব লোকের মত নরক একটা আলাদা লোক হয়ে পড়েচে——এখন সেটা ইয়ার-লোক—ইয়ার হলেই বাবা সেখানে যেতে খুসি হবে।

চন্দ্র। আহা! তোমার বুদ্ধিখানি সরু!

সুখ। মাতার চুলের চেয়েও।

চন্দ্র। তবে নাই বল্লেই হয়।

সুখ। ও আপদ না থাকাই ভাল। শেষ কালে অতি হয়ে পড়্‌লে দড়ি বইতে বইতে প্রাণটা যাবে।

চন্দ্র। তার আর সন্দেহ কি!

সুখ। মাইরি! যা কিছু ছিল, ক'দিন হল আর তাও নাই। ঐ ছুঁড়ীকে এনে অবধি আমার বল বুদ্ধি সব গিয়েচে, ও ত আমার

কথায় কোন মতেই রাজি হয় না, আবার সে দিন্ একটা ভারি খারাপ্ কথা বলেচে—

চন্দ্র। বাপান্ত করেচে না কি?

সুখ। তা নয়, কিন্তু তার কাছাকাছি।

চন্দ্র। তবু কি রকম? বের—

সুখ। দূর্! আমায় বাবা বলে ফেলেচে—বল্লে "তুমি আমার পিতে, তুমি আমার পিতে, তুমি আমার—"

চন্দ্র। যা! সর্ব্বনাশ করেচে তো?—তবে তোর দফা গয়া দেখ্‌চি, ও হতে আর তোর কিছুই হবে না, তবে যদি একটা দউত্তুর করে নিতে পারিস্, তা হলে মর্লে এক গণ্ডূষ জল পাবার পিত্তেস্ থাক্‌বে।

সুখ। দূর্ বেটা পাজি!

চন্দ্র। তবে তুমি ভাই, আজ থেকে আমার শ্বশুর হলে। মাইরি, শ্বশুর মহাশয়, প্রণাম হই।

সুখ। নে,—তুই একটু মদ আন্‌তে বল্, গলা শুকিয়ে উঠ্‌চে।

চন্দ্র। শ্বশুর মহাশয়ের অনুমতি হলেই হয়, (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে মদ নিয়ে আয়।

[এক্ জন দাসের মদ্য দিয়া প্রস্থান]

সুখ। (মদ্যপানান্তর) খাও চাঁদ, একটু সুধা খাও, অমর হবে।

চন্দ্র। শ্বশুর মশাই! জামাই ব্যাটা কি এত ব্যাল্লিক যে তোমার হাত থেকে মদের গেলাস নিয়ে তোমার সুমুকেই খাবে? (পশ্চাৎ ফিরিয়া মদ্যপান)

সুখ। তুই ত খুব হিসেবি ছেলে দেখ্‌তে পাই!

চন্দ্র। যোড়া পাওয়া ভার।

সুখ। তুমি বেঁচে থাক, বাবা! (মদ্যপান)

চন্দ্র। তোমার হরণ করা মেয়ের স্বামী হয়ে।

সুখ। বকিস্ কেন? সে যখন বলেছিল তখনই বলেছিল, এখন

চন্দ্র। (মদ্যপানান্তর) তোমার শশিপ্রভা কিন্তু ওর কাছে ঝক্ মেরেচে—

সুখ। ওরে, ঢাকের কাছে কি ট্যাম্-টেমের বাদ্যি—না সুয্যির কাছে পিদ্দিপের আলো? ও ছুঁড়ী এক চিজ্ জন্মেচে—রত্নবিশেষ!

চন্দ্র। রত্নহার কিন্তু হনুমানের গলায় পড়েছে!

সুখ। জলেই জল বাঁদে, বাবা, রত্নর কাছেই রত্ন আসে।

চন্দ্র। তুমি একটি মহারত্ন! শ্বশুর মহাশয়, প্রণাম হই; আশীর্ব্বাদ কর, বাবা!

সুখ। জন্ম-এইস্ত্রী হয়ে থাক, হাতের নো খয় যাক্, পাকা চুলে সিদূর পর, আর মরণ কাল পর্য্যন্ত মদ খাও—

চন্দ্র। দে বাবা, তুই পায়ের ধূল দে। (পদধূলি গ্রহণ)

সুখ। হ্যাঁ, তোমার বুদ্ধি হয়েছে—একটু মদ খাও—

চন্দ্র। আর না, ঢের খেয়েছি।

সুখ। অগ্নির মন্দাগ্নি কেন বাবা—ঢক্ করে এইটুকু গিলে ফেলি, লক্ষ্মী চাঁদ আমার—(মদ্যদান)

চন্দ্র। আপনি হচ্চেন শ্বশুর গুরুলোক, আপনার কথা অগ্রাহ্য কর্ত্তে পারি নে। (মদ্যপান)

সুখ। চন্দ্র! কি করি বল্ দেখি? ছুঁড়ী ত কোন মতেই রাজি নয়, সুমুকে গেলেই একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে, বলে "গলায় দড়ি দে মর্ব, পাহাড় থেকে ঝাঁপ খেয়ে প্রাণ ত্যাগ কর্ব—"

চন্দ্র। তোমার যেমন পাহাড়ে পিরীত!

সুখ। কেন? আমি ত খুব রসিকতা কত্তে পারি, তা সে নিজে অরসিক, তা আমি কি কর্ব বল। আমার ত কিছু অপরাধ নাই!

চন্দ্র। তোমার না হয় আমারই যেন হল, তা এখন—

সুখ। এখন কি করি বল্ দেখি, আপনি ত কিছু উপায় দেখ্‌তে পাই নি।

চন্দ্র। বাবা, সাপ ধরা পড়েই কি পোষ মানে ? আগে বিষ মারা হোক্, তার পর যে দিকে নাচাবে সেই দিকেই নাচ্‌বে।

সুখ। মাথার উপর তুলে নাচাবো।

চন্দ্র। তুমি একটু বস, আমি খোষালকে ডেকে আনি ; মদ ফুরিয়েচে।

সুখ। আর নাই !

চন্দ্র। ঐ বোতলে যেটুকু আছে। [প্রস্থান]

সুখ। শশিকে ডেকে দাও তো !——(স্বগত) শীকার মুখে পেয়েও কি ত্যাগ কত্তে হল ? এ তো কম দুঃখের কথা নয়। এত কষ্ট করে নিয়ে এলুম কি ওর্ চোক্-রাঙ্গানি দেখবার জন্য ? ওঃ ! শালী যেন আমায় বোকা বানিয়েছে। ওগ্‌রাতেও পারি নে, ফুক্‌রাতেও পারি নে—যেমন বোবার মত যাই, তেমনি বোবার মত ফিরে আসি।

(শশিপ্রভার প্রবেশ।)

শশি। আবার আমার খোঁজ পড়েছে কেন ?

সুখ। আলোর জন্য।

শশি। এই দুপুর রদ্দুরে আবার আরো আলো ?

সুখ। আলো ত এখন হল, এতক্ষণ অন্ধকারেই ছিলুম। বলি, চাঁদমুখে একটু মদ দেবে ?

শশি। আমি তোমায় পঁচিশ দিন বলেছি, আমায় ও সব কথা বল না; ফের আমায় ও কথা !

সুখ। উঃ ! রাগ হলো না কি ?

শশি। এক তো আমার সতীত্ব খেয়েছে, আবার মদ খেতে বল, লজ্জা করে না ?

সুখ। তোমার আবার লজ্জা কি ?

আবার তার কাছে প্রণয় জানাতে যাও? তোমার কি মৃত্যু নাই—যম কি একবারে তোমায় ভুলেচে?

সুখ। কেন, সতিন হবে বলে এত রাগ বুঝি?

শশি। পেটের মেয়ে আবার সতিন হবে কি?

সুখ। (সহাস্যে) তুমি কি তার গর্ভধারিণী?

শশি। তা যা হোক্, আমায় ডাক্‌লে কেন, এখন বল?

সুখ। কেন একটু দাঁড়াতে পার না? ঘোঁড়ায় জিন লাগিয়ে এসেছ না কি?

শশি। তাকে খাবার দাবার দিতে হবে না? সে ছেলেমানুষ এত বেলা পর্য্যন্ত না খেয়ে থাক্‌তে পার্‌বে কেন? একেই ত একেবারে ড়ি হয়ে গেচে।

সুখ। তাই বল না কেন, তবে?—

শশি। ডেকেছিলে কেন, বল?

সুখ। বল, তুমি আমার কথা রাখ্‌বে তো?

শশি। অত শত জানি না, বল্‌তে হয় বল, শুনে যাই।

সুখ। বলি, সে কি বলে?

শশি। বল্‌বে আর কি?

সুখ। কেন?

শশি। তোমার চেষ্টার চেষ্টাই ফল, যত্নের যত্নই ফল, আর বেশী কছুর পিত্তেশ করো না।

সুখ। অমন কথা বল না, আমার মাথায় পা দিয়ে ডুবিও না, কবার তুমি একটু মনোযোগ কর, তা হলেই আমি বাঁচি।

শশি। আমি কি কর্‌বো?

সুখ। বলে কয়ে ওর মনটা একটু নরম—

শশি। মূর্খ! সতী কি কোন কালে অসতী হয়ে থাকে? আমার

সুখ। তবে আমার দশা কি হবে?

শশি। যা হবার তাই হবে।

সুখ। তুমি আমায় মেরে ফ্যাল না কেন? তা হলে ত আর এ যন্ত্রণা ভুগ্‌তে হবে না।

শশি। মরণ আর কি!

সুখ। সুখোর তাতেও সুখ যদি না তাকে পাই।

শশি। তোমার মরণ ঐ রকমেই হবে। তোমার কপালে বিস্তর ভোগ আছে! ভেবে দেখ দেখি, কত শত কুৎসিত কাজ তোমার দ্বারা হয়েছে, কত কুলকামিনী তোমার করাল কবলে পড়ে সতীত্ব রত্ন হারিয়েছে, তুমি কত শত লোকের জন্মের সুখের হন্তা হয়েছ, কত পরিবারকে একেবারে শোকার্ণবে মগ্ন করেছ, কত নিষ্কলঙ্ক কুলে কালি দিয়েছ, কত পিতামাতাকে অপত্যশোক প্রদান করেছ; তোমার জীবনে ধিক্! তোমার লোকের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করে না? তেজেন্দ্রসিংহের কন্যা শশিপ্রভাকে কে মজালে? তুমিই ত। তুমিই তাকে তার স্নেহশীল পিতার ক্রোড়শূন্য করে জেবুন্নার গিরিদুর্গে এনে তার সতীত্ব-রত্ন হরণ করেছ, আবার গোবিন্দরায়ের কন্যাকেও এনেছ। উঃ! পৃথিবীতে এমন ঘৃণিত কাজই নাই, যা তুমি না কত্তে পার!

সুখ। (স্বগত) উঃ! বেটীর মুখ দিয়ে যেন খই ফুটুচে, কি বল্‌ব এখন ওর হাতে রয়েছি, তা না হলে ওর নৎনাড়া এক চড়ে ঘুরিয়ে দিতুম।

শশি। তুমিই আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট করেছ। তোমার অদৃষ্টে সামান্য দুঃখ নাই—তোমার পরকালে কি হবে, কখন ভেবে দেখেচ?

সুখ। পরকাল আবার কি? পরকাল কি আছে? সে সব কথার কথা।

দিকে একবার মুখ তুলে চাও; তুমি তাকে একবারটি বল, তোমার সুপারিষে হতে পার্‌বে।

শশি। পা ছেড়ে দাও, ওকি! পুরুষমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের পায় ধত্তে আছে?

সুখ। না, আমি ছাড়্‌ব না; তুমি একবার বল্‌বে বল?

শশি। কি বল্‌ব? ও কি বল্‌বার কথা; পা ছেড়ে দাও।

সুখ। তা কখনই ছাড়্‌ব না—বল তুমি সুপারিস্ কর্‌বে?

শশি। সেও কি কথা। শত্তুরকেও যে মানুষ এ কথা বল্‌তে পারে না। এক তো জান্‌তে পাচ্চি, এ কাজে কত সুখ, তাতে আবার আমি কোন মুখ নিয়ে তাকে এই ছাই কথা বল্‌ব!

সুখ। আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মর্‌ব (মস্তক খুঁড়ন)।

শশি। কি কর, পাগল হলে না কি? আঃ! পা ছেড়ে দিয়ে বল না—নেহাত পাগলের মত কথা বার্ত্তা কও যে।

সুখ। আমি পাগলই হয়েছি—তুমি বল বল্‌বে, তা না হলে এই দেখ মরি (মস্তক খুঁড়ন)।

শশি। (স্বগত) এ তো বিষম বিপদে পড়্‌লুম দেখ্‌তে পাই—ছিনে জোঁক ছাড়ে না; কিই বা কর্‌ব? আহা! বাছা যেন সরলতার প্রতিমা খানি! কপটতা কি পাপ-প্রবৃত্তি কাকে বলে কিছুই জানে না, কি করেই বা তাকে অমন কথা বলি। তার এখানে আসা অবধি আমি তাকে আপনার মেয়ের মত দেখি—সেও আমাকে মার মত ভক্তি করে, তাকে কি করে বল্‌ব যে, যে পুরুষ শত শত স্ত্রীলোকের পরকালের পথের কাঁটা হয়েচে, যার শরীরে দোষ বই গুণের লেশ-মাত্র নাই, যে পৃথিবীর সমস্ত পাপের আকরস্থান, তাকে তুমি ভজনা কর? সেই বা তা হলে আমাকে কি মনে কর্‌বে! তা যাই হোক্, এখন ত বল্‌ব বলে এর হাত থেকে এড়াই, তার পর—

শশি। আচ্ছা, বল্‌ব—তোমার আর মাথা খুঁড়্‌তে হবে না।

সুখ। তা আমি শুনি নে; তুমি তিন শত্তুর কড়ার কর।

শশি। আচ্ছা বল্‌ব—বল্‌ব—বল্‌ব, এখন পা ছেড়ে দাও।

সুখ। কেবল তাই নয়, আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে শুন্‌ব, কিন্তু—

শশি। কেন? আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হয় না? তিন সত্যি করে যখন বল্লুম, তখন বল্‌বই এখন; আমার কি ধর্ম্মভয় নাই?

সুখ। (স্বগত) তোর ধর্ম্ম বড় আছে কি না, তাই তোর ধর্ম্ম-ভয় থাক্‌বে? (প্রকাশ্যে) না, তুমি বল্‌বে তা আমি জানি; তবে কি না, সে কি বলে তাই লুকিয়ে শুন্‌ব। (স্বগত) বেটী আমাকে বোকা ভোলাচ্চেন, উনি বল্‌বেন বল্লিই আমি যেন বিশ্বাস কর্‌ব; তবু তিন শত্তুরটা করিয়ে রাখ্‌লুম, মেয়েমানুষ, যদি ওতেই ভয় করে।

শশি। (স্বগত) তবেই ত মহাবিপদে ফেল্লে দেখ্‌তে পাচ্চি; এ মায়াবী কি সামান্য কুচক্রী! তা যা বল্‌ব বলে ফেলেছি তা বলতেই হবে; আমার আবার লজ্জা আর মানের ভয়!

সুখ। তা চল এখন।

শশি। তোমার যে আর দেরি সয় না! দেখ্‌তে পাই, তাকে নাইতে খেতে দেও। সে তো আর তোমার মত পাগল হয় নি।

সুখ। না—না—বলি, তাই বল্‌ছি কখন্ যাবে।

শশি। এখন্ ত স্নানাহার কর্‌বে চল, তার পর বলা যাবে এখন!

সুখ। হ্যাঁ চল, তবে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

ইতি প্রথম দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য।



জেবুয়া—সুখনায়েগের কারাগার।

(শশিপ্রভা ও ইন্দুমতীর প্রবেশ)

শশি।——তা আমি কি কর্‌ব বাছা, আমি পরাধীন য়েমানুষ, ও আমায় যা বল্‌বে তাই আমায় কত্তে হবে; পাছে মি তোমাকে ও কথা না বলি, বলে আবার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুন্‌ ল। এই চলে গেল; এখন আমি খুলে বল্‌চি যে, ও কথা আমি মাকে মনের সহিত বলি নাই——কেবল ওর মন রক্ষার জন্য ই হোক্‌। তা না হলে পেটের মেয়েকে কি মানুষে ও কথা বল্‌তে রে?

ইন্দু। মা! আপনি আমার এই বিপদ-সাগরের এক মাত্র সহায়, দুর্দ্দিনের এক মাত্র বন্ধু, আপনারই স্নেহে ও যত্নে আমি এখানে চ রয়েছি; আপনার মুখে ও সব কথা শুনে আমাতে আর আমি লুম না, তা না কেঁদে আর কি কর্‌ব?

শশি। (স্বগত) আহা! এমন মিষ্টি কথা ত কখন শুনি নাই। ার যেমন রূপ, তেমনি গুণ! যে এত ভাল, তার অদৃষ্টে এত ! আমি পোড়াকপালী ও কথা বলে কি কুকাজই করেছি!

ইন্দু। (সরোদনে) আমার মত হতভাগিনী রমণী-কুলে আর হ কখন জন্মগ্রহণ করে নাই, বাল্যকালে স্নেহময়ী জননীকে হারি- ছি, তার পর বৃদ্ধ পিতার স্নেহ মমত্বে সেই মহাশোক এক প্রকার ত হয়ে কথঞ্চিৎ সুখে ছিলুম——তাও আবার এই পাপ পিশাচ াঞ্জলি দিয়েছে!

শশি। (হস্ত ধারণ করিয়া) ইন্দু! তুমি আর কেঁদো না মা!

তোমার কান্না দেখ্‌লে আমার বুক ফেটে যায়! তুমি চুপ্‌ কর। পূর্ণিমের চাঁদ কি মেঘে ঢেকে থাক্‌লে ভাল দেখায়?

ইন্দু। আপনি আমাকে রোদন কত্তে বারণ কর্‌বেন না; এই দুস্তর বিপদে, আমার চক্ষের জলই একমাত্র সহচরী,—এ পাপের একমাত্র শান্তি-জল।

শশি। তোমার আর পাপ কোথায়, মা! তোমার মত সতী সাধ্বী কি আর এ জগতে জন্মাবে?

ইন্দু। যখন দুরাত্মা আমাকে স্পর্শ করেছে, তখনই আমার দেহ কলুষিত হয়েছে; হায়! আমি পূর্ব্বজন্মে যে কত পাপ করেছি. তার আর সংখ্যা নাই, কত পুত্রকন্যাকে যে পিতামাতায় বঞ্চিত করেছি, কত শত সতী সাধ্বী পতিব্রতা কামিনীকে যে পতিধনে বঞ্চিত করেছি, তা আর বলতে পারি না, তা না হলে আর আমার এ দশা ঘটে?

শশি। তোমার মত গুণবতী মেয়ে আর জন্মাবে না; তোমার অদৃষ্টে যে এত দুঃখ ছিল তা স্বপ্নের অগোচর!

ইন্দু। আমার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।

শশি। ও কথা মুখে এনো না, আপনি আপনার মরণ কামনা কি কত্তে আছে? কেন, রাবণ যখন সীতা দেবীকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিল, তখন কি তিনি সেই পাপে প্রাণত্যাগ করেছিলেন?—না পুনরুদ্ধারের আশায় প্রাণ ধারণ করেছিলেন?

ইন্দু। আমারও সেইরূপ ঘটেছে; দস্যুপুরী রাক্ষসপুরী হতেও ভয়ঙ্কর; তুমিই আমার সেই অশোকবনের সরমা—বিপদের একমাত্র সহায়, জীবনধারণের একমাত্র উপায়; তোমারই স্নেহগর্ভ প্রবোধ-বাক্যে আমি জীবনধারণ করে আছি! এখানে আমাকে আমার বলে এমন আর কেউ নাই (রোদন)।

শশি। আবার কাঁদ কেন? চুপ্‌ কর।

ইন্দু। মা! কাঁদ্‌বার জন্যেই যে আমার জন্ম হয়েছে; তা আমি কাঁদ্‌ব না ত আর কাঁদ্‌বে কে?

শশি। ইন্দু! দস্যুদের কারাগারে বদ্ধ থাকবার জন্য কি বিধাতা তাকে এত সুন্দরী করেছেন?

ইন্দু। এ পোড়া রূপই আমার কাল হয়েছে! হায়! পরমেশ্বর যদি আমায় কুৎসিত কত্তেন, তা হলে বোধ হয় আমায় দস্যুরা স্পর্শও কর্‌ত না; এত যন্ত্রণাও ভোগ কত্তে হত না। উঃ! আমার প্রাণের ভেতর কেমন কচ্চে।

শশি। দিন রাত কেবল কেঁদে কেঁদে আর গুম্‌রে গুম্‌রে বেড়াবে, তা প্রাণের আর অপরাধ কি? না হয় আমার কোলে একটু মাথা দিয়ে শোও (উপবেশন)।

ইন্দু। শুয়েই বা আর কি হবে, আমার শোয়া বসা দুই সমান, যে জ্বালা সেই জ্বালা।

শশি। (ইন্দুর হস্ত ধরিয়া) আমার কথাটাই শোন—একটু ঘুমোও দেখি।

ইন্দু। (দীর্ঘনিশ্বাসে) তবে তাই করি, (শশিপ্রভার ক্রোড়ে মস্তক দিয়া শয়ন) প্রাণটা এমন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে কেন?

শশি। ঘুমিয়ে পড়, সব সেরে যাবে।

ইন্দু। দক্ষিণ চক্ষুটা অনবরত স্পন্দিত হচ্চে—এ সব ভারি অমঙ্গলের লক্ষণ, এর চেয়েও যে আমার আরো কি বিপদ ঘট্‌বে, তা ত বল্‌তে পারি না——(ক্রমশঃ নিদ্রিতা)।

শশি! আমি কি পাপীয়সী! এই সরলতার নিদানস্বরূপা কামিনী-রত্নকে দস্যুকরে সতীত্বরত্ন অর্পণ কর্‌তে অনুরোধ কর্‌ছিলুম; সতী অসদভিপ্রায় সাধনের উপকরণ হবে, আমি তাতে উৎসাহ দিতে প্রবৃত্ত হচ্ছিলুম; হায়! আমার শরীরে কি মনুষ্য-চর্ম্মের নাম মাত্র নাই! আপনি অধঃপাতে গিয়েছি—সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়েছি, তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আবার এই পবিত্র কুল-কামিনীকে সেই কুৎ-সিত পথের পথবর্ত্তিনী কর্‌বার জন্য, লজ্জার মাথা খেয়ে, মুখ ফুটে এই কুৎসিত কথা বল্লুম! লজ্জা? বেশ্যার আবার লজ্জা কি? যে কুল-

কণ্টকী কলঙ্কিনী শশিপ্রভা! উপপতির মন-রক্ষার্থে এমন স্বর্ণলতিকাকে দারুণ কণ্টক-বনে নিক্ষেপ কত্তে উদ্যত হয়েছিস্! ধিক্ তোকে! তুই কোন্ মুখে এই সর্ব্বনেশে কথা উচ্চারণ কর্‌লি? যে তোকে জননীর মত জ্ঞান করে, যে তোকে এই বিপদসাগরের একমাত্র তরণী বলে জ্ঞান করে, তুই কোন্ মুখে তাকে এমন নিষ্ঠুর কথা বল্লি! সেই দণ্ডে তোর জিহ্বা স্পন্দরহিত হলো না? সেই ক্ষণে ঘোর রবে প্রজ্বলিত অশনি পতিত হয়ে তোর মস্তক শতধা বিদীর্ণ কল্লে না? সতীর সতীত্ব নাশ! তার আয়োজন! উঃ! পৃথিবি! তুমি যথার্থই সর্ব্বংসহা! এরূপ পাপীয়সীকেও বক্ষে ধারণ করে আছ! হায়! বালিকা ইন্দুমতীর যে বুদ্ধি আছে, সে যে উপায়ে আপনার সতীত্ব রক্ষা কর্চ্চে, তার শতাংশের একাংশও যদি আমার থাকৃত, তা হলে——

(নেপথ্যে। হুঁ—হুঁ—হুঁ—তা—না—না——

পুনর্নেপথ্যে। ওরে কাঁদে কে রে? মহারাজার মত গলার আওয়াজটা শুন্‌ছি যে।

পুনর্নেপথ্যে। চন্দ্রভণ! না ভাই, আমি কাঁদ্‌ছি না—আমি গান গাচ্ছি।

পুনর্নেপথ্যে। তবু ভাল, আমি মনে করেছিলেম্ কতগুনো বুনো শোরকে কে বুঝি ঠেঙাচ্ছে!)

ঐ বুঝি দুরাত্মা সুখনায়েগ এই দিকেই আস্‌চে; ও পামরের মুখ দেখ্‌তে আর তিলার্দ্ধও আমার ইচ্ছা নাই। আহা! সরলা বালিকাকে দুরাত্মা কত কটু কথা বল্‌বে এখন, আমি তা শুন্‌তে পারব না, তার চেয়ে আমি ওর আস্‌বার আগেই স্থানান্তরে যাই।

[ইন্দুমতীর মস্তক ধীরে ধীরে ভূমিতলে রাখিয়া প্রস্থান]।

(সুখনায়েগের প্রবেশ)

সুখ। (নিদ্রিতাচেতন ইন্দুমতীকে দেখিয়া) আহা! আমি যে সে দিন ছুঁড়ীকে বিদ্যুল্লতা বলেছিলেম, তা বড় মিথ্যা নয়! মাটীতে

ড়ে আছে, আহা! যেন যথার্থই বিদ্যুৎখানি আকাশ থেকে খসে পড়েছে! তা এমন মেয়েমানুষ যদি আমার স্ত্রী না হল, তা হলে ত আমার জন্মটাই বৃথা। সুন্দরি! আর কত কাল আমায় এরূপ কষ্ট দেবে? তোমার এ বিড়ম্বনা আর সহ্য হয় না; তোমার পায়ে ধরি এক বার কথা কও। (ইন্দুমতীর চরণ ধরিতে অগ্রসর) (পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া উঃ! একেই কি সতীর তেজ বলে! এই তেজপ্রভাবেই কি সেই কাননস্থ নিষাদ একেবারে ভস্মরাশি হয়েছিল? (চিন্তা) এখন উপায় কি! সম্মতি? তা কি হবে? বল্‌তেও পারি না; ভাল, একবার ডেকেই দেখি না কেন? সুন্দরি! মনোমোহিনি! তোমার চিরদাস সুখনায়েগের প্রতি একবার করুণা-কটাক্ষ নিক্ষেপ কর—এ গোলামের জন্ম সফল হোক্।

ইন্দু। (নিদ্রাপগমে সহসা দণ্ডায়মানা হইয়া) স্বপ্ন-দৃষ্ট যমদূত? (হস্তদ্বারা নয়ন মর্দ্দনানন্তর সুখনায়েগকে দেখিয়া) কি পাপ! আপনি? আপনি আবার এখানে কেন? আমি ভেবেছিলেম সেই স্বপ্ন দৃষ্ট যমদূত বুঝি এখনও আমার সম্মুখে রয়েছে।

সুখ। সুন্দরি! স্বপ্নেও কি আমায় দেখে থাক? তা এতটা না হলে কি আর ভালবাসা হয়? তবে আর কেন আমায় ছলনা কর? একবার সদয় হয়ে একটু প্রেম-কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, অধিক কিছুর প্রয়াস করি না?

ইন্দু। (সক্রোধে) আবার ঐ কথা?

সুখ। কোকিলকণ্ঠী! কেন, আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি যে, তোমার এত বিষনয়নে পড়্‌লুম? বলপূর্ব্বক হরণ করে এনেছি বলে কি এত রাগ?

ইন্দু। ওরূপ কথা বল্লে আমি এই দণ্ডেই প্রাণত্যাগ কর্‌ব; তুমি যাও।

সুখ। তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব? প্রিয়ে! তুমি কি আমার হবে না?

ইন্দু। দুরাচার! পামর! নরাধম! সে দিন যে তোকে পিত সম্বোধন করেছিলেম, এই কি তারই মত উক্তি? রে নীচাশয়! তুই পশু অপেক্ষাও ঘৃণিত! তাদেরও এ জ্ঞান আছে! তারাও আপনার সন্তান সন্ততিকে সন্তান সন্ততি বলেই জ্ঞান করে, তোর মত পাপ চক্ষে দেখে না।

সুখ। হাঁ, সে কথা সে দিন বলেছিলে বটে, তা সে দিন ত আমি তোমাকে আর কিছু বলি নি, সে কথা আর আজ কেন? তা এখন একবার—

ইন্দু। বসুমতি! তুমি দ্বিধা হও, আমি প্রবেশ করে সকল যন্ত্রণা হতে নিষ্কৃতি পাই, বারম্বার এ অপমান আর সহ্য হয় না।

সুখ। সুন্দরি! যদি তোমার এতই স্থানাভাব হয়ে থাকে ত আমার হৃদয়-মন্দিরে এসে প্রবেশ কর, না হয় এই অসিদ্বারা দ্বিধা করে দি। প্রেয়সি! তবে এস। (ইন্দুমতীর হস্ত ধরিতে অগ্রসর)

ইন্দু। দুরাচার! (ক্রমশঃ মূর্চ্ছিতা)

সুখ। এ আবার কি? মরে গেল না কি? এ যে দেখ্‌ছি হিত কত্তে বিপরীত হল, এখন করি কি? বেটী ত ছুঁতেও দেবে না যে, কোন রকমে সেবা শুশ্রূষা করে দেখি; এর দেখছি সব সৃষ্টিছাড়া, এই শশিপ্রভাকেও ত এমনি করে এনেছিলুম, তা সে তো এত কারসাজি করে নাই, দুদিন ধরে বোঝাতেই নরম হয়ে গেল, কিন্তু এর কাছে এলেই একটা না একটা কাণ্ড করে বসে; ভাল আপদ!

ইন্দু। (মূর্চ্ছান্তে) এখনও আমার সম্মুখে আছিস্?

সুখ। তা আর যেতে বল কোথা? ডান পাশে না কি?

ইন্দু। অর্ব্বাচীন! যদি মরণের ভয় থাকে ত এই দণ্ডেই আমার সম্মুখ হতে দূর হ।

সুখ। হা হা হা, তোমার কাছে আমার মরণের ভয়? বলে "বড় বড় হাতী ঘোঁড়া গেল রসাতল, মশায় ধরে কত বল" বলি, এখনও তোমার ঘুমের ঘোর আছে না কি?

ইন্দু । তুই দূর হ, নচেৎ যে উপায়ে পারি, আমি তোর প্রাণ বধ করবো ; অবলার উপর বল প্রকাশ ? ভীরু ! ক্ষমতা থাকে বলবানের কাছে যা ।

সুখ । (সরোষে) কি ?

ইন্দু । পামর ! তুই কি মনে করেছিস্ যে তোর রাগকে আমি ভয় করি ? নিশ্চয় জানিস্ যে রাজপুত-কন্যা মরণেও ভীতা নয় !

সুখ । তবে এই মরতে প্রস্তুত হ (অসি নিষ্কাশন)

ইন্দু । আমি কেন ? তুই প্রস্তুত হ, একটু অপেক্ষা কর, আগে তার সেই প্রাণান্তক মহাস্ত্র আনি, তার পর দেখিস্ কে মরে ?

[বেগে প্রস্থান]

সুখ । (ইন্দুমতীর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া) রাক্ষসি ! পালাস্ কোথা ?

[বেগে প্রস্থান]

(নেপথ্যে বামাকণ্ঠবিনির্গত আর্ত্তনাদ)

(দ্রুতবেগে চন্দ্রভণের প্রবেশ)

চন্দ্র । সর্ব্বনাশ হল ! মহারাজ ইন্দুমতীকে বিনাশ কল্লেন না কি ! ওঁর রাগ হলে ত জ্ঞান থাকে না । যদি মেরেই ফেলবেন ত এত কষ্ট করে আনা কেন ?

[বেগে সেই দিকে প্রস্থান]

ইতি দ্বিতীয় দৃশ্য ।

তৃতীয় দৃশ্য।

জেবুয়া—সুখনায়গের উপবেশনাগার।

(কৃষ্ণদাসের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (ঘর পরিষ্কার করিতে করিতে স্বগত) আমি ত একা আকাট মূখ্যু ; আমি মনে করি, আমার চেয়ে মূখ্যু বুঝি আর পৃথিবীতে নাই! সেটা কিন্তু আমার মস্ত ভুল, আমার চেয়েও আরো মূখ্যু আছে !! তবু ভাল, আমায় ফিরে দেখ্‌বার একটা লোক হল। এই জেবুয়া দেশের মধ্যে আমি সকলের সেরা মূখ্যু বলে আমাকে এই কুৎসিত কাজটা দিয়েছে—আমি ঘর ঝাঁট দিই, পথ পরিষ্কার করি কিন্তু আমার মনিব যে, আবার আমার বাবা—আমার চেয়েও এক গুণে আক্কুটে, তা আমি জান্‌তুম না! আহা! অমন পরীর মত মেয়ে মানুষটার গায় কেমন করেই বা হাত তুল্লে! শুধু হাত তোলা নয় একেবারে দুখানা করে কেটে ফেল্লে গা !! যদি কেটে কুটেই ফেল্‌বি তো এত কষ্ট করে চুরি করে আন্‌বার দরকারটা ছিল কি? মেয়েমানুষ ত নয়, ঠিক যেন প্রিতিমে থানি! রূপও যেমন নামটাও তেমনি কি বলে, ইদু—না না, ইঁদু—ইঁদুর মাটী, এই বার ঠিক হয়েছে—না, তবুও হলো না, যাই হোক, তার নামটি কিন্তু ভাল। হুঁঃ! উনি আবার তার মন ভোলাতে গিয়েছেন! আরে, একি আর কেউ মেয়েমানুষ যে, বল্‌বামাত্রই তোর মাগ হবে? এ যে রাজপুত মাগ—মাগের বেটী মাগ, যাকে বলি মাগ্ !——

(গোবিন্দরায়ের প্রবেশ)

কেও গা? কে তুমি? এখানে কেন? কাকে খোঁজো?

গোবি। বাপু! আমি তোমাদের রাজাকে খুঁজি, তাঁর সঙ্গে আমার

কৃষ্ণ। তুমি কে?

গোবি। আমি যে হই না কেন, তিনি কোথায় বল, আমি তাঁর কাছে যাব।

কৃষ্ণ। ওঃ! "তিনি কোথায় বল, আমি তাঁর কাছে যাব"—কে হে বাপু তুমি এত লম্বা লম্বা কথা বল? নাম না বল্লে তাঁর দেখা কখনই পাবে না।

গোবি। (স্বগত) দুরাত্মার সবই সমান!

কৃষ্ণ। কি গো, কি বল না?

গোবি। তুমি বল গে যে গোবিন্দরায় বলে একটি লোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে এসেছে।

কৃষ্ণ। (সাশ্চর্য্যে) সে কি তুমি?

গোবি। তাঁকে তুমি এই কথা বল গে।

[কৃষ্ণদাসের প্রস্থান]

গোবি। (স্বগত) যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করে ত এই পঞ্চলক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করে আন্‌লেম, এখন আমার ইন্দুকে পাই ত সকলি সার্থক হবে, নচেৎ পথের ভিখারী। রামবল্লভ লোকপরম্পরায় শুনেছিল, যে পাঁচ লক্ষ টাকা পেলেই নরাধম ইন্দুকে প্রত্যর্পণ কর্‌বে, তা কি সত্য? যদিই সত্য হয়, পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে সত্য সত্যই যদি ইন্দুকে—আমার জীবন-সর্ব্বস্ব ইন্দু-ধনকে প্রত্যর্পণ করে, তা হলেও সে কি সামান্য অপমান!——উঃ! কি পরিতাপ! জগন্মান্য রজঃপুত-বংশে জন্মগ্রহণ করে অর্থ দ্বারা কন্যাকে উদ্ধার কত্তে হল! কোথায় কন্যার অপমানের প্রতিশোধ নিব, না আরও অপমান ক্রয় করে কন্যাকে উদ্ধার কত্তে হল! দৈব প্রতিকূল হলে সকলই হয়; এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, দেহে আর তাদৃশ বল নাই, তাদৃশ ক্ষমতাও নাই, সহজেই দুরাত্মার কথায় সম্মত হতে হল।

(সুখনায়েগ ও খোসালপাঁড়ের প্রবেশ)

সুখ। কি গো! কি মনে করে?

গোবি (স্বগত) নয়ন অন্ধ হও, দুরাত্মার পাপ-মুখ আর দর্শন কোরো না, রসনা অবশ হও, পাপাত্মার নিকট আর বাক্যব্যয় কোরো না, ইন্দ্রিয়গণ! তোমরা এই নরাধমের নিকট স্ব স্ব কার্য্য করণে বিরত হও, আমি ঐ পাপাচারের, পাপ-কথার কিম্বা পাপাবয়বের কিছুই যেন অনুধাবন কর্‌তে না পারি। পামর! নরাধম! দুরাচার! বর্ব্বর! তুই আমার ইন্দুকে হরণ করেছিস্——তোকে দর্শন কর্‌লে নয়নদ্বয় কলুষিত হয়, তোর সহিত বাক্যালাপ কর্‌লে রসনা অপবিত্র হয়! কি বল্‌ব! যদি আমার দেহে যৌবন কালের বলের সহস্র অংশের একাংশও থাকৃত, তা হলে এই দণ্ডেই তোর দেহ খণ্ড খণ্ড করে শৃগাল কুক্কুরদিগের সুখাদ্য প্রস্তুত করে দিতেম—বসুমতীকে অসহ্য পাপভার হতে মুক্ত কর্ত্তেম! কিন্তু দৈব-বিড়ম্বনায় আমার সে সকল কিছুই নাই—এখন সে সকল উপকথার ন্যায় বোধ হয়, সহজেই তোর তোষামোদ কর্‌তে হচ্ছে।

সুখ। কাটের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলে যে?

খোসা। (জনান্তিকে) ওর্ যে কষ্ট হয়েছে, সে ওই জানে।

সুখ। আরে থাম্, (গোবিন্দের প্রতি) কি বল না?

গোবি। (স্বগত) সময়গুণে তোর্ মুখেও এই সকল পরুষ বাক্য শুন্‌তে হল! হা বিধাতঃ! (প্রকাশ্যে) আপনি আমার—আমার কন্যাকে হরণ করে এনেছেন।

সুখ। আরে সে ত পুরণ কথা, নতুন কিছু থাকে ত বল, আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকৃতে পারি না।

গোবি। (স্বগত) হস্তী পঙ্ক-মগ্ন হলে শৃগালেও পদাঘাত করে; (প্রকাশ্যে) আপনি তাকে প্রত্যর্পণ কর্‌বেন?

সুখ ও খোসা। টাকা চাই—টাকা চাই, অমনি হবে না।

সুখ। বাবা, আন্‌তে যে কষ্ট হয়েছে তা আমিই জানি, আর

ভণ কিছু জানে। ছুঁড়ী কি না রাস্তার মাঝখানে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ঠ, মুখ বাঁধ্‌লুম, না তার ভিতর থেকেই গোঁ গোঁ করে! তাকে কি ম কষ্টে চুপ করিয়েছিলুম!

গোবি। (স্বগত) কর্ণ বধির হও! কন্যার দুর্গতির কথা আর ়তে পারি না; পামর কি না তাই আবার আমার সম্মুখে বর্ণনা র স্পর্দ্ধা কর্‌ছে! (প্রকাশ্যে) টাকা এনেছি।

সুখ। কত?

গোবি। (স্বগত) পঞ্চ লক্ষ মুদ্রা ত দিতেই হবে; কিন্তু প্রথমে কথা বল্লে, যদি আরো অধিক চেয়ে বসে, তা হলেই ত নিরুপায়! অপেক্ষা আগে তিন লক্ষ টাকার নাম করি।

সুখ। কি? ভাব্‌ছ কি? কত এনেছ?

গোবি। তিন লক্ষ টাকা।

খোসা। অ্যাঁ! বল কি? অমন পরীর মত রূপসী, তার দাম তিন টাকা? বাবা, বল্‌তে একটু লজ্জা হল না?

সুখ। তাই ত! আমরাই না হয় তোমাকে তিন লাখ্‌ টাকা দি, ই কেন তোমার মেয়েকে আমাদের নিঃস্বার্থে দিয়ে যাও না, সে ত রও ভাল!

গোবি। আপনি কত চান্‌?

খোসা। সে ত মহারাজ প্রচার করেই দিয়েছেন।

সুখ। (পঞ্চাঙ্গুলি দেখাইয়া) দেখ, পাঁচ লাখ্‌ টাকা।

গোবি। যে আজ্ঞা, তাই দিব।

খোসা। তবে দর করে দেখ্‌ছিলে না কি?

সুখ। সঙ্গে এনেছে?

গোবি। সঙ্গেই এনেছি।

খোসা। (সুখনায়েগের প্রতি জনান্তিকে) বুড় দেখ্‌ছি মেয়েটাকে ভাসবাসে! একেবারে নিয়ে যাবে বলে আবার টাকাগুলি করে এনেছে!

সুখ। আচ্ছা! খোসালপাঁড়ে, যাও, ও ঘরে গিয়ে টাকা গুনে নেও গে। (গোবিন্দের প্রতি) আপনি তবে টাকাগুলি বুঝিয়ে দিয়ে আসুন, আমি এই ঘরেই আছি।

খোসা। (স্বগত) টাকার নাম শুনে প্রভু বড় খুসী। এতক্ষণ 'তুই মুই' হচ্ছিল, এখন আবার 'আপনি অপনি' বলে শিষ্টাচার দেখাচ্ছেন।

[খোসালপাঁড়ের সহিত গোবিন্দরায়ের প্রস্থান]

সুখ। (সহাস্যে, স্বগত) বুড়, মেয়ের উদ্ধারের জন্য টাকা দিতে গেল, নিয়েও যাবে, বড়ই খুসী হয়েছে, কিন্তু নিয়ে যাবে কাকে?—ইন্দুকে? হা হা হা, ইন্দু কোথায়? (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে মদ নিয়ে আয়।

(কৃষ্ণদাসের মদ্য লইয়া প্রবেশ)

বুড়ো টাকা দিচ্ছে ত রে?

কৃষ্ণ। আজ্ঞা, হাঁ।

সুখ। (মদ্যপানান্তর) বাবা টাকা কি জিনিষ! ঝম্! ঝম্! ঝম্! শুন্‌তে কেমন মিষ্টি! ঝম্ ঝম্ শব্দটাতেই কান জুড়িয়ে যায়, মেয়েমানুষদের নড়্‌তে চড়্‌তে ঐ শব্দ; শুন্‌লে প্রাণটা ধেই ধেই করে নাচ্‌তে থাকে, সাধে কি আমি মেয়েমানুষকে এত ভালবাসি।

(খোসালপাঁড়ে ও গোবিন্দরায়ের প্রবেশ)

হয়েছে?

খোসা। হঁ্যা।

গোবি। আমার ইন্দুকে এখন দিন্।

সুখ। হা হা হা, ইন্দু?

গোবি। হাস্‌লেন যে?

সুখ। তার কিছু বিলম্ব আছে, এখনও সময় হয় নাই।

গোবি। সে কি, আপনি কি দিবেন না?

সুখ। দিব।

গোবি। তবে দিন, আর বিলম্ব কি?

সুখ। আছে, বিলম্ব আছে। বাবা, যেমনটি এসেছিল, তেমনটিই কি যাবে?

গোবি। আশ্চর্য্য! টাকা নিলেন্ এখন আমার বস্ত আমাকে দিবেন?

সুখ। আঃ! বল্লুম্ বিলম্ব আছে, সময় হয় নাই, তবু কেন বিরক্ত কর? আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হয় না?

গোবি। (সানুনয়ে) কেন আর আমার এই কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দেন? আর বিড়ম্বনা কর্‌বেন না, আমার ইন্দুকে আমায় দিন।

সুখ। ভাল আপদ্ ত হ্যা! বলি, সত্যি সত্যিই কি মনে করেছ যে, তোমার ইন্দুকে আমি ফিরিয়েই দিব? পাগল হয়েছ! আকাশের চাঁদ হাতে পেলে কি কেউ কখন ছেড়ে দিয়ে থাকে?—তা টাকাই দাও, আর মোহরই দাও!

গোবি। দুরাত্মা! এই তোর ধর্ম্ম? পামর—দুরাচার!

সুখ। আরে, দাও ত হ্যা বুড়কে দূর করে, খোসাল, দে বেটাকে বার্ করে দে।

[হতবুদ্ধি গোবিন্দরায়ের হস্ত ধরিয়া খোসালপাঁড়ের প্রস্থান]

নেপথ্যে। রে অধর্ম্মকারী দুর্দ্দান্ত রাক্ষস! রে দুরাচার পাপ পিশাচ! রে নরাধম পামর! রে দুরাত্মা সুখনায়েগ! এই রূপে তোর পাপ দুরভিসন্ধি সিদ্ধ কর্‌লি? রে প্রবঞ্চক! তুই যেমন ছলে বলে আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ কল্লি—আমার নেত্র-জল সার কল্লি, যদি জগতে ধর্ম্মের লেশ মাত্র থাকে—যদি পৃথিবীতে ঈশ্বরের নাম মাত্রও থাকে, তবে নিশ্চয় তোকে এর্ চেয়ে সহস্র গুণে ভুগ্‌তে হবে! যদি আমি বিশুদ্ধা পবিত্রা সতী জননীর সুসন্তান হই—যদি রজঃপুত-শোণিতের বিন্দু মাত্রও আমার শরীরে থাকে—যদি জগন্মান্য রজঃপুত বংশীয় পিতার ঔরসে আমি জন্ম গ্রহণ করে থাকি; যে প্রকারেই পারি এর প্রতিশোধ নিবই নিব! তুই আজ আমায় যেরূপ অদ্যভক্ষ-

হীন কর্‌লি—আমার সুখের আশা যেমন সমূলে উৎপাটিত কর্‌লি, তেমনি এর উচিত শাস্তি না দিয়ে, কখনই ক্ষান্ত হব না! "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

সুখ। খোসালপাঁড়ে!

নেপথ্যে। চল্, হারামজাদ্ চল্।

সুখ। বড় মজাটাই করা গেল, পাঁচ লক্ষ টাকা ঘরে বসে পেলুম্। এখন যাক্, বুড়ো আমার যা কর্‌বার তা করুক্ গে।

[প্রস্থান

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রমোদপুর—অমরেন্দ্রসিংহের অন্তঃপুর।

(কুমুদ্বতী ও বিলাসবতী আসীনা)

কুমু। সেই সর্ব্বনাশ হওয়া অবধি তোমার সঙ্গে আর দেখাটিও হয় নাই।

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাসে) আর বোন্, এ মুখ দেখাতে লজ্জা করে। আমিই ইন্দুর এই দুর্দ্দশার কারণ। আমি যদি ও.কে তার বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে না যেতেম, তা হলে বোধ হয় আর এ সর্ব্বনাশ হত না।

কুমু। তা কি দিদি, কেউ বল্‌তে পারে? দোষ তোমারও না

আমারও নয়, দোষ ইন্দুর অদৃষ্টের; তা না হলে কোথায় সে দুদিন পরে রাজরাণী হবে, না পথের কাঙ্গালিনী হল !!

বিলা। আহা! বৃদ্ধের কি মনস্তাপ! সেনাপতি মহাশয় কোথায় ইন্দুকে বিয়ে করে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ কর্‌বেন, না সেই দুরন্ত দস্যু ইন্দুকে অপহরণ করে তাঁকে একেবারে নিরাশ কল্লে।

কুমু। আর ও কথা বলো না দিদি, মনে হলে বুক ফেটে যায়। হায়! ইন্দুর এই হল! (রোদন)।

বিলা। রে দগ্ধ বিধাত! তোর মনে এই ছিল!

কুমু। হায়! ইন্দুর বিরহে প্রমোদপুর একেবারে অন্ধকার হয়েছে!

বিলা। তার আবার কথা, আচ্ছা সখি ইন্দুর বাপ এখন কোথা জান?

কুমু। শুন্‌লুম তিনি ইন্দুর উদ্ধারের জন্য গিয়েছেন, দস্যুপতি কি ঘোষণা করে দিয়েছে যে, উচিত মূল্য পেলেই ইন্দুকে ত্যাগ করবে, তাই তিনি টাকা কড়ি নিয়ে ইন্দুকে আন্‌তে গিয়াছেন।

বিলা। টাকা পেলে সত্যি সত্যিই কি সে দস্যু ইন্দুকে প্রত্যর্পণ করবে?

কুমু। শুন্‌চি তো এই রকম, এখন কি করে, জানি না।

বিলা। তিনি কবে গেছেন?

কুমু। এই দেড় মাস হলো।

বিলা। এখান থেকে তের দিনেই না সেখানে যাওয়া যায়?

কুমু। হ্যাঁ।

বিলা। তবে যখন এত দেরি হচ্চে, তখন বোধ হয়, তিনি ইন্দুকে একবারে সঙ্গে নিয়েই আস্‌বেন।

কুমু। তা বলা যায় না, দিদি, সে এখন দস্যুপতির দয়ার উপর নির্ভর কচ্চে।

বিলা। আহা! ভগবান্ করুন, যেন ইন্দুর উদ্ধার সহজেই হয়। ভাল কথা মনে পড়েছে, সেনাপতি মহাশয় কি এ কথা শুনেছেন?

কুমু। না, তিনি এর অঙ্কুরও জানেন্ না।

বিলা। কেন?

কুমু। তিনি ত এখানে নাই, শুন্‌ছি সম্রাট আলাউদ্দিন না কি কমলাদেবীর বিষয় আশয় সব আনাবার জন্য তাঁকে গুজ্‌রাটে পাঠিয়েছেন?

বিলা। তিনি থাক্‌লে বোধ হয়, এত দিন ইন্দুর উদ্ধার হত; কিন্তু কেমন কপাল তিনিও এখন এখানে নাই, বিপদ যখন আসে, তখন এই রকমেই আসে।

কুমু। তা আবার বল্‌ছ, দিদি!

বিলা। আচ্ছা বোন, ইন্দুর বাপ কেন সেনাপতি মহাশয়ের আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে দেখ্‌লেন না, তা হলে ত আর টাকা দিয়া ইন্দুকে উদ্ধার কত্তে হত না।

কুমু। দিদি, বাপের প্রাণ কি নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারে? ইন্দুকে লাভ করাই তাঁর উদ্দেশ্য, তা গেলই বা অর্থ, তাতে তাঁর ক্ষতি কি? আর তাঁর টাকাই বা কার জন্য বল।

বিলা। কত টাকা দিতে হল?

মুকু। পাঁচ লাখ টাকা।

বিলা। এত টাকা তিনি কোথায় পেলেন?

কুমু। যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করে।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

বিলা। ঐ বুঝি তোমার স্বামী আসছেন, আমি একটু আড়ালে যাই।

[প্রস্থান]

(অমরেন্দ্র সিংহের প্রবেশ)

কুমু। প্রাণনাথ!

অম। প্রিয়ে! দিবারাত্রি রোদন করে করে একটা মহা-পীড়া উপ-

স্থিত করবে না কি? ইন্দু শীঘ্রই উদ্ধার হবে তার জন্য আর চিন্তা কি? সম্রাট আলাউদ্দিনের চেয়ে কিছু সেই অসভ্য পর্ব্বতবাসী দস্যুরাজ অধিক বলবান্ নয়।

কুমু। ইন্দুর বাপ ফিরে এসেছেন?

অম। (অধোবদনে) হাঁ।

কুমু। (সাহ্লাদে) ইন্দু এসেছে?

অম। ইন্দু ফিরে এলে আর যুদ্ধের আয়োজনের কথা বল্‌চি কেন?

কুমু। কেন, ইন্দুর বাপ না টাকা দিয়ে তাকে আন্‌তে গিয়েছিলেন?

অম। সে চেষ্টা বিফল হল।

কুমু। কেন, তারা কি সম্মত হল না?

অম। (দীর্ঘনিশ্বাসে) বৃদ্ধের কাছে পাঁচলাখ্ টাকা নিয়ে রাজা সুখনায়েগ শেষে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে!

কুমু। হায়, বৃদ্ধের দশা কি হল? (রোদন)

অম। চিন্তা কি? রোদন করো না, আমরা যখন জেবুয়া আক্রমণ করবার উদ্যোগ কচ্চি, তখন আর এক খানা না করে ফিরে আসচি না; বিশেষতঃ সম্রাট আলাউদ্দিন ভীলদিগের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন, আর—

কুমু। আমার যে মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না, আহা! ইন্দু বালিকা, কেমন করে সে দস্যু-পুরীতে দিন যাপন কর্‌বে, আহা! সখি, তোমার কপালে এই ছিল! (রোদন)

অম। প্রিয়ে! তুমি বুদ্ধিমতী হয়েও এরূপ কত্তে লাগ্‌লে! আমরা যখন আছি—আর সেনাপতি মহাশয় আজ এসেছেন—তিনিও যখন একথা শুনেছেন, তখন যে তিনি কিম্বা আমরা সহজে নিরস্ত হব, এ কথা মনেও ভেব না।

নেপথ্যে। অমর! বাহিরে এসো।

কে ডাক্‌চে, তবে প্রিয়ে, আমি এখন চল্লেম, কিছু ভেব না, ইন্দুর উদ্ধার হবেই।

[প্রস্থান

কুমু। (দীর্ঘনিশ্বাসে) হায়! কি হলো!

(বিলাসবতীর পুনঃপ্রবেশ)

বিলা। ইন্দুর কথা কি বল্‌ছিলে? সে এসেছে না কি?

কুমু। সব বিপরীত হয়েছে, দুরাত্মা বৃদ্ধের নিকট পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়েও ইন্দুকে প্রত্যর্পণ করে নাই; তাঁকে আরো উল্‌টে তাড়িয়ে দিয়েছে! আহা! বৃদ্ধ একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হল!

বিলা। অ্যাঁ, সত্য না কি? উঃ! পরমেশ্বর! এমন পাপীকেও আপনার সৃষ্টির মধ্যে স্থান প্রদান করেছেন! ইন্দুমতি! দিদি রে! তোর যে সেখানে কেউ নাই, তুই যে এক দণ্ড আমাদের না হলে থাক্‌তে পাত্তিস্ নে; এখন কেমন করে সেখানে আছিস্! (রোদন)

কুমু। হায়! সেই পাপাত্মার কার্য্য মনে হলে আর জ্ঞান থাকে না, বৃদ্ধকে দেখেও কি তার দয়া হল না! ধর্ম্ম! তুমি যথার্থই এ পৃথিবী পরিত্যাগ করেছ!

বিলা। হায়! ইন্দুর আশায় বুঝি জলাঞ্জলি দিতে হল!

কুমু। অমন সরলা বালিকাকে যে দুর্ভাগ্য এত কষ্ট দেবে, তা স্বপ্নেরও অগোচর!

দুর্ভাগ্য খেলিছে সুখে লয়ে ইন্দুমতী
যাতনা সহিছে কত সুখোচিতা সতী,
দুর্গতির সীমা নাই অবলা বালার,
রাহু করে রাখে সুখ ষোড়শ কলার!
বিদ্যাবতী সতী, সরস্বতীর সমান,
দয়া, মায়া, সুশীলতা গুণের নিদান,

দস্যু-কারাগারে দুষ্ট ফেলেছে তাহায়,
জানকী-দুর্গতি পুনঃ দেখাতে ধরায় !
শমনভবন প্রায় সে ভীষণ স্থান,
সদাচার যথা হ'তে করেছে প্রস্থান,
লম্পটতা, সুরাপান, কদাচার যত
দুষ্ট দস্যু-দল-অঙ্গ-আভরণমত
বিহরে সতত যথা ;—হেন পাপ স্থানে
বাঁচিবে কেমনে ইন্দু জীবনে জীবনে !

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাসে)

মরণ মঙ্গল তার, জীবনে কি ফল আর,
বল তার বেঁচে কিবা সুখ !
বিরহিত প্রিয়জন, জনক সঙ্গিনীগণ,
পোড়া বিধি যাহারে বিমুখ !!
বীরের নন্দিনী ধনী, সদানন্দ সুবদনী,
আদরিণী সকলের কাছে !
প্রমোদপুরের প্রিয়া, আমোদ-প্রমোদ-প্রিয়া,
প্রমদার সুখ সব গেছে !!
পরশ্রী-কাতর দুষ্ট, দুরন্ত দুর্ভাগ্য রুষ্ট,
সুখিনীর সুখহন্তা ; হায় !!
সুখের পাখীটি সুখে, দিল মার্জ্জারের মুখে,
মনোদুখে বুক ফেটে যায় !!
কি বলিব, সহচরি; মনের জ্বালায় মরি,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ !

রাজরাণী ভিখারিণী, ইন্দু কারা-নিবাসিনী,
কিবা দুখ ইহার অধিক !!
সতত সুখের আগে; অনুপম সুখভোগে,
ছিল ইন্দু বাপের আদরে !
পাবে অনুরূপ পতি, সমরেন্দ্র সেনাপতি,
ভাসিবে সে সুখের সাগরে !!
হেন সুখোচিতা ইন্দু, নাহি তার সুখ-বিন্দু,
পিতা, পতি, বন্ধু পরিহরি,
বন্ধুর পর্ব্বতোপরে, দুখময়, কারাগারে,
বঞ্চিতেছে দিবা বিভাবরী !!
দুর্দ্দান্ত অসভ্য ভীল, দুষ্টমতি পাপশীল,
করিতেছে কত অত্যাচার !
বলিতে পারি না সই, মরমেতে মরে রই,
সুজনের এই পুরস্কার !!
দস্যুর দয়ায় হায়, আছে অনাথিনী প্রায়,
বল তার জীবনে কি সুখ !
মরণ মঙ্গল তার, জীবনে কি ফল আর,
পোড়া বিধি যাহারে বিমুখ !!

(নেপথ্যে কণ্ঠশব্দ)

তোমার স্বামী আসচেন ; আমিও অনেকক্ষণ হল এসেছি, এখন চল্লেম।

কুমু। মাঝে মাঝে এক একবার এস, তোমাকে দেখলেও তবু মনটা অনেক ভাল থাকে।

[বিলাসবতীর প্রস্থান]

(স্বগত) যে ডেকেছিল তার স্বরটা ঠিক সেনাপতি মহাশয়ের মত ; বোধ হয় তিনিই এসেছিলেন।

(অমরেন্দ্র সিংহের প্রবেশ)

অম। সেনাপতি মহাশয় এসেছিলেন।

কুমু। তিনি কি এসব কথা শুনেছেন ?

অম। তিনি আগে লোকপরম্পরায় শুনেছিলেন, কিন্তু সে কথা তাঁর তত বিশ্বাস না হওয়াতে আমার কাছে ভাল করে জান্‌তে এসেছিলেন।

কুমু। তিনি কি বল্লেন ?

অম। বল্‌বেন আর কি ? একেবারে আক্রমণ কর্ত্তেই উদ্যত।

কুমু। সেই পর্ব্বত প্রদেশ !

অম। তাতে আর ভয় কি ?

(নেপথ্যে ——— হা বিধাতঃ !)

কেও ?—যেন পরিচিত স্বরের মত বোধ হচ্চে, এস এস, দেখে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান]

ইতি প্রথম দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রমোদপুর—রাজপথ।

(গোবিন্দরায় দণ্ডায়মান)

গোবি। বিগতা তমিস্রা ; এবে প্রভাত সুন্দরী

উজলি' ভুবন রূপে মৃদু মন্দ হাসি,

ধীরে নামি প্রাচী হতে, দিলা ক্ষমা দেখা
আসি কৃতার্থা মহীরে। উদিল ভাস্কর ;—
রক্তিম চন্দনবিন্দু পরিলা সুন্দরী,
জলস্থল শূন্য আদি প্রকাশিল ধরা
সমুজ্জল সূর্য্য-তেজে——হাসিলা সুন্দরী
মোহিনী কুসুম সাজে, ছুটিল সৌরভ,
বহিল চৌদিকে রূপ-বারতা পবন ;
ঝলিল শিশির-বিন্দু দ্যুমণি-কিরণে
শ্যাম-দূর্ব্বাদল-শিরে,—ঝলিল মুকুতা-
মালা সুন্দরীর হৃদে ; কাঁপিল তটিনী
—বিমল-সলিল-পূর্ণ— পবন-হিল্লোলে,
হেলিল দুলিল যথা হার শতেশ্বরী ;
কুঞ্জে কুঞ্জে অলিপুঞ্জ সুস্বরে গুঞ্জিল,——
ঝঞ্চনিল বীণা-তার সুন্দরীর করে।
এমন সময়ে আসি নিবিড় নীরদ
আবরিল নীলাম্বর——মন্দ্রিল জলদ
বিভীষণ কড়কড়ে,—ছুটিল চঞ্চলা
উড়ায়ে অঞ্চল ভীমা হর্ষে ব্যোম-পথে ;
নিস্বরিল প্রভঞ্জন—টলিল ধরণী ;
ছাইল প্রগাঢ় ঘন সমগ্র ভুবন।
শ্রীহীনা প্রভাত ;—এবে বিকলা, মলিনা ;
না আছে সে অলঙ্কার—পুষ্প মনোরম,
সে মধুর হাসি আর দিনকান্ত-ভাতি ;

বিলুপ্ত চন্দন-বিন্দু সুন্দরীর ভালে,—
সরক্ত সতেজ, আদি-দেব দিবাকর,
প্রনষ্ট সে শতেশ্বরী—শোভাহীন এবে ;
লজ্মি বেলাভূমি এবে প্লাবিছে ভুবন
মন্দগতি স্রোতস্বতী,—প্রশান্তা, বিমলা !
এই রূপ ভাগ্য মম ; সৌভাগ্য-সুন্দরী
বরষিতে হাস্য-সুধা অভাগা উপরে
র'ত রে নিয়ত, ছিনু সেই সুখে সুখী,
দেখিতাম এ জগতে শোভার ভাণ্ডার ;
স্বপনেও ভাবি নাই দুর্ভাগ্য পিশাচ
পুনঃ আক্রমিবে মোরে এ হেন বিধানে ;
ভঙ্গ এবে ভ্রান্তি-নিদ্রা—সে সুখ-স্বপন
হারায়েছি প্রাণধন কুমারী ইন্দুরে ;
দুর্দ্দান্ত পিশাচ দস্যু, ঘোর কপটতা-
জালে বদ্ধ করি মোরে, হরিয়াছে যত
পার্থিব সম্পদ্ মম ; হায়, আমি এবে,
আশাহীন, বাসাহীন, পথের ভিখারী !

(অমরেন্দ্র ও ভোজন সিংহের প্রবেশ)

অম। (স্বগত) রে ভীল-কুল-কলঙ্ক দুর্দ্দান্ত নরপিশাচ সুখনায়েগ ! তোর হৃদয় কি বজ্র অপেক্ষাও কঠিন ! তোর অন্তরে কি দয়া তিলার্দ্ধও স্থান পায় নাই ! এমন বৃদ্ধকেও কন্যা-শোক প্রদান করলি ? কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হলি নে ?—শুধু কন্যাশোক নয়, প্রবঞ্চনা করে তার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে আবার তাকে পথের ভিখারী করলি ; উঃ !

যথার্থই তোর রাক্ষস কুলে জন্ম বটে; এই কার্য্যই তার সাক্ষ্য-স্বরূপ।

ভোজ। (স্বগত) দেখ দেখি, একবার বামুনে কপালখানা দেখ দেখি;. আমি কোথায় টেঁকে বসে আছি, আজ কাল বাজারভাব বড় গরম, সেনাপতি মহাশয়ের বিয়ের সময় একবারে কিছু করে নিব, তা না হয়ে সব উল্ট! সন্দেশের জাহাজখানা, শুয়োটা ভীল কি না, নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের উপর আটকে রাখলে! আবার শুনচি, সেখানি বিঘোরে মারা পড়েছে? আহা! তা হলে, আমায় ত ছেড়েই দাও, মহাজন বেচারির ভারি লোক্সান হবে!—তাঁর সবে ঐ খানি।

গোবি। উঃ! শঠের দুরভিসন্ধি কি কুটিল! দুরাত্মার মায়াজালে পতিত হয়ে বহুদর্শী বৃদ্ধও প্রবঞ্চিত হল। উঃ দারুণ অপমান! নীচ হস্তে দারুণ অপমান! পামরের অনুচর বলপূর্ব্বক আমায় দ্বার-বহিষ্কৃত করে দিলে! হায়! তাও বরং আমার সুখজনক হত, যদি দুরাত্মা দস্যুপতি আমার ইন্দুকে আমায় দিত; কিন্তু, সব বিপরীত হল! দুরাত্মা অর্থও নিলে; অথচ ইন্দুকেও প্রত্যর্পণ কল্লে না——হায় আমি এখন পথের ভিখারীর চেয়েও দুর্দ্দশাগ্রস্ত! তাদের বরং দাঁড়াবার একটু স্থান আছে, কিন্তু আমার তাও নাই। আগে দক্ষিণ পাড়ার অধিকাংশ স্থানই আমার অধিকারভুক্ত ছিল, কিন্তু এখন আমি আমার বলি, এমন একটুও স্থান নাই। এতেও সন্তুষ্ট হতেম, যদি আমার ইন্দুকে আমি ফিরে পেতাম। রে দুরাচার দস্যুপতি! আমি তোর কি অপকার করেছিলেম? তুই কেন আমার প্রাণ বধ কর্‌লি নে, বালিকা কন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে তোর কি উপকার হল? আহা, মা আমার! তোমার অদর্শনে আমরি হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে। আমার আর কেহই নাই! মা, তুমি আমারি জীবন-সর্ব্বস্ব, কেবল তোমাকেই অবলম্বন করে আমি এত দিন জীবন ধারণ করেছিলেম। (চিন্তা) হায়, জন্মেই কেন তোর মৃত্যু হল না, তোর গর্ভধারিণীর সঙ্গে, কেন তুই অকালে কালগ্রাসে পতিত হলি নে,—তা হলে ত আমায় এ দারুণ অপ-

মান সহ্য কত্তে হত না। দস্যুপতির আবাসভূমি পাপপূর্ণ; সে স্থানে থেকে কেমন করেই বা আপনার সতীত্ব রক্ষা করবি? অসতীর মরণই শ্রেয়স্কর। কি! কন্যা দস্যুগণের উপভোগ্যা দাসী হয়ে থাকবে, আমি পিতা হয়ে তা সহ্য করব? অসভ্য ভীল জাতি দ্বারা আমার সূর্যাতুল্য নিষ্কলঙ্ক রাজপুত বংশ কলঙ্কিত হবে, আর আমি রাজপুত হয়ে তা সহ্য করব? যথাসর্ব্বস্ব ত গেছেই, এমন প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তবু এ অপমানের প্রতিশোধ নিবই নিব!

ভোজ। (অমরেন্দ্রের প্রতি) বলি হঁ্যাগা, ছোট সেনাপতি মহাশয়! বলি টাকাগুলও নিলে আর ইন্দুকেও ফিরিয়ে দিলে না?

অম। তা না হলে আর এত দুঃখ কিসের? যদি দুরাত্মা প্রথমেই বলত যে, ইন্দুকে প্রত্যর্পণ করব না, তা হলে আমরা যুদ্ধ করেই তার উদ্ধার কত্তেম।

ভোজ। (স্বগত) রামবল্লভের মুখে যে রকম শুনচি, তাতে বোধ হয় ইন্দুর আর বিন্দু বিসর্গও নাই। (প্রকাশ্যে) তা কত টাকা লেগেছে?

অম। তা ঢের—বৃদ্ধের আর কিছু নাই—পাঁচ লক্ষ টাকা।

ভোজ। বাবা! পাঁচ—লাখ—টা—কা! মুখ দে উচ্চারণও করা যায় না, দূর কর ছাই, ও কথা শুনেই কাজ নাই!

অম। কেন?

ভোজ। আর মহাশয়! আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে কাজ কি? আমাদের একটা টাকা যে কত কষ্টে হয়, তা আমরাই জানি—বত্রিশটি কলার না যুটলে ত আর একটা টাকা হয় না; তা এ কত কলারের দক্ষিনা ভেবে দেখুন দেখি।

অম। দূর হোক! তোর সকল সময়েই আহারের কথা।

গোবি। (অমরেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া) অমর! আমার কি হল!

অম। মহাশয়! তার জন্য আর কাতর হবার আবশ্যক কি—আমরা কালই জেবুয়া আক্রমণ করব।

ভোজ। (জনান্তিকে অমরেন্দ্রের প্রতি) আর আক্রমণ! কার জন্যই বা যাবেন, রামবল্লভের মুখে শুন্‌লুম্‌, সুখনায়েগ বেটা ইন্দুকে কেটে ফেলেছে।

অম্‌। রাম, রাম, অমন নিষ্ঠুর কথা মুখে এনো না।

ভোজ। সত্যি গো! সে নিজে গিয়ে তাদের লোকের মুখে শুনে এসেছে।

অম। এ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা; বোধ হয় পৃথিবীতে এমন কোন পাষণ্ড অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করে নাই যে, সে কর্ম্ম কর্‌তে পারে। রাম, রাম, অমন কথা মুখে এনো না।

ভোজ। সে লোকটি বল্লে, তার কাটা মুণ্ডু দেখেছে।

অম। চুপ্‌, চুপ্‌!

গোবি। আর চুপ্‌ কেন, আমি বুঝিছি—বুঝিছি—আমি বুঝিছি—হা ইন্দু! (মূর্চ্ছা)

অম। ভোজন! কল্লে কি?

ভোজ। বাঃ! আমার দোষ হল বুঝি? আপ্‌নিই, ত আগে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন।

অম। আচ্ছা, সে কথা থাক্‌—এখন এঁকে ধর।

ভোজ। আমি বাবু ধর্‌তে টর্‌তে পার্‌ব না—ও মরে দানো পেয়েছে, ঐ শোন, কি বক্‌ছে।

গোবি। (মূর্চ্ছিতাবস্থায়) ইন্দু! যাস্‌নি মা—যাস্‌নি—আমিও যাই—।

ভোজ। ঐ শোন।

অম। কি বিপদ্‌! যা বল্লুম তাই কর-না।

ভোজ। কে প্রাণ খোয়াবে, বাবা! ব্রাহ্মণীকে বিধবা করা কি তোমার ইচ্ছা?

গোবি। (মূর্চ্ছিতাবস্থায়) আমি যাই—দাঁড়াও।

অম। মহাশয়, ইন্দু যাবে কোথা? আমি বেস্‌, বল্‌ছি তার

ীবনের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই—এখন আপনি উঠ্‌লেই সব স্থির য়।

গোবি। আমি উঠ্‌লে সব স্থির হয়, আমার জন্য অপেক্ষা? তবে ই উঠেছি, (উঠিয়া) কই?—কই? আমার ইন্দু কোথা? আন্‌লি ন? প্রবঞ্চনা? দেখ্ পাজি!——কেও অমরেন্দ্র! তোমায় আমি ক বল্লুম?—কিছু মনে কর না, ভোজনের মুখে ঐ কথা শুনে—উঃ! াণ যায়, ইন্দু নাই!—ইন্দু নাই! (মূর্চ্ছা)

অম। ভোজন! ধর, চল এঁকে বাড়ীতে নিয়ে যাই—দাঁড়িয়ে ইলে কেন? এখন ত টের পেলে জীবিত আছেন।

ভোজ। তাই ত! তবে চলুন্।

অম। এই কঠিন অপরিষ্কার পথে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা গেলে প্রাণ-াশের সম্ভাবনা - চল, বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করি গে।

[মূর্চ্ছিত গোবিন্দরায়কে লইয়া উভয়ের প্রস্থান]

ইতি দ্বিতীয় দৃশ্য।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রমোদপুর—সমরেন্দ্রসিংহের শয়নাগার।

(সমরেন্দ্রসিংহ বিষণ্নভাবে পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট)

(অমরেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

অম। সেনাপতি মহাশয়! এ কি? আপনার এরূপ বিষণ্নভাব দেখে, আমি যে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হচ্চি! প্রবল শত্রুদল জীবিত থাকৃতে য আপনি এরূপ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছেন, এর কারণ ত কিছুই ুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

সম। নিশ্চিন্ত ?

অম। না হয় অত্যন্ত চিন্তান্বিতই রয়েছেন, কিন্তু সে চিন্তায় মগ্ন থাকা আর অরণ্যে রোদন করা,—উভয়ই সমান !

সম। আমি তবে কি কর্‌ব ?

অম। শত্রুনাশ—ইন্দুমতীকে উদ্ধার।

সম। ইন্দু! কৈ ? সে কোথা ? এই যে আমার বাম পাশে ছিল, কোথা গেল ? (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ) সব ফাঁকি ! কেহই নাই ! হা প্রিয়ে ! (শয়ন)

অম। এ যে দেখ্‌ছি অর্দ্ধোন্মাদ !

সম। এত দিনের পর প্রমোদপুর প্রমোদশূন্য হল ! বুঝি প্রমোদপুরের সুখ-সূর্য্য অপুনরুদয়রূপে অস্তমিত হল ! এত কালের পর পৃথিবী হতে ধর্ম্ম বুঝি একেবারে তিরোহিত হল,—অধর্ম্ম স্বীয় পাপ-পক্ষ-পুট বিস্তার করে সংসারময় ব্যাপ্ত হল ! এত দিনের পর দুরাত্মা সুখনায়েগের দুষ্টাভিসন্ধি পরিপূর্ণ হল ! জগতের একমাত্র ললামভূতা ললনা শ্রীভ্রষ্ট হল, নিরপরাধী বৃদ্ধ সর্ব্বস্বান্ত হল, সমরেন্দ্রের অচল মনও বিচলিত হল !

অম। সেনাপতি মহাশয় ! বলেন কি ? সামান্য কারণে আপনি যদি বিচলিতান্তঃকরণ হবেন, তা হলে ভূমণ্ডলে সহিষ্ণু হবে কে ? দৃঢ়ই বা হবে কে ? অল্পমাত্র বায়ু-প্রবাহে পর্ব্বত কি কখন কম্পিত হয় ?

সম। অল্পমাত্র বায়ুপ্রবাহ নয়,—এ প্রবল ঝটিকা। (উঠিয়া) ওরে দুর্বৃত্ত ভীল ! তোর যে বড় স্পর্দ্ধা দেখ্‌তে পাই, শৃগাল হয়ে সিংহ-রমণী-হরণ ! আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর্, দেখ্‌ব তোর কত ক্ষমতা। অমর ! যাও, গোবিন্দরায়কে একবার ডেকে আন।

অম। আপনাকে এরূপ অবস্থায় রেখে, আমি কোথাও যেতে পারি না।

সম। সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই ; তুমি যাও, শীঘ্র

তাকে ডেকে নিয়ে এসো। উঃ! আর সহ্য হয় না, আর তিলমাত্র বিলম্ব কর্ত্তে পারি না, তুমি তাঁকে নিয়ে এস, আমি শীঘ্রই সেই দুরাত্মার বৃথা গর্ব্ব খর্ব্ব কর্‌ব!

অম। আমি যাচ্ছি, কিন্তু সাবধান! [অমরেন্দ্র সিংহের প্রস্থান]

সম। নিরানন্দ, অন্ধকার, শূন্য আজি ধরা,
সদানন্দাননী ইন্দু চিত্তেন্দু-বিহনে;
ক্ষীণ-প্রভ প্রভাকর; মগনা অবনী
তিমিরাকূপার ঘোরে—অতল, অসীম।
স্তব্ধগতি স্রোতস্বতী, তরঙ্গনিচয়
আর নাচে না সাগরে সহাস্য আননে;
নড়ে না পাদপবৃন্দ মন্দানিল-ভরে;
হাসে না প্রকৃতি সতী কুসুমবিকাশে
আর নেত্রতৃপ্তিকরী। কোথা, গো মেদিনি!
মোহিনী সে বেশ তব, সে সুন্দর হাসি,—
অনুপ আননে যাহা অবিরাম নাচি
হাসাত বিচিত্র রূপে স্থাবর জঙ্গমে?
কোথা সে সুস্নিগ্ধ, শুভ্র শরদিন্দু-ভাতি?
ললাটিকা নিশামণি—কুমুদ-রঞ্জন?
ফেলিয়াছ দূরে কি সে ললন্তিকা-শোকে,—
বিমল সলিল-যুতা শ্যামল হ্রদিনী,
মন্দ বায়ুভরে যাহা মন্দ মন্দ দুলি
কোমল হৃদয়ে তব, মোহিত মানসে?
কোথা সে মধুর রূপ অপরূপ ফুল-

কুল-সাজ, পুঞ্জ পুঞ্জ মধুব্রত যাহে,
মধুলোভে অন্ধ হ'য়ে পড়িত নিয়ত ?
কোথা সে অমৃত-সিক্ত মধুপ-গুঞ্জন,—
কমনীয় কম্বু-কণ্ঠোত্থিত গীত-ধ্বনি ?
কোথা সে শ্রীঅঙ্গ-শোভা-সাধিকা নলিনী,
দ্যুতিমতী কান্তি তরে যার, প্রভাময়ী
ছিলে সদা তুমি ? নগ-শিরে সে নলিনী
এবে ; দুষ্ট দস্যুপতি, পশি কালবেশে,
হরিয়াছে সে রতনে ;—বিষাদাব্ধি-নীরে
ডুবায়েছে আজি যত স্থাবর জঙ্গমে !
না বহে নগ-নন্দিনী খরতর বেগে
আজি সেই সে কারণ ! হাসে না প্রকৃতি
কুসুমবিকাশে আর চিত্ত-মত্তকারী !
খঞ্জন খঞ্জনী আর কলাপ কলাপী,
সদা নৃত্যশীল যারা, নাহি নাচে আর ;
চাতক চাতকী দোঁহে শাখিশাখোপরে
রহে মৌনমুখে, তৃষ্ণাতুর অতি, তবু
জলদের কাছে আর ডাকে না সঘনে
বিদরি কোমল কণ্ঠ, বলি সকাতরে,
দে জল, দে জল, প্রাণ যায় রে তৃষ্ণায় !
মানবিনী নহে ইন্দু ; অজ-প্রিয়া যথা,
(অজ-প্রিয়া ইন্দুমতী দোঁহে এক নাম !)
অমর-আলয় ছাড়ি, সমুজ্জ্বল রূপে,

আবির্ভূতা মর্ত্ত্যভূমে বুঝি শাপবশে।
সামান্য মানবী তরে না হলে কি কভু
বিলাপে স্বভাব? প্রাণ! বৃথা আশা তোর!
বামন সক্ষম কভু হয় কি, রে ক্ষিপ্ত!
স্পর্শিতে গিরিশিখর, লভিতে চন্দ্রমা
করতলে? উচ্চ আশা-পরিণাম এই!—
উহু! কি দুঃসহ জ্বালা! দহে রে জীবন
নির্দ্দয় বিরহ-ক্ষিপ্ত বিষ-লিপ্ত বাণে!—
নিদাঘ মধ্যাহ্নে—যবে প্রখর তপন
দহিবারে ধরাতল, ধরাবাসী জীব
বিষম বহ্নিতে, নিজ তাপে তপ্ত হয়ে
উগরেন অংশুরাশি—অনল যেমন;—
প্রমত্ত মারুত যবে, আদিত্য সহায়,
ধূলি কঙ্করেতে ধরি কপর্দ্দকী বেশ
মাখিয়া সর্ব্বাঙ্গে অগ্নি, বহি ভীম বেগে,
দহে জীবকুল-দেহ; যদি রে তখন
প্রজ্বলিত হুতাশন-শিখা ব্যোম-স্পর্শী—
বেষ্টি কোন নিরুপায় হতভাগ্য নরে,
আক্রমে ক্রমশঃ, হায়! তার যে যন্ত্রণা,
তুচ্ছ মোর কাছে! রাজদণ্ডে অগ্নিপানে
দুরদৃষ্ট কোন, হয় রে দণ্ডিত যদি,
সে যন্ত্রণা মোর সনে নহে সমতুল!—

উহু! কি নির্দ্দয় প্রাণ তোর, রে পাষণ্ড,
ভীল-কুল-কুলক্ষণ! হরিলি কেমনে
সহস্র মানব-প্রাণ—সুশীলা, সুমতি,
সতী, ইন্দুমতী-ধনে? হ'ল না দয়ার
লেশ! বসুমতি! ধন্য সহ্যশীলা তুমি!
অনায়াসে হেন পাপাত্মারে বহিতেছ
বক্ষে তব! যাও—যাও রসাতলে ত্বরা।
উহু! কি যন্ত্রণা! বুঝি যায় রে জীবন
দারুণ বিরহানলে দগ্ধীভূত হয়ে!
নির্দ্দয় পরাণ! করি অনুনয় তোরে,
কর রে বিলম্ব কিছু, দেখি জনমের
মত প্রিয়া-মুখ-পদ্ম-চিত্র একবার।
দেখা দাও প্রাণপ্রিয়া মানস-মোহিনী,——
হা সতি!—হা ইন্দুমতি!—হা নগ-নলিনি!

নেপথ্যে। ওমা ইন্দু! তোর কোমলাঙ্গে সেই পাষাণহৃদয় কে করে অসি প্রহার কল্লে, মা!

(বেগে গোবিন্দরায়ের প্রবেশ)

গোবি। ইন্দু রে! তুই বিনষ্ট! মা গো! (মূর্চ্ছা)

সম। কি, ইন্দু বিনষ্ট? হা প্রিয়ে! (মূর্চ্ছা)

(বেগে অমরেন্দ্র ও ভোজনসিংহের প্রবেশ)

অম। হায় হায়! সর্ব্বনাশ হল! (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে, আছিস্, শীঘ্র একখানা পাখা আর একটু জল নিয়ে আয়।

ভোজ। "এক পাগলে রক্ষা নাই সাত পাগলের মেলা"।

(দাসের প্রবেশ ও বৃন্তাদি দান)

অম। (গোবিন্দরায়ের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়া) ভোজন! সেনা-
১ মহাশয়কে তুমি দেখ। (ভোজন সমরেন্দ্রের শুশ্রূষায় নিযুক্ত)

সম। হা ইন্দু! (উঠিয়া) কৈ? সব ফাঁকি! হা প্রিয়ে!
চ্ছা)

অম। ভোজন! ভাই, বাতাস কর, বাতাস কর।

গোবি। (উঠিয়া) আছে বৈ কি, আছে বৈ কি, ইন্দু! কৈ? কৈ?

[বেগে প্রস্থান]

অম। (উঠিয়া) ভোজন! তুমি এঁকে দেখো।

[বেগে প্রস্থান]

ভোজ। এ যে হয়েও হয় না গা, কি গ্রহ! এই উঠ্‌লেন, আবার
য়ে বলেই অজ্ঞান; "বাতেন কদলী যথা" "পপাত ধরণীতলে"
াজন) একেই বলে বিধিলিপি! এই ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দে নেহাৎ
টা চেংড়া ছুঁড়ীর বিরহে, এঁর এই রকম অপঘাত মৃত্যুটা হবে, তা
র সাধ্য খণ্ডন করে? তা আমিই বা বাতাস দিয়ে আর কি করব!
তাইই হয়ে থাকে, তা আমি চুলোয় যাই, আমার চৌদ্দ পুরুষ
বাতাস করে করে হাতে সাতটা কড়া পড়ালেও কিছু হবে না;
আর যদি পরমায়ু থাকে ত আপনিই জ্ঞান হবে, কারও কিছু কত্তে
না। তাই ভাল, পাখাখানা রেখেই দি; ভূতের ব্যাগার কেন
ট? (বৃন্ত-ত্যাগ)

(অমরেন্দ্র সিংহের প্রবেশ)

অম। চুপ করে বসে আছ যে?

ভোজ। "ললাটে লিখিতং ধাত্রা বদ কেন নিবার্য্যতে"। মনুষ্যের
ক্ষমতা!

অম। কি বিপদ! সর দেখি। (পরীক্ষা করিয়া) না, ভাল বুঝ্‌ছি
চল এঁকে সেই শীতল গৃহে লয়ে যাই, এখানে কিছুই হবে না।

ভোজ। তিনি আবার কোথা গেলেন?

অম। কৈ, তাঁকে ত দেখ্‌তে পেলেম না, কোথায় যে গেলেন তাও ত বল্‌তে পাচ্চি নে, তাঁর জন্য আমার বড় ভাবনা হচ্চে। যা হোক্, এখন এঁর যা হয় করা যাক্। (দাসের প্রতি) তুই ধর্ ভোজন! তুমিও ভাই ধর।

[মূর্চ্ছিত সমরেন্দ্রকে লইয়া সকলের প্রস্থান

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জেবুয়া——সুখনায়েগের কারাগার।

(ইন্দুমতী গবাক্ষ-পার্শ্বে দণ্ডায়মানা।)

ইন্দু। পৌর্ণমাসী নিশি; শশী ষোড়শী রূপসী,
অমল অম্বরাসনে সমুদিতা দেবী
পূর্ণরূপে, উদে বামা শৈল-সুতা যথা
শারদ পার্ব্বণে, যবে মহোৎসবে মগ্ন
চির বঙ্গ-বাসী-মন। সমুজ্জ্বল বিভা
তারারাজি দাঁড়ায়েছে থরে থরে সবে
ঘিরি চাঁদে,—ঘিরে বঙ্গকুল-বধূকুল
বরিবার কালে যথা মোক্ষদায়িনীরে,

বরষি অমৃতমাখা হাসি, মনোহর
বিম্বাধর হ'তে। শ্বেতাঙ্গিনী শশিপ্রভা,
হর্ষোৎফুল্ল মনে, কত যে খেলিছে রঙ্গে,
অম্বরে, ভূতলে, জলে,—বর্ণিতে অক্ষম।
শিখরী-শিখর-জাত বিচিত্র বরণ
কুসুম-নিচয়, সবে ফুল্লমুখী; এবে
মোদিছে নাসায় মরি, বর্ষি মনোরম
পরিমল-রেণু। সুশীতল নৈশবায়ু
বহে মৃদু মৃদু, সচঞ্চল বনস্থলী;—
যাহে দীর্ঘ তরুকুল, শ্যামল বরণ,
ফলে ফুলে বিভূষিত, হেলে মন্দ মন্দ;
শিশির-কণিকা-চয়, পুষ্প-মধুমাখা,
পড়ে অবিরল শ্যাম দূর্ব্বাদল-শিরে,
শোভে, শত শত মুক্তা-মালা যেন, বেড়ি
জনক-দুহিতা-চিত্ত-চন্দ্র কম্বু-কণ্ঠ।
কেন, রে প্রকৃতে! হেরি এ হেন মূরতি
তোর আজি পুন? এক দিন অভাগীরে,
—হায় রে, সে দিন ইন্দু-চিত্ত-পটে সদা
র'বেরে চিত্রিত গাঢ়!—হায়, এক দিন
এই কাল রূপ তোর, ছলি অভাগিনী
মুগ্ধা মোরে, লয়েছিল প্রমোদকাননে,
(সদানন্দ যথা ইন্দু পেত হাতে হাতে,)
শুভানুধ্যানশালিনী সঙ্গিনীর সহ

ছিনু মত্তা হাস্যালাপে, চিত্তামোদে, গীতে ;
কত যে সুখ-স্বপন, বীচি প্রায় উঠি
পুন পেতেছিল লয় ;—কহিব কেমনে !
উদিলে স্মরণে, ফাটে রে বিষাদে প্রাণ !
অকস্মাৎ কাল-বেশে দুষ্ট দস্যুপতি
পশি সে সুখ-কাননে হরিল আমারে ,
হারালেম—হায়, কি রে জনমের মত !—
স্নেহশীলা সখীদ্বয়, বৃদ্ধ পিতা, প্রাণ-
পতি ? প্রিয়সখি ! অভাগিনী ইন্দু বদ্ধ
দস্যু-কারাগারে—ভাব কি তোমরা কভু
তারে ! পিতা গো—হা পিত ! স্মরিলে তোমারে
বিষাদে বিদরে প্রাণ !—আছ কি জীবিত ?
একে শোক-জীর্ণ তুমি—দারুণ আঘাত,
শেল সম, হায় ! বাজিয়াছে বক্ষে তব
কুমারী-বিরহ-শোক। কত যে কেঁদেছ
তুমি মোর তরে—কত যে করেছ চেষ্টা
উদ্ধারিতে মোরে, তাহা না পারি বলিতে ;—
আর প্রাণেশ্বর ! নাথ ! ভাব কি দাসীরে
তুমি দিনান্তে বারেক ? অভাগিনী কিন্তু
তব তরে শোকাকুলা অতি ;—নিরবধি
করে ধ্যান ও পদ-পঙ্কজ মনে। এবে
উদ্দেশে চরণে তব করি প্রণিপাত,
হা নাথ !—হা প্রাণনাথ !—হা নাথ !! হা নাথ !!

(অসি হস্তে সুখনায়েগের প্রবেশ)

সুখ। আমার জন্যে হা হুতাশ কচ্চ ? তা এই যে আমি এসেছি। ক্ষণপরে) চুপ্ করে রইলে যে ?—কথাটা বুঝি অতুচ্ছ হল ? (তর-বারি দেখাইয়া) এখন হয় আমার কথা শোন্, নয় এর এক ঘা খা।

ইন্দু। তুমি আমায় কেটে ফেল।

সুখ। হারামজাদি, তোর জন্যেই ত আমার প্রাণের শশিপ্রভাকে হারিয়েছি; এখন তোকে দিয়ে সে শোধ তুল্‌ব, তবে ছাড়্‌ব।

ইন্দু। শশিপ্রভা যে পথে গেছে—আমাকেও সেই পথে পাঠাও।

সুখ। আগে তার মত হ, তার পর পারি ভাল, না পারি রয়ে গলি।

ইন্দু। (স্বগত) হা পরমেশ্বর ! আর কত দিন আমায় এ যন্ত্রণা হবে। বার বার এ অপমান আর সহ্য হয় না।

সুখ। ঐ যে চুপ্ করে থাকাটা, আমি বেস্ জানি, রাজি হার চিহ্ন; ঐ যে কথায় বলে "মৌন সম্মতি-লক্ষণ", তাই ত ? কেমন ইন্দু! তাই ত ?

ইন্দু। তুমি আমার পিতা হও,—শশিপ্রভাকে আমি মা বল্‌তুম, তুমি আমার পিতা হও।

সুখ। বার বার এক কথা ? তবে যা, তুই শশিপ্রভার পাশে যা ! (অসি উত্তোলন) (ইন্দুমতী মূর্চ্ছিতা)।

(বেগে চন্দ্র ভণের প্রবেশ)

চন্দ্র। (সুখনায়েগের হস্ত ধরিয়া) কর কি ? কর কি

সুখ। চন্দ্র ছেড়ে দে, ছুঁড়ার নষ্টামিটা ভাঙি, ঐ এক ঘায় এক ওর মামার বাড়ী দেখিয়ে দি।

চন্দ্র। পাগল হয়েছ না কি ?—চল।

[বলপূর্ব্বক সুখনায়েগকে লইয়া প্রস্থান]।

(কৃষ্ণদাসের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। আমাদের ঘরে কিন্তু বাবু এমনটি নেই ; রাজি হল না, ছেড়ে দে, যার বাছা তাঁর কাছে যাগ্। তা না আবার কাটতে যায় ! কেন বে বাবু, কাট্‌বার তুমি কে ? (ইন্দুমতীকে বীজন) সে দিন কোথাও কিছুই নেই, খামোকা সে মাগীটাকে কেটে ফেল্লে ! বাবা এর ফল ভুগ্‌তে হবে, আমি সে দিন স্বচক্ষে দেখেছি, পাহাড়ের নীচে— রাম রাম ! রাম ! (ইন্দুমতীর গাত্রোত্থান

ইন্দু। কে তুমি ?

কৃষ্ণ। মা, আমি কেষ্টদাস, তুমি মাটীতে অচ্যাতন হয়ে পড়ে রয়েছিলে দেখে, একটু বাতাস দিতে এসেছিলুম।

ইন্দু। আচ্ছা বাপু, এখনি আমি শুধ্‌রেছি ; তুমি যাও। ভগবান যদি কখন আমায় দিন দেন ত—

নেপথ্যে কোলাহল।— ঐ গো, ঐ কন্দকাটা ! ওরে না রে, ওটা মামদো !

কৃষ্ণ। রাম ! রাম ! রাম ! আমি পাহাড়ের নীচে ওকে দেখেছিলুম, বাবা, আমি পালাই।

[বেগে প্রস্থান

পুনর্নেপথ্যে। ওরে, এটা পাহাড়ে ভূত ! ঐ উঠ্‌ছে, সব পালা দোর জানালা বন্দ কর্। রাম ! রাম ! রাম !

ইন্দু। (সাশ্চর্য্যে) সত্য না কি ? না, ভূতযোনি ত নাই—এ সকল কথার কথা। ভাল একবার দেখি, (গবাক্ষদ্বার দিয়া দর্শন) কি ওটা ? এ যে ঠিক মানুষের মত, ও মা ! আবার এই দিকেই আস্‌চে যে ! তাই ত ! কোন ভীল ত কু-অভিপ্রায়ে আস্‌চে না ! খুব সতর্ক ! ধীরে ধীরে পা ফেল্‌ছে ! ওমা ! আবার দেল ধরে উঠ্‌চে যে ! আমি পালাই। (দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া) যা, কে আবার কবাট বন্ধ করে গেছে ! এখন যাই কোথা ? করি কি ? পরমেশ্বর ! তুমিই এ অধীনার রক্ষাকর্ত্তা। (অন্ধকারাচ্ছন্ন এক কোণে লুকায়ন)

(অসিদ্বারা গবাক্ষের গরাদিয়া কাটিয়া এক জন বিকটাকার পুরুষের প্রবেশ)

বি-পু। এ ঘরেও নাই। দুরাত্মা তবে যথার্থই বিনাশ করেছে, া ইন্দু!

ইন্দু। (অগ্রসর হইয়া) বাবা! বাবা! (রোদন)

বি-পু। মা রে! কই তুই! মা, তুই বেঁচে আছিস্? আয় মা, কাছে আয়। আমি তোর সেই বুড় বাপ—সেই শোকজীর্ণ গোবিন্দরায়। (মুখাবরণ ত্যাগ)

ইন্দু। (গোবিন্দরায়ের চরণে পতিত হইয়া) বাবা! এ দুঃখিনীকে কি মনে আছে? (রোদন)

গোবি। সে কি মা! (ইন্দুমতীর হস্ত ধরিয়া) ওঠো, ওঠো (বস্ত্রদ্বারা ইন্দুমতীর নয়নজল মার্জ্জন) মা! লোকমুখে তোমার মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ শুনে আমার প্রাণান্ত হবার উপক্রম হয়েছিল, তা তুমি জীবিতা আছ দেখে সেই প্রয়াণোন্মুখ প্রাণ আবার ঐ দেহে থাক্‌তে ইচ্ছা কচ্চে; মা, এ জনরব উঠ্‌ল কেন? আর অনেকে বা এতে বিশ্বাস করেছিল কেন?

ইন্দু। যে কাণ্ডটি হয়েছিল তা সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য বটে।

গোবি। কি হয়েছিল?

ইন্দু। সে কথা বল্‌তে গেলে আমার মনে বড় দুঃখের উদয় হয়, (দীর্ঘ নিশ্বাস) দুরাত্মা দস্যু আমাকে এখানে আন্‌লে পর, আমি একেবারে অকূল বিপদসাগরে পড়্‌লেম, এখানে আমাকে আমার বলে এমন কেউ ছিল না, কারও কাছে যে মনের দুঃখ প্রকাশ করি, কিম্বা কেউ যে আমার দুঃখে দুঃখিত হয়, এমন কাকেও দেখ্‌তে পেতেম না; কেবল শশিপ্রভা বলে একটি স্ত্রীলোক—যদিও সে দুশ্চরিত্রা ছিল, কিন্তু আমায় খুব স্নেহ যত্ন কর্‌তো—আমাকে আপনার মেয়ের মত দেখ্‌ত।

গোবি। সে না তেজেন্দ্রসিংহের কন্যা?

ইন্দু। হাঁ—তারই মুখে ঐ নাম শুনেছিলেম।

গোবি। মা, সে যে তোমার মাতুলানী। তোমাদের কি এ পরিচয় হয়েছিল?

ইন্দু। মামী! কৈ, না; তা ত আমি শুনি নাই।

গোবি। আচ্ছা, তার পর।

ইন্দু। এক দিন দুরাত্মা সুখনায়েগ এসে আমায় যৎপরোনাস্তি কটু কথা বল্লে, তাতে আমার এত দূর অপমান বোধ হল যে, ইচ্ছা কল্লেম এ প্রাণ আর রাখ্‌ব না—আত্মঘাতী হয়ে মর্‌ব। আবার ভাবলেম, যদি আত্মহত্যাটা কর্ত্তেই হল, ত দুরাত্মাকে মেরে মরাই ভাল। এই ভেবে একখান অস্ত্র আন্‌তে দৌড়ুলেম, ও তলোয়ার নিয়ে আমার পশ্চাদ্ধাবিত হল, আমি দৌড়ে এসেই শশিপ্রভার ঘরে প্রবেশ কল্লেম; সেই অস্ত্রখানা ঐ ঘরেই ছিল, তা কোথা রেখেছিলেম মনে ছিল না বলে, দ্বারে খিল দিয়ে খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেম। তার পর একটা আর্ত্তনাদ শুনা গেল—সেই আমার শশিপ্রভার—আমার মামীর—(রোদন)

গোবি। অসতী স্ত্রীলোকের মৃত্যুই ভাল, সে জন্য আর রোদন কর না; তার পর?

ইন্দু। তার পর শুন্‌লেম, শশি দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল, দস্যু অন্ধকারে না চিন্তে পেরে, আমাকে মনে করে তাকে কেটেছে। আর অন্য অন্য সকলে তাই মনে বিশ্বাস করেছিল,—এই সেই অনর্থের মূল।

গোবি। মা! ভগবানই তোমাকে রক্ষা করেছেন।

ইন্দু। [illegible], তবে এখন আমায় নিয়ে চলুন।

গোবি। সে কি, মা! এখন আমি তোমাকে কেমন করে নিয়ে যাব?

ইন্দু। কেন, আপনি যেমন করে এলেন?

গোবি। আমি যে রকমে এসেছি তা আর কি বল্‌ব! মা, তুমি তা পার্‌বে না। পদস্খলন হয়ে কত বার যে পড়ে গেছি তার আ

[সং]খ্যা নাই। মা, তুমি গেলে তোমার প্রাণনাশের সম্ভাবনা, আমার [অ]ত্যন্ত কঠিন প্রাণ তাই এখনও আমি জীবিত আছি।

ইন্দু। আমার প্রাণও কম কঠিন নয়, এত অপমানেও এ দেহে [র]য়েচে! বাবা, আবার প্রাণনাশের আশঙ্কায় আপনি আমায় নিয়ে [য]েতে চাচ্চেন না, কিন্তু এ পাপ স্থানে থাকা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই [ভ]াল। আর, এখানে আর কিছু দিন থাক্‌লে তাই হবে।

গোবি। না মা, আর তোমাকে এখানে অধিক দিন থাক্‌তে হবে [না], যখন স্বচক্ষে দেখ্‌লেম যে তুমি জীবিতা আছ, তখন শীঘ্রই তোমার [উদ্ধ]ার কর্‌ব।

ইন্দু। এ জনরব উঠ্‌বার আগে কেন আমার উদ্ধারের চেষ্টা [ক]রেন নি?

গোবি। মা, আমি কি নিশ্চিন্ত ছিলেম! দুঃখের কথা কি বল্‌ব, [প]াঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছিলেম—

ইন্দু। সে কি?

গোবি। তা কি তুমি শোন নি?

ইন্দু। কৈ, না!

গোবি। আর মা! সে অপমানের কথা আর কি বল্‌ব! দুরাত্মা [ধ]নায়েগ ঘোষণা করে দিয়েছিল যে, পাঁচ লক্ষ টাকা পেলেই [তো]মাকে ত্যাগ কর্‌বে, তাই আমি যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করে, ঐ টাকা-[গু]লি সংগ্রহ করে নিয়ে, তোমাকে নিতে এসেছিলেম; কিন্তু কি [ব]ল্‌ব, দুরাত্মা টাকাগুলি সব নিয়ে, আমাকে চাকর দিয়ে দ্বার-বহি-[র্গ]ত করে দিলে।

ইন্দু। হা ভগবান!

(নেপথ্যে পক্ষি-কলরব)

গোবি। একি! এর মধ্যেই প্রভাত হল! মা, তবে আমি আর [বি]লম্ব কর্ত্তে পারি নে, এ শত্রুপুরী, যদি কেউ দেখে, ত মহাগোল-

ইন্দু। আমি কেমন করে থাক্‌ব; (রোদন) তুমি আমায় নিয়ে চল।

গোবি। নিয়ে যাওয়া কি সহজ কথা? তুমি আমার সঙ্গে গেলে উভয়ের মৃত্যুপথকে প্রশস্ত করা হবে। মা, তাই কি ভাল? তুমি কিছু অপেক্ষা কর, শীঘ্রই তোমাকে উদ্ধার কর্‌ব।

ইন্দু। (সরোদনে) তবে কি আমায় এ রাক্ষসপুরীতে একাকিনী রেখে চল্লে?

গোবি। মা, চুপ কর, কেঁদো না, ধৈর্য্য হও। (ক্ষণপরে স্বগত) কখনই না, আমার ইন্দু কখনই অসতী হয় নাই, সতী আছে। (চিন্তা) বিশ্বাসও হয় না, শাস্ত্রে বলে "স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"। কিন্তু সে রকমও দেখাচ্চে না। আর যদি দস্যুরা বলপূর্ব্বক এর সতীত্ব নষ্ট করে থাকে! তা হলে কি——

ইন্দু। বাবা, কি ভাব্‌ছ?

গোবি। ইন্দু! মা! (স্বগত) হায়! কন্যাকে কেমন করেই বা এই কুৎসিত কথা বল্‌ব।

ইন্দু। বল্‌তে বল্‌তে চুপ কল্লেন কেন? কি বল্‌বেন, বলুন না।

গোবি। মা, আমি তোমাকে যে কথা বল্‌ব তা আমার যোগ্য নয়, কিন্তু কি করি, আমার মন অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়েছে, তাই——

ইন্দু। সন্দিগ্ধ? আমার চরিত্রের জন্য?

গোবি। (নিস্তব্ধ)

ইন্দু। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি ছুরিকা বাহির করিয়া সদর্পে) আজও এই অস্ত্রখানি ইন্দুমতীর শোণিতে কলঙ্কিত হয় নাই! যে দিন তার চরিত্রে কলঙ্ক হবে, সে দিন এ চন্দ্রহাসও——

গোবি। আর বল্‌তে হবে না, মা! (সাশ্চর্য্যে) মা, তুমি এ কোথায় পেলে?

ইন্দু। সুখনায়কে নিপাত কর্‌বার জন্য শশিপ্রভাতে আর আমাতে এই অস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেম। (নেপথ্যে পদশব্দ)

গোবি। মা, মনুষ্যের শব্দ শুন্‌তে পাচ্চি, আর বিলম্ব কর্ত্তে পারি নে, এখন আমি যাই।

ইন্দু। বাবা! কুমুদ, বিলাস ভাল আছে ত?

গোবি। হ্যাঁ, তারা সব ভাল আছে।

ইন্দু। আর আর সবাই? (নেপথ্যে পদশব্দ)

গোবি। মা, আর না, চল্লেম। (ইন্দুমতীর রোদন) চুপ কর, চুপ কর, কেঁদো না, আমি শীঘ্রই তোমার উদ্ধার কর্‌ব,—দুদিন অপেক্ষা কর।

ইন্দু। দুদিন পরে আপনাকে দেখ্‌তে পাই ভাল, নচেৎ আর—

নেপথ্যে। এ ঘরে কথা কয় কে রে?

গোবি। (ব্যস্তভাবে) তবে চল্লেম। (মুখাবরণ গ্রহণ)

ইন্দু। আপনি নাবুন, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। (গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

[গবাক্ষদ্বার দিয়া গোবিন্দরায়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথম দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল-সন্নিকটস্থ প্রদেশ,—সমরেন্দ্রসিংহের শিবির।

(ভোজনসিংহের হস্ত ধারণ করিয়া অমরেন্দ্রসিংহের প্রবেশ।)

ভোজ। দোহাই বাবা, ছোট সেনাপতি মহাশয়! তোমার পায়ে পড়ি দোহাই বাবা, ব্রহ্মহত্যা কর না—আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার পায় পড়ি,——

অম। "পায় পড়ি" কি ভোজন ? ব্রাহ্মণ হয়ে কি ও কথা বল্‌তে আছে !

ভোজ। তবে তোমায় আমি মন খুলে আশীর্ব্বাদ কচ্চি,—তোমার সোণার দোত কলম হোক্—ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক্ বাবা ! গরিব ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দাও ! বাবা ! ব্রাহ্মণীর 'আর কেহই নাই। (রোদন)

অম। ছিঃ, ভোজন ! শেষকালে কেঁদে ফেল্লে ?

ভোজ। আর, বাবা ! কাঁদাতেও তোমরা—হাসাতেও তোমরা ; রাখ্‌লে রাখ্‌তে পার, মাল্লে মার্ত্তে পার ;—বাবা, আর কেন ? ছেড়ে দাও ; আমার প্রাণটা ঠোঁটের আগায় এসেচে, আর একটু এই রকম কল্লেই ব্রাহ্মণীর আর মাও বল্‌তে নেই—বাপও বল্‌তে নেই ! আমিই তাঁর আঁধার ঘরের মাণিক !—তাঁর আলালের ঘরের দুলাল।

অম। ব্রাহ্মণী তোমায় বাপ বলে ডেকে থাকেন না কি ?

ভোজ। আর বাবা ! চাম্‌ড়ার মুখ, কি বল্‌তে কি বেরিয়ে পড়েছে, তা ও কথা এখন যেতে দাও, আরে আমাকেও তার কাছে—আমার বিরহে সে আর বাঁচবে না।

অম। তা তুমি আমাদের কাকেও না বলে পালাচ্ছিলে কেন ?

ভোজ। অতটা বাবু, তখন আর মনে পড়ে নি ; তাড়াতাড়ি এ দেশ থেকে সর্‌তে পাল্লেই হয় মনে করে——(নেপথ্যে রণবাদ্য) বাবা গো ! ছোট সেনাপতি মহাশয় ! বাবা, (কর্ণে হস্ত প্রদান) তোমার কাছে যোড় হাত কচ্চি, গরিবকে খালাস দাও, আর দগ্ধে মের না ; ব্রহ্মহত্যা বড় পাপ !

অম। কেন, ভোজন ! সেখানে যেতে তোমার এত ভয় কেন ! তোমাকে ত আর কিছু কত্তে হবে না—তুমি কেবল আমাদের খাদ্য-সামগ্রীর ভাণ্ডার চৌকি দেবে।

ভোজ। আজ্ঞে, ভাঁড়ার—আজ্ঞে, তা—চৌকি দিতে হবে ? আজ্ঞে তা সে সেখান থেকে কত দূর ? কাছেই কি ?

াম। না, এমন কাছে নয়, যুদ্ধস্থল থেকে প্রায় আধ ক্রোশ দূরে।

ভোজ। ও বাবা, এ আবার তোমার কাছে নয়! সেখানে তলোয়ারের খোচাটাও গিয়ে লাগ্‌তে পারে। না বাবা, আমাকে রেহাই দাও, ! (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) ও বাবা, এ কে গো!—

(এক জন সৈনিকের প্রবেশ)

ছোট সেনাপতি মহাশয়, আমি চল্লেম, বাবা, এখানে আর নয়!

(কম্পিত পদে পলায়নোদ্যত)।

অম। (সৈনিকের প্রতি) ব্রাহ্মণকে ধর ত, পালায় না যেন।

(সৈনিক ভোজনসিংহকে ধরিতে উদ্যত)

ভোজ। (চীৎকার করিয়া) দোহাই বাবা। আমি কিছুই জানি নে, আমি তোমার, বাবা, কিছুই করি নে, বাবা। (সৈনিকের ভোজনকে ধারণ) দোহাই বাদ্‌সা! দোহাই খিলিজী সাহেব! তোমার রেওত খুন হয়।

অম। যুদ্ধ দেখ্‌তে কি তোমার ইচ্ছা হয় না?

ভোজ। বাবা, আমি ঢের যুদ্ধ দেখেছি।

অম। যুদ্ধ আবার তুমি কোথায় দেখ্‌লে?

ভোজ। তা সকাল সন্ধ্যাই দেখে থাকি;—আপনাদের একটা মালোক নিয়ে এত কাণ্ড হচ্ছে, কিন্তু আমার যোদ্ধাদের একটা সামান্য খাদ্যদ্রব্যের জন্য যুদ্ধের ঘটা দেখে কে?

অম। তারা কারা হে?

ভোজ। আজ্ঞা, আমার উপর নীচের দুপাটি দাঁত,—তারা ভারি যুদ্ধ করে; তা আমার যুদ্ধ দেখ্‌বার সাধ এক রকম মিটেছে, আমি ও সব দেখ্‌তে চাই না, আমায় ছেড়ে দিন। (নেপথ্যে রণবাদ্য) ঐ গো! ঐ গো! ঐ গুনোকে আমি বড় ভয় করি; বুক গুর গুর কচ্চে!— আচ্ছা, যেতে হয় যাব, এখন ছেড়ে দাও, অন্য যায়গায় গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাচি।

অম। (সৈনিকের প্রতি) তুমি কি মনে করে এসেছিলে?—

আচ্ছা, ভোজনকে আগে ও শিবিরে রেখে এস, তার পর শুন্‌ব এখন।

ভোজ। একবার বাড়ী বেড়িয়ে আসি না কেন?

অম। না, তা হবে না—

[সৈনিকের সহিত ভোজনের প্রস্থান।

(সমরেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

অম। সম্রাট্ কি সে সনন্দ-পত্রখানা দিয়েছেন?

সম। হাঁ, এই যে; এই দেখ। (পত্র প্রদান)

অম। (সনন্দপত্র পাঠ করিয়া) তিনি এতে আপনাকে সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করেচেন।

সম। হাঁ। অমরেন্দ্র! মুসলমান সৈন্যেরা সব সমবেত হয়েছে কি না, একবার দেখে এসো, দেখি, হিন্দুরা সকলে এসেছে,—আমি দেখে এলেম।

অম। যে আজ্ঞা।

সম। (স্বগত) ঈশ্বরের কৃপায় আমার প্রাণাধিকা ইন্দু জীবিতা আছেন; নির্ব্বোধ ভোজন যে বলেছিল—দস্যুপতি তাকে বিনাশ করেছে, এ কথা সম্পূর্ণ অলীক; অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরাই জনরবে বিশ্বাস করে। হৃদয়! স্থির হও, আর তোমার কোন আশঙ্কা নাই, যখন সে বরাননী জীবিতা আছেন, তখন অবশ্যই তুমি তাকে প্রাপ্ত হবে। (নেপথ্যে রণবাদ্য) ঐ বুঝি মুসলমান সৈন্যেরা এল।

(অমরেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

কেমন হে, মুসলমানেরা এসেছে?

অম। আজ্ঞা হাঁ।

সম। আচ্ছা, তবে এখন চল,—তাদের থাক্‌বার স্থান নির্দ্দেশ করে দেওয়া যাক্ গে।

[উভয়ের প্রস্থান]

(একজন মুসলমান সৈনিকের প্রবেশ)

মুস। (চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া) হিঁয়া কৈ ত হ্যায় নেই, ইস বখৎ হিঁয়া হাম নিমাজ পড়্‌লেই, উধার ত বহুত সোর সরাবৎ হোতা;

উপবেশন) বড়া হায়রান্ হো গিয়া ! খোদাকা নাম লেনেকো ময় কাঁহা চলে ? ইধার বন্দুক, উধার তল্‌বার, হিঁয়া তাঁবু, হুঁয়া ঘোড়া ; —ময় কাঁহা চলে ? চারি তরফ ত ঢুঁড়কে আয়া, কঁহি আচ্ছা জাগ্‌গা মিলা নেই, হিঁয়া কুচ গোলমাল হ্যায় নেই, এহি ফুর্‌সৎমে একদফ্ খোদাকা নাম লেই । (নেমাজ-করণ)

(ভোজনসিংহের প্রবেশ)

ভোজ। এ কে ? এ যে যবন দেখ্‌তে পাই ; এ ব্যাটা সেনাপতি মহাশয়ের শিবিরে কি কচ্চে ? (মুসলমানের প্রতি) আরে, কে তুই এ ঘরে ? এ বুঝি তোর বাবার ঘর, শালা,—বড় বাবু হয়ে বসে নেমাজ পড়্‌ছিস্ যে, বেরো——

মুস। কোন্ হ্যায় তোম্ ? হাম হিঁয়া নেমাজ পড়্‌তে হেঁ, কেঁও তাম্ দিক্ কর্‌তা ; সোর সার মৎ করো।

ভোজ। আরে শালা মুসলমানের মুখে সোর কি র‍্যা ?

মুস। চুপ্ রহো ; আল্লা ! বিচ্‌মোল্লা ! তোবা ! তোবা ! (নেমাজ করণ)

ভোজ। রাম ! রাম ! বেটা এই দুপুর বেলা আল্লা তোবা শোনালে গ্যা, হা রাম !

মুস। হারাম্ কেঁও কয়তেরে ?

ভোজ। আপাততঃ কুকুরের মত কেঁও কেঁও করে খানিক ডাক্‌তে থাক্, তার পর বল্‌ব এখন। তুই জানিস্ ব্যাটা, তোকে আমি এক কথায় শ্যাল কুকুর দুইই ডাকাতে পারি।

মুস। কেঁও ?

ভোজ। এই ত কুকুর ডাক্‌লি।

মুস। হাঁ—হাঁ—হুয়া—হুয়া।

ভোজ। এই দেখ্, তুই আবার শ্যালও ডাক্‌লি।

মুস। আচ্ছা—আবি তোম্ হিঁয়াসে নিকালো, সোর গোল মৎ করো।

ভোজ। একশ বার সোর সোর কচ্চিস কেন? তুই সোর খেতে বড় ভালবাসিস্ বুঝি?

মুস। ক্যেয়া?

ভোজ। সোর,—সোর,—খাবি?

মুস। তোম ক্যেয়া কয়্তে হোঁ, হাম কুচ্ সমজ্তে নেহি।

ভোজ। সেই যে স্থূলচর্ম্মী, নরকভোগী, সেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বেড়ায়।

মু। ক্যেয়া, ঘোঁ ক্যেয়া?

ভোজ। তোরা যাকে হারাম্ বলিস্।

মুস। হারাম ত তোম্ হায়।

মুস। মু সামাল্কে বাৎ কহো——উল্লুক্কা জানা।

ভোজ। আমি কেন? তুই,—তোর বাবা হররাম!

ভোজ। খবর্দ্দার শালা, গালাগাল দিস্ নে বল্‌ছি (চড় দেখাইয়া) এক চড় মার্‌বো।

মুস। হাম্ বি মার সেক্‌তা (তরবারি উত্তোলন)

ভোজ। ওঃ! তলোয়ার দেখাচ্চেন, কে তোমার তলোয়ারকে ভয় করে? আমিও যুদ্ধে যাচ্চি। (স্বগত) সত্যি সত্যি মার্‌বে না ত? বাবা, দেখে যে ভয় করে, কি জানি যদি এর এক ঘা দেয়, তা হলে ত দফা শেষ—ব্রাহ্মণী ত রাস্তায় দাঁড়াবে। (পলায়নোদ্যত)

মুস। (উঠিয়া) আও দেখে; ভাগ্‌তেহোঁ কাহেঁ, তলবার দেখ্‌কে তোম্‌কো ডর্ মালুম হোতা?

ভোজ। পালাব না ত কি ভয় করব? ভয়টা কি? তুই মারবি-কৈ, মার্ দেখি,—মার্ না—ওঃ, ভয়! মার্ না দেখি (ক্রমশঃ পলায়ন

মুস। (সহাস্যে) লড়্‌নে আয়া! জান্‌তে নেই হাম্ মুসলমানী কায়

[অপর দিক দিয়া মুসলমানের প্রস্থান

ইতি দ্বিতীয় দৃশ্য।

তৃতীয় দৃশ্য।

জবুয়া—সুখনায়েগের কারাগারের এক অন্ধকার কক্ষ।

(ইন্দুমতী দণ্ডায়মানা)

ইন্দু। (স্বগত) আর সয় না,—বার বার নীচ-হস্তে এরূপ অপমান ...ার সয় না—সয় না। দুদিন গেল, তিন দিন গেল, কৈ, বাবা ত ...লেন না; বোধ হয় তাঁর ইন্দুকেও তিনি আর দেখ্‌তে পেলেন না, ...ন্দুর জীবন-দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হয়েছে—আর প্রজ্বলিত হবে না। উঃ! ...াণ যায়! এখন বুঝি শ্বাস-বায়ু অভাবেই প্রাণ যায়! এও আমার ...ল, কারণ আত্মহত্যাটা কর্ত্তে হল না। উঃ। মৃত্যু-যন্ত্রণা কি এত ...ষ্টজনক! প্রাণ যেন ফেটে যাচ্চে!—মা গো! তুমি স্বর্গে গিয়েচ, ...ামার ইন্দুও এখন তোমার কাছে চল্‌ল;—না, না, আমি ঘোর ...পীয়সী, আমার এ পাপ-আত্মা সেই পবিত্র ধামে স্থান পাবে না।—...বা গো! সে দিন তোমার যাবার পরেই দুরাত্মা দস্যুরা আমাকে ...ই অন্ধকারময়, দুর্গন্ধময় ঘরে এনে রেখেছে—সামান্য-মাত্র বায়ু-...বেশেরও একটু পথ নাই, এখন বুঝি বায়ু অভাবেই প্রাণ বিয়োগ ...ল! কুমুদ রে! বিলাস রে! তোদের এত সাধের ইন্দুমতী কি ...রে প্রাণত্যাগ কচ্চে দেখ্‌——প্রাণনাথ! তোমার স্ত্রী হয়ে ...মাকে এইরূপে মর্‌তে হল! তোমার স্ত্রী? তাই বা কেন বলি? ...মিই মনে মনে তোমাকে পতিত্বে বরণ করেছি; কিন্তু তুমি আমায় ...স্ত্রী বলে জান কি না তা ত বল্‌তে পারি না; যাই হোক্, তুমিই ...মার প্রাণেশ্বর; প্রভু! তুমি যার ঈশ্বর, দস্যুরা তাকে বিনষ্ট কচ্চে, ... কি সামান্য পরিতাপের বিষয়! হায়! ক্রমে বাক্‌রোধ হয়ে ...স্‌ছে—ক্রমে জিহ্বা স্পন্দরহিত হয়ে আস্‌ছে—ক্রমে শরীরও অব...শ হয়ে আস্‌ছে——এই বুঝি মৃত্যুর পূর্ব্ব-লক্ষণ! এই সময়ে এক-...র সেই বিশ্বজননীকে ডাকি!—

কোথা, গো মা দয়াময়ি, বিপদ্‌নাশিনি !
বিপদে পতিতা দাসী ডাকে সকাতরে,
করুণা-কটাক্ষে হাস-সুচারুহাসিনি,
অপঘাতে মরি বুঝি দস্যু-কারাগারে !
অভাগিনী ইন্দুমতী জনমদুখিনী,
জীবন কাটিল তার বিষাদে বিষাদে,
অন্ত কর সে যন্ত্রণা, অনন্তরূপিণি,
কৃপা কর, কৃপাময়ি, এ ঘোর বিপদে !

কোথা কাল-কান্তা কালি, কর গো করুণা
কাতরা কিঙ্করী প্রতি,—আর কেন, হায় !
এ পোড়া পরাণ রেখে কর বিড়ম্বনা ?—
আজ্ঞা কর কৃতান্তেরে লইতে ত্বরায়।

যেখানে গিয়েছে মোর জননী-জীবন,
পাঠাও এ পাপপ্রাণ সে শান্তি-ভবনে,
বিপন্না দাসীর, মা গো, এই নিবেদন,
এই শেষ ভিক্ষা মাগি তোমার চরণে !

নেপথ্যে। কেঁদো না কেঁদো না, ইন্দু, কেঁদো নাকো আর,
আমি যে এসেছি ; আর কি ভয় তোমার ?

ইন্দু। এ কি ! এ দৈববাণী হলো না কি !——(গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল) (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আ ! (সাশ্চর্য্যে) এ কি ? সহসা এ ঘর আলোকিত হল কেন ? এই যে, এ দরজাটা খোলা ! খুল্লেই বা কে ? (চিন্তা) মা ভবানী কি আমার প্রাণরক্ষার জন্ত এই

রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটিত কল্লেন? ভক্তবৎসলে! তোমার অপার মহিমা! (নেপথ্যে, হাস্য) এ হাস্‌লে কে?

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যা। হাস্‌ব না? যার অপার মহিমা, সে হাস্‌বে না ত কি কাঁদ্‌বে?

ইন্দু। (চমকিত হইয়া) আপনি কে? এখানে ত আপনাকে কখন দেখি নাই!

কল্যা। (সহাস্যে) ও ভাই, আমি আর কি বল্‌ব, ওরা আমাকে কাল ধরে এনেছে।

ইন্দু। দস্যুরা?

কল্যা। তা না ত আর কারা? ভাই, কাল যমুনা থেকে জল তুলে নিয়ে বাড়ী যাচ্ছিলুম, আর পথের মাঝখানে আমায়,—কে বলে—ঐ যে তার নামটি ভুলে যাচ্ছি—

ইন্দু। চন্দ্রভণ?

কল্যা। চন্দ্র ফন্দ্র নয়, সে একটি অমাবস্যা-অবতার।

ইন্দু। সুখনায়েগ?

কল্যা। হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, সুক্—নায়েগ, সেই এসে আমার হাতটা ধল্লে; আমিও আমার কাঁকের কলসীটা নিয়ে তার মাথায় ফেলে মার্‌লুম—কল্‌সীটা ভেঙে গেল, আর তার মাথা গা সব জলে ভেসে গেলে, তাতে সে হেঁসে হেঁসে আমাকে বল্লে, এই ত আমি তোমার পাণিগ্রহণ কল্লেম। ভাই, পাণিগ্রহণকে বিবাহ বলে না?

ইন্দু। সে কি এই পাণিগ্রহণ?

কল্যা। তা যাই হোক্, সে প্রকারান্তরে আমার ভাতার হল বলে, আমিও তার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে এলেম। ভাই, এমন রসিক পুরুষ আর দুটি হবে না, কিন্তু তার রঙ্‌টা একটু মাটো মাটো বলে যা বল। তুমি এখানে কত দিন আছ ভাই! আর তোমাকে কেমন করেই বা এনেছিল?

ইন্দু। সে কথা বল্‌তে গেলে তিন দিন তিন্ রাত্রেও ফুরোয় যদি কেউ সাজিয়ে গুজিয়ে লেখে, তা হলে বোধ হয়, এক্‌খানি গ্রন্থ হয়।

কল্যা। তবু, চুম্বুক রকম একটু বল।

ইন্দু। আমি আমার সখীদের সঙ্গে একটি বাগানে আ আহ্লাদ কচ্ছিলেম, এমন সময় ও দুরাত্মা গিয়ে আমাকে হরণ ক আন্‌লে; সে এই তিন মাস হল।

কল্যা। তিন মাস এসেচ? তা তোমাদের কেমন্ ভালবাসা হ ভাই?

ইন্দু। সে কি?

কল্যা। 'সে কি' কি গো? এত দিন এসেচ, তবু তোমাদের ভাব প্রণয় হয় নি?

ইন্দু। (সক্রোধে) তুমি সকলকে নিজের মত দেখ না কি?

কল্যা। আমি বড় কুকাজই করেচি বুঝি?

ইন্দু। তোমার কাজ তুমি বুঝ গে, তাতে আমার কি?

কল্যা। ওরে পাগলি, কেন মিছে কেঁদে কেঁদে মরিস্, ওর প্র মন দে, তোর ভাল হবে; কাল শুন্‌লুম—ও বল্লে, তুই যদি এক ওকে একটু আশ্বাস দিস্, তা হলে তোকে এই দেশের পাটরাণী ক রাখ্‌বে।

ইন্দু। (অতি ক্রোধে) পাপীয়সি! তুই আমার সম্মুখ হতে দূর আমার সঙ্গে কথা কস্ নি!

কল্যা। আমি পাপীয়সী? আচ্ছা ভাই, তোমার কটা পুণ্য ছালা ঝুল্‌চে দেখাও দেখি।

ইন্দু। আবার তুই আমার সঙ্গে কথা কচ্চিস্?

কল্যা। আমি কি বড় মন্দ কথাটা বল্‌চি? ও যদি তোমাকে শুভ দৃষ্টিতে দেখে, তা সে তোমার শুভাদৃষ্টের কথা।

ইন্দু। (সক্রোধে) তুই এখনি দূর হ।

কল্যা। আমি দূর হচ্চি, তার জন্য আর ভাবনা কি ? কিন্তু আমি তামাকে ভাল বই মন্দ বল্‌চি নি। দেখ, তুমি ভাবচ যে, বাড়ী ফিরে বে, কিন্তু তোমার সে আশা করা মিছে। বাবা! এই চারি দিকে াহাড়, তার মধ্যিখানে এই দেশটুকু! এর ভিতর এসে কেউ যে ত ফুটাতে পার্‌বেন, তা কখনই মনে কর না, তাই বল্‌চি যে কেন ছে আর গণ্ডগোল করে করে বেড়াও, ওকে—

ইন্দু। (অতি ক্রোধে) কলঙ্কিনি! সে সকল পরামর্শ তোকে দিতে ব না, তুই এখনই দূর হ।

কল্যা। তুই ত বড় নিমকহারাম দেখ্‌তে পাই. হাঁপিয়ে মর্‌ছিলি, ামি দোর খুলে দিয়ে তোর প্রাণ বাঁচালুম, না তুই আমায় একশ রই অম্লানমুখে ‘দূর হ দূর হ’ বল্‌চিস্‌। কলিকাল কি না? তবে তুই যমন ছিলি তেমনি থাক্, আমি চল্লুম।

ইন্দু। আচ্ছা, তুই যা; মরি আমিই মরব।

[দ্বার রুদ্ধ করিয়া কল্যাণীর প্রস্থান]

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

জেবুয়া—সুখনায়েগের উপবেশনাগার।

(মদ্যপান-পাত্র সহ চন্দ্রভণ আসীন)

চন্দ্র। খাই খাই, ফের খাই, মিটে না কো আশা ;
যত খাই, তত বাড়ে মদের পিপাসা। (মদ্যপান)

এত খাই তবু কেন হয় না রে নেশা,
পেটেতে করেছে বুঝি মরুভূমি বাসা!
যত ঢালি শুষে খায় একি ঘোর দায় রে,
নেশা ত হল না হায়, বুঝি প্রাণ যায় রে!

তা আমি দেব না যেতে, বাবা, একি ছেলের হাতের মে
যে চিলে মার্‌বে ছোঁ!

আজ গলাগলি খাব মদ, দেখিব কেমনে
প্রবঞ্চনা করে নেশা আমার সদনে! (মদ্যপান)

বাবা, খুজ্‌র কাজের মজুরি নেই, এই গেলাসটিতে কাঁহাতক একশ বারই একটু একটু করে ঢাল্‌বো আর খাবো?—তার চেয়ে এবে বাড়ে গোড়া ধরেই টান দি। (বোতল লইয়া মদ্যপান) (ক্ষণপরে) ন দেখ্‌তে পাচ্চি, নেশাটা আর হল না; দু দণ্ড যে, সুরাপ্রসাদাৎ বিমল নন্দ অনুভব কর্‌ব, তা আর ঐ পোড়া অদৃষ্টে ঘটে উঠ্‌ল না,—যে এ পাপী, তার অদৃষ্টে এমন সুখই বা হবে কেন? (চিন্তা) উঃ! আমা সকল পাপকার্য্যের কথা যখন মনে হয়, তখন আমি আপনিই কম্পি হই!—কত লোককে যে মজিয়েছি, কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করেছি কত প্রাণ যে বিনাশ করেছি, তার আর সংখ্যা নাই! হায়! আমি কি ছিলেম, আর এখনই বা কি হয়েছি! এমন সোণার দলিতা রাজ্য পরি ত্যাগ করে অবশেষে ভীল সুখনায়েগ ব্যাটার সঙ্গে যুটে দস্যুবৃত্তি কর্‌ছি, রাজপুত হয়ে সুরাপান কর্‌ছি, অধিক কি স্বজাতির গৌরব ন কর্ত্তেও সঙ্কুচিত হচ্চি না! রাজপুত বালা শশিপ্রভা ও ইন্দুমতী প্রভৃতি তার সাক্ষ্যস্বরূপ।—এই যে এখন দস্তুর মত নেশাটি লাগ্‌ল, চুলো যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে, কিন্তু আর না (ক্ষণপরে) মা কালি তুমি আমাকে সুমতি দাও, মা! আর আমায় এ পথে যেতে দিও না মা, তুমি রাগ কোরো না "কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখন নয়।

ুমি বেস জেনো যে, আমি ভারি দায়ে পড়েই এই পাপকার্য্য করেছি। া, আমার বিস্তর টাকার দরকার হয়েছিল বলেই, ঐ ভীল ব্যাটার ঙ্গে মিশেছিলেম—তা হতেই আমার এই সর্ব্বনাশ হল! আমার জাত গল, মান গেল, কুল গেল! এমন দলিতা দেশের মোড়লিটুকুও গেল,— ব গেল! মা, তুমি সদয় হয়ে আমাকে কিছু টাকা দাও, যাতে জীবনটা, সে কাটাতে পারি; তা হলে কোন্ শালার ব্যাটা শালা আর এ কাজ র্বে। বেশী চাই নে মা, তুমি আমাকে একটি লাখ্ টাকা দাও; তা লে একবারে ঢিট্ হয়ে যাব, আর কোনও পাপ কর্বো না। মা, যদি ত্যই আমাকে এক লাখ টাকা দাও, তা হলে কোন্ ব্যাটা মিছে কথা য়, আমি তা থেকে বিশ হাজার টাকা ভেঙে ষোড়শোপচারে তামার পূজা দিব; মা, আমি মিছে কথা বল্‌চি নে। আমি বদ্‌মাইস লে বিশ্বাস কর্‌চ না? কিন্তু দিলে দেখ্‌তে পাবে যে, আমি কুড়ি াজার টাকা দে ড্যাং ড্যাং করে তোমার পূজা দিচ্ছি। আচ্ছা মা, দি তোমার এতেও অবিশ্বাস হয়, তা হলে আর এক কর্ম্ম ত কর্ত্তে ার! ঐ বিশ হাজার কেটে নিয়ে আমাকে আর বাকী আশী হাজার াও না কেন, তা হলে ত কোন গোলই রইল না!

(সুখনায়েগের প্রবেশ)

সুখ। কি রে, কার কাছে টাকা চাচ্চস্?

চন্দ্র। তোর বাবার কাছে। যা, তুই আমার সঙ্গে কথা কস্ নে; আমি আর তোর সঙ্গে বেড়াবো না।

সুখ। তবে যাও, দলিতার যত ব্যাটা পশুদের সঙ্গে মেশো গে।

চন্দ্র। সে পরামর্শ তোকে দিতে হবে না, তুইই আমার মাথা খেয়েছিস্, তোরই কুচক্রে পড়ে আমি এত অধঃপাতে গিছি।

সুখ। অধঃপথে না উঁচুপথে? বেটা মাটীর চেয়ে পাহাড় কত ঁচু জানিস্? তুই একেবারে বয়ে গেলি দেখ্‌তে পাই যে, খা একটু দ খা।

চন্দ্র। না, আমি মদ ছেড়ে দিয়েছি; আমি খাব না।

সুখ। এই খেয়ে ছেড়েচ ত ? (বোতল নাড়িয়া) কিছুই রাখ নি, বাবা !

চন্দ্র। শত্রুর আর কিছুই রাখ্‌ব না।

সুখ। শত্রু না মিত্র? তুই কিন্তু ভারি নেমকহারাম ; যাঁর জন্য এত মজা পেয়েচিস্, তিনি শত্রু ?

চন্দ্র। হাঁ সত্যিও ত, আমি নেমকহারামিটি কল্লুমই ত ! ভাই, আমার অপরাধ হয়েছে ; আচ্ছা, আর কখন অমন কথা বল্‌ব না ; তুই আমাকে মাপ কর্।

সুখ। চট্‌কা ভাঙ্‌ল বুঝি ! এখন মদ খাবি ?

চন্দ্র। হাঁ, খাবো বই কি ?

সুখ। (নেপথ্যাভিমুখে) কৃষ্ণদাস ! মদ আন। (চন্দ্রভণের প্রতি) ওরে দেখ্, বড় এক মেয়েমানুষ পেয়েছি।

চন্দ্র। নূতন ?

সুখ। হাঁ—ঐ প্রমোদপুরেরই। চন্দ্র, তুই দেখ, আমি এই ছ-মাসের মধ্যেই প্রমোদপুরকে আঁধারপুর কর্‌ব ; দিল্লী সহরকে একেবারে ছারে খারে দেব ; এ্যালাউদ্দিন ব্যাটার এত বড় স্পর্দ্ধা যে, দেবলদেবীকে নিয়ে গিয়ে তার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিলে !

চন্দ্র। এতে তোমার এত রাগ কেন ?

সুখ। রাগ নয় ? আমাকে বড় আশায় নৈরাশ করেছে ! আমি মনে মনে টেঁকে বসে আছি যে, ছুঁড়ীটা একটু বড় হয়ে উঠ্‌লেই, আমি নিয়ে আস্‌ব ; না সে ব্যাটা আমার বাড়া ভাতে ছাই দিলে ! আমাকে রাগিয়েছে, কিন্তু তুই দেখ্ সে কেমন করে নিশ্চিন্ত হয়ে রাজত্ব করে !

চন্দ্র। তাই ত !—চাই চাই, এতটা না হলে কি আর মহারাজ হতে পারে।

[কৃষ্ণদাসের মদ্য দিয়া প্রস্থান

সুখ। (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে, কল্যাণীকে এখানে আস্তে
ল্ ত। (মদ্যপান) চন্দ্র, খাও, আর বৈরাগ্যে কাজ নেই।

চন্দ্র। খাব না ত কি? খেতেই ত বসেছি। (মদ্যপান)

(কল্যাণীর প্রবেশ।)

নিই কি তিনি, না, তিনিই ইনি?

কল্যা। আমিই সেই, সেইই আমি।

চন্দ্র। বাহবা, মহারাজ! এ যে একটি রমণীরত্ন!

সুখ। দেখ্ একবার!

চন্দ্র। (মদ্য লইয়া কল্যাণীর প্রতি) এ দিক্ চলে?

কল্যা। না, ভাই!

চন্দ্র। কেন?

কল্যা। একটু বাধা আছে। ভাই আমি একটা বর্ত্ত নিয়েছি;
। সেটা উদ্‌যাপন না হলে, এ সব আর কিছু কর্ত্তে পার্‌চি না—তার
ার বড় দেরিও নাই; আর দিন দশেক্ আছে।

সুখ। বর্ত্তটীর নাম কি?

কল্যা। রিপু-নির্যাতন।

চন্দ্র। তোমার মত মেয়েমানুষের শত্রু! এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা,
াবা!

কল্যা। তা বলে কি বারবর্ত্ত কর্‌ব না?

সুখ। কর্‌বে বৈ কি, কর্‌বে বৈ কি, তোমার্ এতে যত খরচ হবে,
ামি সব দিব; কিন্তু তার পরেই আমাকে বিবাহ কর্ত্তে হবে!

কল্যা। আগে সে কাজ চুকে যাক।

সুখ। (মদ্যপানানন্তর) ইন্দুমতী কি বল্লে?

কল্যা। নিম্‌রাজি গোচ হয়েচে—কিন্তু তুমি আর সেখানে যেও
। যেন, তা হলে আর কিছু হবে না, যা কর্‌বার তা আমি সব কর্‌ব।

সুখ। প্রিয়ে! যখন তুমি এসেছ, তখন আর আমার ভাবনা কি?

চন্দ্র। বাবা, ওতে আমারও বক্‌রা আছে।

সুখ। কেন, তুই না হলে কি হত না?

চন্দ্র। তা হলে রাবণ, যার দশটা মুণ্ডু আর কুড়িটা হাত ছিল, সে আর সীতাহরণের সময় মারীচ রাক্ষসকে সঙ্গে নিত না।

সুখ। তুই তবে আমার সেই মারীচ রাক্ষস, বেটা তবে রামের বাণে মর।

চন্দ্র। রাম কৈ, বাবা? এ যে আইবুড় সীতা। (মদ্যপান)

সুখ। চন্দ্র, আর শুনেচিস্, ইন্দুমতীর, আর একটি নাম বেরিয়েচে, কি বলে, নগ-নলিনী।

কল্যা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও শুনেছিলেম। ওর মানে কি জান?

সুখ। কে জানে ভাই, অত সাধুভাষার ধার ধারি না।—তবে ইন্দুমতীর সঙ্গে কথা কহিবার জন্য চন্দ্রভণের কাছে শিখে গোটাকতক মুখস্থ করেছিলেম।

কল্যা। কি জান, তাদের দেশের সকলে তাকে আদর করে বল্ত, "এটি প্রমোদপুরের প্রফুল্ল নলিনী"—

সুখ। নলিনী কি?

চন্দ্র। পদ্ম রে।

কল্যা। আর নগ মানে পাহাড়,—

সুখ। মিল্ল কৈ? কোথা পদ্ম জলে জন্মায়, আর কোথায় পাহাড়; না বাবা! এ মিল্ল না।

কল্যা। সেই নলিনী এই পাহাড়ের উপর; তাই বলে "নগ-নলিনী"

চন্দ্র। মহারাজ, এ কি কম কাজ করা গেছে? এ বিধাতার উপর কার্দানী—পাহাড়ে পদ্মফুল?—যা কখন হয় নি, হবে না!

(গাঁজা টিপিতে টিপিতে খোসালপাঁড়ের প্রবেশ)

খোসা। বাবা, আর শুনেছ, এই পাহাড়ের নীচেতে ছ মেসে একটা মশার ন মাস পেট হয়েচে।

চন্দ্র। (মদ্যপানানন্তর) হবে না কেন, বাবা, সে যে কলমের চারা!

সুখ। (মদ্যপানানন্তর) মাথাটা এমন ধর্‌লো কেন?

খোসা। একটান টান্‌তে পার ত সব ছেড়ে যায়।

সুখ। দূর, ওতে আরো বাড়ে।

খোসা। বাবা, মা লক্ষ্মী যিনি, তিনিই যখন ছাড়েন, তখন তোমার মাথা-ধরাটা যে ছাড়্‌বে, এ বড় আশ্চর্য্য হল! (কল্যাণীকে দেখিয়া) ইনি কে গা?

চন্দ্র। তোর বাবা, 'ইনি কে গা?' তোর অত খবরে কাজ কি?

খোসা। আর শুনেছ, জন ষাটেক লোক ঘোড়া চড়ে আজ সন্ধ্যে বেলা জেবুয়ার ভিতর এসেছে।

সুখ। কি?

খোসা। এসেছে, মাইরি।

সুখ। বলিস্ কি? সর্ব্বনাশ কর্‌লি, তাদের ঢুক্‌তে দিলি কেন?

চন্দ্র। তাই ত, তারা যদি প্রমোদপুরের লোক হয় ত সর্ব্বনাশ যে।

খোসা। ঘোড়া বেচ্‌তে এসেছে!

কল্যা। তাই হবে, তা নইলে এখানে আসে কার সাধ্যি?

সুখ। তবু ভাল।

চন্দ্র। না, আমি বড় ভাল বুঝ্‌ছি নে, তাদের এক জনকে ডেকে আন।

খোসা। আর ডাকতে হবে না, ঐ আস্‌চে।

(এক জন অশ্ববিক্রেতার প্রবেশ)

সুখ। কেমন, খোসাল! এ কি তাদেরই এক জন?

খোসা। বোধ হয়।

অ-বি। বোধ হয় কি মহাশয়! আপনার সঙ্গে যে আমাদের প্রথমেই দেখা হয়েছিল—আপনার কি মনে নাই?

খোসা। হাঁ-হাঁ, তুমিই বটে।

সুখ। (অশ্ববিক্রেতার প্রতি) ঘোড়া বেচ্‌বে ?

অ-বি। আজ্ঞা, বেচ্‌তেই ত এনেছি।

চন্দ্র। কটা আছে ?

অ-বি। ষাট্‌টি।

চন্দ্র। কি দর ?

অ-বি। আজ্ঞা, আপনারা যা দেবেন, তাতেই আমরা সম্মত আছি,—তবে একবার দেখ্‌বেন আসুন।

সুখ। দেখা দেখি আর কি ? আমি এইখান থেকেই এক কথা বলে দি শোন,—পাঁচ টাকা করে এক একটি, তা তার মধ্যে কাণা থাকে, খোঁড়া থাকে, ব্যারামী থাকে, সে সব আমার—মোট তিন শ টাকা দিব ; কেমন, এতে রাজি হও ?

অ-বি। (সাহ্লাদে) যথেষ্ট হয়েছে, মহাশয় ! আজ পোনের দিন ঐ ঘোড়াগুলি নিয়ে কেবল ঘূরে ঘূরে বেড়াচ্চি—তা এমন কারও সাধ্য হলো না যে কেনে।

সুখ। (মদ্যপানানন্তর) তবে কাল সকালে টাকাগুলি নিও।

অ-বি। যে আজ্ঞা ; মহাশয় ! আমার আর একটি নিবেদন আছে।

চন্দ্র। অত গৌরচন্দ্রিকায় কাজ কি, বাবা ? যা বল্‌বে, বলে ফেল।

অ-বি ! আজ্ঞা, দেখ্‌ছি আপনারা মদ টদ খেয়ে থাকেন, তা আমাদের কাছে খুব ভাল জাতের আছে, তাই বল্‌ছি, যদি অনুগ্রহ করে কাল আমাদের তাঁবুতে যান, তা হলে——

সুখ। মদ ? ভাল মদ ?

অ-বি। আজ্ঞা হাঁ, খুব ভাল !

সুখ। তা যাব না কেন ? চন্দ্র কি বলিস্‌ ?

কল্যা। যাবেন বৈ কি। ওরা যখন নিমন্ত্রণ কচ্চে, তখন যেতে হবে বৈ কি ?

চন্দ্র। যাব না ত কি ?- ভাল ভাল মদ, ভাল ভাল মেয়েমানুষ,

ার ভাল ভাল ঘোড়া এ সব ভগবান আমাদের জন্তই সৃষ্টি করেছেন; তা আমরা না হলে আর এ সব সম্ভোগ কর্‌বে কে?

সুখ। আচ্ছা, তাই কাল যাব। এখন চল যাওয়া যাক্; রাত অনেক হয়েছে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল—উপত্যকা-ভূমি।

(তিন জন অশ্ববিক্রেতার প্রবেশ)

২য় অ-বি। আর সকলে কোথা?

১ম অ-বি। জেবুন্নার ভিতর।

২য় অ-বি। আমার বড় ভয় কচ্চে; বাবা, কিসে যে কি হবে, তা ত বল্‌তে পারিনে।

৩য় অ-বি। বাপু, মদগুলো কোথা?

১ম অ-বি। আমার কাছেই আছে। মহাশয়! তাদের যে রকম দেখ্‌লেম, তাতে বোধ হয়, এই মদের দ্বারাই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে।

৩য় অ-বি। খুব সাবধানের সহিত সকল কাজ কর্‌বে, যেন তাড়াতাড়ি কিছু না হয়।

২য় অ-বি। তাড়াতাড়ি কেন, খুব আস্তে আস্তেই পারি,—চাই কি কিছু নাও কর্ত্তে পারি; কিন্তু—

১ম অ-বি। আজকের দিন্‌টা যেন যেতে চাচ্চে না।

২য় অ-বি। অত ব্যাস্ত কেন? "এঁসা দিন নেই রহে গা।"

৩য় অ-বি। আমাদের এ দুর্দ্দিন বোধ হয়, চিরস্থায়ী,—এ সু আর অস্তমিত হবে না—বোধ হয়, আমাদের সেই সুখচন্দ্র সে বিমল সৌভাগ্যাকাশে আর উদয় হবে না।

১ম অ বি। ক্ষান্ত হোন, এ স্থানে এরূপ কাতর হওয়া অনুচিত;— এ বিপদ হতে শীঘ্রই মুক্ত হওয়া যাবে; এমন দিন নিশ্চয় কখন থাকৃবে না।

২য় অ-বি। আমাকে কি বলে ডাকৃবে!

১ম অ-বি। সে পরের কথা।

৩য় অ-বি। এক নাম যেন বরাবরই থাকে।

১ম অ-বি। আস্তে। (দ্বিতীয়ের প্রতি) তুমি এখানে এক অপেক্ষা কর; আমরা আস্‌ছি।

২য় অ-বি। সকলেই যাবেন না কি? না বাবু, আমি তা থাকৃতে পারবো না।

১ম অ-বি। থাকৃতে পারিবে না কেন?

২য় অ-বি। অজানিত লোক বলে যদি কেউ উত্তম মধ্যম করে দেয়?

১ম অ-বি। এখানে কেউ আসবে না, তোমার কোন ভয় নাই; না হয় এই তরবারিখানা কাছে রাখ।

২য় অ-বি। আমার চৌদ্দপুরুষেও কখন তরোয়াল ফরোয়াল জানে না, না বাবা, আমি তা পারৃব না।

১ম অ বি। ভয় কি? এই নাও।(পরিচ্ছদাভ্যন্তর হইতে তরবারি বহিষ্করণ)

২ অ-বি। না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, ওসব আমার কাজ নেই, ও তুমি তোমার সঙ্গেই রাখ, আমায় ক্ষমা দাও।

৩য় অ-বি। আচ্ছা, তোমাকে হাতে করে রাখতে হবে না, আমরা এই এক পাশে রেখে যাচ্চি; কিন্তু সাবধান থেকো।

[প্রথম অশ্ববিক্রেতার অসি রাখিয়া তৃতীয়ের সহিত প্রস্থান]

২য় অ-বি। তা বল্‌তে হবে না, বেশী গোলযোগ দেখ্‌লেই দ্রুত পদে পলায়ন কর্‌ব। (ক্ষণপরে, স্বগত) আমি কে? কে জানে! তবে কি আমি আমি নই? হুঁ, তাও কি হয়! আমি নই! বাবা, তা হলেই ত গিছি! আমার আমিত্ব আমাতেই বরাবর আছে বটে, কিন্তু এখন আমি আমি নই;—আমিত্ব মহাশয় সেই কুরঙ্গনয়নী কোকিল-গঞ্জিনী চম্পক-বরণী প্রণয়িনীর কাছে। (পরিক্রমণ) ভাল ভাল আহারীয় বস্তু ত্যাগ করে এখানে এই পেটের জ্বালায় মর্‌চি কেন? আবার সাবধানে সাবধানে বেড়াচ্চি,—পাছে কেউ জান্‌তে পারে—যেন কারি কি চুরি করেই এ দেশে পালিয়ে এসেছি! কেন? এ সব কেন? (উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে) বাবা এ পাহাড়ে দেশে থেকে থেকে কোথা হতে আবার এক পাহাড়ে ক্ষুধাও এসে উপস্থিত হল, পেট যেন জ্বলে যাচ্চে! এখন কোথায় কি পাই যে, খেয়ে উদরটাকে ঠাণ্ডা করি? দেখি যদি জামাটার বগ্‌লিতে গুঁড়ো টুঁড়োও কিছু পড়ে থাকে; না থাকাই অসম্ভব, কারণ আমি হলেম খাদ্যভাণ্ডার-রক্ষক। (বগ্‌লিতে হস্তার্পণ) আ! এই যে, প্রভু বগ্‌লির মধ্যে বিরাজ কচ্চেন! তবে আর দেরি কেন? "শুভস্য শীঘ্রং" (মণ্ডা বাহির করিয়া ভক্ষণ) (উর্দ্ধে দেখিয়া) আ মরি, ঐ জান্‌লার ভিতর দিয়ে ঐ মিন্‌সেটা নজর দিচ্চে দেখো, কি করি, এখন একটু নুণ পাই কোথা? (চিন্তা) কাজ নেই, শুঁকে শুঁকেই খাই। (তদ্রূপ করিয়া ভক্ষণ) মুখের মস্ত মস্ত গোঁফ দাড়িতে বেটার বুক যেন ভেসে যাচ্চে,—আবার একদৃষ্টে দেখ্‌ছে? না, বড় ভাল বুঝ্‌ছি না, আমার বোধ হয়, কোন্ বেটা ভীল লুকিয়ে আমাদের পরামর্শ শুন্‌চে। তা যদি সত্য হয়, তা হলে কি হবে! শেষে কি পাহাড়ের ভিতর প্রাণটি রেখে যাব! (চিন্তা) ওঃ! ভাল মনে পড়েছে, এই যে এখানে এক খান তরোয়াল রয়েছে, তবে আর ভয় কি? যদি ও ব্যাটা কিছু করে, তা হলে এই তরোয়ালখানা এমনি করে ধরে (কোষিত তরবারির অগ্রভাগ ধারণ) আর এই রকম করে দমাদম পিট্‌বো,

তা হলেই ব্যাটা কেটে কুটে একাকার হবে—আর তা হলেই আমার যুদ্ধ জয়, (তদ্রূপ ধরিয়া বারম্বার ভূপৃষ্ঠে আঘাত করিতে করিতে তরবারি নিষ্কোষিত হইয়া পড়িল) ও গো বাবা গো ! (লম্ফ প্রদান করিয়া পলায়নোদ্যত)

(প্রথম ও তৃতীয় অশ্ববিক্রেতার প্রবেশ)

১ম অ-বি। কি ও ? কিও ?

২য় অ-বি। অ্যাঁ, দেখো না, কে এক শালা ঐ জান্‌লা দিয়ে আমার সন্দেশে নজর দিচ্চে, আর এক একবার ভেঙ্‌চুচ্চে, তা আমার রাগ হয় না ? শালা ভীল, এক লাথি মার্‌ব।

৩য় অ-বি। কৈ ? কে আবার তোমারে—

২য় অ-বি। ঐ যে, ঐ পাহাড়টার ভিতর দিয়ে দেখুন দেখি।

১ম অ-বি। (ঊর্দ্ধে দেখিয়া) আহা, ও ভীল কেন, ও যে এক জন হতভাগ্য বন্দী দেখ্‌তে পাচ্চি ! (তরবারি কোষিত করণ)

৩য় অ-বি। (দ্বিতীয়ের প্রতি) এ তোমার মিছে কথা, কি করে তরবারি খানা খুলে ফেলেছ তাই ও কথা বলে দোষটা ঢাকৃচ।

১ম অ-বি। (দেখিতে দেখিতে) দেখুন, যেন পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় বোধ হচ্চে।

৩য় অ-বি। (দেখিয়া) হাঁ, কিন্তু চিন্তেও ত পারা যাচ্চে না।

১ম অ-বি। আচ্ছা, আপনারা দাঁড়ান, আমি একটু আগিয়ে গিয়ে দেখে আসি। [প্রস্থান।

৩য় অ-বি। আবার মেঘ কচ্চে কেন ? (ক্রমশঃ অন্ধকার) ক্রমে যে অন্ধকার হয়ে এলো।

নেপথ্যে। ভারি অন্ধকার, দেখ্‌তে পাই না। (তৎপ্রতিধ্বনি)

২য় অ-বি। রাম, আম, আম।

৩য় অ-বি। কিও, এ রকম করৃচ কেন ?

২য় অ-বি। (কাঁপিতে কাঁপিতে) পা-পাহা—ড়ে মাম্-দো—রাম ! রাম !

৩য় অ-বি। মূর্খ! এ যে প্রতিধ্বনি (নেপথ্যাভিমুখে উচ্চৈঃ-রে) আচ্ছা, ফিরে এসো। (তৎপ্রতিধ্বনি)

নেপথ্যে! যাই—ই—(মেঘগর্জ্জন)

২য় অ-বি। উঃ, বড় ভয় কচ্চে, এখন তাঁবুতে চল। (বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন)

(প্রথম অশ্ববিক্রেতার প্রবেশ)

১ম অ-বি। বোধ হয় শীঘ্রই বৃষ্টি হবে, চল এখন শিবিরে যাওয়া যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় দৃশ্য।

তৃতীয় দৃশ্য।

(মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি)

জেবুয়া—অশ্ববিক্রেতাদিগের শিবির।

(সুখনায়েগ, চন্দ্রভণ, খোসালপাঁড়ে, কল্যাণী ও প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় অশ্ববিক্রেতা আসীন)

কল্যা। আমিই দিচ্চি, আমিই দিচ্চি, ছুঁতে আর দোষটা কি? (মদ্য ঢালন)

চন্দ্র।, যদি এতই অনুগ্রহ হয়ে থাকে ত একবার প্রসাদ করে দাও,—"বামামুখচ্যুত" হোক।

সুখ। অম্‌নি খা না, বাবু, আর ভিন্নকুটিতে কাজ কি? ও যে দিচ্চে, এই ভাগ্যি বুলে॰মান্।

চন্দ্র। (মদ্যপানানন্তর) বাঃ! এ যে দিব্য মদ হে! মহারাজ, একবার খেয়ে দেখ দেখি।

কল্যা। এই যে আমি দিচ্চি। (সুখনায়েগকে মদ্যদান)

সুখ। (মদ্যপানানন্তর) তাই ত হে, এ যে বড় চমৎকার!

খোসা। হবে না কেন, বাবা, এ কেমন হাত থেকে হয়ে আস্‌চে। (কল্যাণীর প্রতি) কল্যাণ ঠাকুরাণী, একবার এ অধম গাঁজাখোরের প্রতি একটু কল্যাণ কর।

কল্যা। খাও না, যত খাবে তত দিব, এখনও অনেক মদ আছে।

খোসা। (মদ্য লইয়া)—

এক টান গাঁজা যদি এর উপর পাই রে,
নরক গরক করে স্বর্গে চলে যাই রে।

(মদ্যপান)

১ম অ-বি। ঢের আছে আশা মিটিয়ে খান।

সুখ। বাবা, ভগবান তোমার ভাল করুন, তোমার সোণার পাল্কীতে হীরের বেহারা হোক্। (মদ্য লইয়া)

অতি সরল তরল লালরূপং
চাষা-গরল বিরল-কার্ম্যকূপং
কাচ-সুগোল-বোতল-গর্ভস্থিতং
যত বিশাল মাতাল-দল পীতং। (মদ্যপান)

চন্দ্র। (মদ্য লইয়া)

মামার ঘরণী ভাগ্নেবৎসলে মামী!
করিব না আর কভু নিমকহারামী। (মদ্যপান)

কল্যা। (মদ্য ঢালিয়া) এবার একটু বেশী ঢাল্লুম।

সুখ। বেশীই চাই। (মদ্য লইয়া পান)

চন্দ্র। মাত্রা বাড়িয়ে দাও, বাবা! বাদ্‌লায় শরীর মিইয়ে গেল!

(চন্দ্রভণ, সুখলায়েগ ও খোসালপাঁড়ের মদ্যপান)

সুখ। কল্যাণ! আজ না দশ দিন গেল?

কল্যা। হঁ্যা, আজই শেষ হবে।

চন্দ্র। ওহে দেখ, এ ঘোড়াওয়ালারা যদি এখানে একখানি মদের দোকান খোলে, তা হলে আমাদের দ্বারাই তিন দিনে বড়-মানুষ হয়ে পড়্‌বে।

কল্যা। (প্রথম অশ্ববিক্রেতার প্রতি) আর এক বোতল দিন। (বোতল লইয়া) ফের চালাই?

সুখ। চালাও বাবা, চালাও। (মদ্যপানানন্তর প্রথম অশ্ব-বিক্রেতার প্রতি) বাবা, তুমি যে ফি হাত ফাঁক্ দেবে, তা হবে না; একটু খাও।

১ম অ-বি। আমাকে কেন? আপনারাই খান।

সুখ। না বাবা, তা হবে না, তোমাকে খেতেই হবে। (মদ্যপান)

১ম অ-বি। (মদ্য লইয়া পানচ্ছলে দস্যুদিগের অজ্ঞাতসারে ভূমে নিক্ষেপ)

চন্দ্র। এই ত কথা। (দ্বিতীয় অশ্ববিক্রেতার প্রতি) তুমি খাও।

২য় অ-বি। না বাবা, ওতে আমার গা কেমন করে।

খোসা। আরে ওটা পশু, (তৃতীয় অশ্ববিক্রেতার প্রতি) বুড় ইয়ার, তুমি একটু প্রসাদ করে দাও ত, বাবা।

৩য় অ-বি। আমাদের ত আছেই, এখন আপনারা ভাল করে খান।

সুখ। খাও বাবা, তোমার পায়ে পড়ি। (মদ্যদান)

৩য় অ-বি। (মদ্য লইয়া পানচ্ছলে দস্যুদিগের অজ্ঞাতসারে ভূমে নিক্ষেপ)

খোসা। আমাদের এক এক গেলাস হোক্।

কল্যা। হবে বৈ কি? (মদ্যদান)

(খোসালপাঁড়ে, চন্দ্রভণ ও সুখনায়েগের মদ্যপান)

সুখ। মদটি ভাল হে, এর মধ্যেই চতুরং দাঁড়িয়েছে।

চন্দ্র ও খোসা। সত্যি বটে, বেস্ নেশাটি হয়েছে।

সুখ। ঢাল, ঢাল। (কল্যাণীর মদ্যদান)

(সুখনায়েগ, চন্দ্রভণ ও খোসালপাঁড়ের মদ্যপান)

চন্দ্র। (প্রথম অশ্ববিক্রেতার প্রতি) তোমার নাম কি ভাই ?

১ম অ-বি। আমার নাম স—সুরেশ্বর।

চন্দ্র। নামে যা কাজেও তাই বটে,—সুরার ঈশ্বর—সুরেশ্বর।

সুখ। তুমি মেরে ফ্যাল, বাবা !

৩য় অ বি। (স্বগত) একটু অপেক্ষা কর।

খোসা। বড় গা বমি বমি করচে। [প্রস্থান।

সুখ। চন্দ্রভণ !

চন্দ্র। কি আজ্ঞে, ধর্ম্ম অবতার ! (যোড়করে দণ্ডায়মান)

সুখ। না, এখন তামাসা নয়, শুনচি গোবিন্দ রায় ব্যাটা কি একখানা সন্দপত্র না কি এ্যালাউদ্দিনের কাছে থেকে নিয়েচে তাইতে মনে কেমন সন্দ হচ্চে।

চন্দ্র। আরে রেখে দে, খাবার সময় শোবার চিন্তা, একটা বাউন্তুরে বুড়ো, আর একখানা কি বাজে কাগজ—তার জন্য ওঁর মনে আবার সন্দ। কল্যাণ ! ঢাল (কম্পিতকরে কল্যাণীর হাত হইতে মদ্যগ্রহণ ও পান)

সুখ। (কম্পিতকরে মদ্যপানানন্তর) আচ্ছা, কল্যাণ ! তুমি একটি গাও ! —আর আমি বসে বসে বাহবা দিতে থাকি।

কল্যাণীর গীত।

রাগিণী—ভৈরবী। তাল কাওয়ালী।

সহে না যাতনা আর প্রাণ যে যায় !
বসন্ত হইল অন্ত কান্ত কোথায় !

কপালের দোষে পতি, নিদয় দাসীর প্রতি,
একি রে পিরীতি রীতি, মরি হায় হায় !

সুখ । কি মজা, এ গান শুন্‌লে যে বিরহ জন্মায়, বাবা ! সত্যই ত, দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে আমার বিরহ উপস্থিত হ'ল । ঐ রে ! ঐ বাতির আলো আমাকে পুড়িয়ে মার্‌লে । (শয়ন)

চন্দ্র । (অর্দ্ধশয়ান হইয়া) মদ ।

কল্যা । খাও । (মদ্যপান)

চন্দ্র । (মদ্যপানানন্তর শয়ন)

সুখ । (তৃতীয় অশ্ববিক্রেতার প্রতি) বুড় ইয়ার ; বাবা, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি ; বল, তোমার ত অনেক বয়স হয়েছে, অনেক দেখেছ শুনেছ, অনেক ব্যাটা বেটীর সঙ্গে পিরীতও করেছ, কিন্তু বাবা, আজ আমাকে একটি পরামর্শ দিয়ে একটু বাধিত কর ।

১ম অ-বি । আমি আস্‌ছি ।

[প্রস্থান ।

সুখ । দেখ বাবা, প্রমোদপুর থেকে একটি মেয়েমানুষ এনেছি—

৩য় অ-বি । (স্বগত) আমাকেই ?

সুখ । কিন্তু তাকে এত বুঝাই শুজাই, তা সে কোন মতেই বাগ মানে না, তুমি কোন রকম জান টান তো—

৩য় অ-বি । আর সহ্য হয় না ; (সরোষে) পাপাত্মা, আজ তোর শেষ দিন—এখন মর্‌ত্তে প্রস্তুত হ—এখন আপনার প্রিয়বস্তুকে স্মরণ কর্‌ ।

সুখ । এ কি, বাবা, এ ভাব ত কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি নে, প্রিয়বস্তু ! সে ত ইন্দুমতী—

৩য় অ-বি । পাপাত্মা ! নরাধম ! (কৃত্রিম শ্মশ্রুত্যাগ)

চন্দ্র । কি বলিস্‌ ? তুই গোবিন্দ রায় ? (উঠিতে চেষ্টা)

সুখ । চন্দ্র ! আমি উঠ্‌তে পারি না, আমাকে মারে !

গোবি । পামর ! তুই যেমন আমার হৃদয়ে দুর্ব্বিসহ কন্যা-বিরহ

শোক-শেল অর্পণ করেছিলি, এখন তাহারি প্রতিশোধরূপ তোর বক্ষে এই ছুরিকা আমূল রোপণ করলেম। (পরিচ্ছদাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া সুখনায়েগের বক্ষে প্রহার)

সুখ। (আর্ত্তনাদে) গে—গে—ম—ম—মলু—। [কল্যাণীর প্রস্থান।

নেপথ্যে কোলাহল। ওরে গেল রে, সব গেল রে! ঘোড়া-ওয়ালারা ডাকাত রে—গেল, গেল, জেবুয়া গেল!

চন্দ্র। (উঠিয়া) তবে রে প্রবঞ্চক! গোবিন্দরায়কে ফেলিয়া দিয়া তাহার বক্ষে উপবেশন)

(বেগে সমরেন্দ্রের প্রবেশ)

সম। (চন্দ্রভণকে ফেলিয়া দিয়া) রে রাজপুত-কুল-কলঙ্ক চন্দ্রভণ! দুর্ব্বল বৃদ্ধের সঙ্গে কেন! যদি ক্ষমতা থাকে ত আয় আমরা উভয়ে যুদ্ধ করি। এই নে, আমিই তোকে তরবারি দিচ্চি। (পরিচ্ছদাভ্যন্তর হইতে তরবারি বাহির করিয়া চন্দ্রভণকে দান)

চন্দ্র। আয়, দেখি তোর কত ক্ষমতা।

সম। এ আর দস্যুবৃত্তি নয়, চৌর্য্যবৃত্তিও নয়, এ সম্মুখযুদ্ধ। (নিজ তরবারি ধারণ)

[উভয়ের ক্ষণেক যুদ্ধের পর সমরেন্দ্রের অসি-আঘাতে চন্দ্রভণের হস্তস্থিত অসি ভূতলে পতিত হইল; সমরেন্দ্র চন্দ্রভণকে ফেলিয়া দিয়া তাহার বক্ষে উপবেশন করিল]

সম। কেমন, এখন পরাজয় স্বীকার কর।

গোবি। মেরে ফ্যাল, ব্যাটাকে একেবারে মেরে ফ্যাল।

চন্দ্র। অন্যায় যুদ্ধ! অন্যায় যুদ্ধ! বিশেষতঃ রাজপুতের পক্ষে; মদ খাইয়ে অচেতন করে——

গোবি। রাজপুতের পক্ষে কুলস্ত্রী অপহরণ কি?

(রজ্জু হস্তে অমরেন্দ্রের প্রবেশ)

অম। এ কি? তোমরা আমাকে বিধবা করলে? আজ আমার রিপু-নির্যাতন ব্রত উদযাপন হল, আজ যে আমি সুখনায়েগকে বিবাহ

করব! এ করেছ কি? তবে আমার এই প্রণয়রজ্জু দিয়ে চন্দ্রভণকেই জন্মের মত বন্ধ করি। (চন্দ্রভণকে বন্ধন)

সম। (উঠিয়া) এখন চল—আর আর দেখি গে!

২য় অ-বি। বাবা, আমি একেবারে আড়ষ্ট হয়েছিলুম! (কৃত্রিম শ্মশ্রু ত্যাগ)

অম। কি ভোজন?

ভোজ। বাবা, কল্যাণি! তোমার কল্যাণেই আজ রক্ষা পেলুম;—ভাল করে বেঁধো, ভাল করে বেঁধো, ছেঁড়ে না যেন।

সম। এখন চল।

অম। (চন্দ্রভণের রজ্জু ধরিয়া) এসো।

ভোজ। টানো, ছোট সেনাপতি মহাশয়! দাও টান। (চন্দ্রভণকে পদাঘাত করিয়া) হেট্ হেট্—চল্।

[চন্দ্রভণকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় দৃশ্য।

চতুর্থ দৃশ্য।

জেবুয়া—উপত্যকা-ভূমি!

(রজ্জুবদ্ধ চন্দ্রভণ ও খোসালপাঁড়ে পতিত)

(সমরেন্দ্রসিংহ, অমরেন্দ্রসিংহ, ধীরেন্দ্রসিংহ, ভোজনসিংহ, গোবিন্দরায় ও ইন্দুমতীর প্রবেশ)

ধীর। সেই গবাক্ষদ্বারে আমিই দাঁড়িয়েছিলেম—আমাকে দেখেই ভোজন সেই তরবারিখানি খুলে ফেলেছিল।

ভোজ। আমি মনে করেছিলেম ভীল ব্যাটারা বুঝি—এই যে, এই

এক ব্যাটা বাঁধা পড়ে রয়েছে। ক্যামন্ ব্যাটা, দেখ্, এখন মজা দেখ্, পরস্ত্রী-হরণ করায় কত সুখ, একবার দেখ্। (খোসালপাঁড়ের মস্তকে পদাঘাত) এ ব্যাটাও কম নয়! এর আচরণ দেখে আমি অবাক্ হয়েছি, ব্যাটা রাজপুত হয়ে এই কাজ! আপনার রক্ত আপনি পান কর। (চন্দ্রভণের মস্তকে চপেটাঘাত)

খোসা। কি বল্‌ব হাতী দঁকে পড়েছে, তা নইলে—

ভোজ। চুপ্ শালা, তা নইলে তুই আমার কর্ত্তিস্ কি ?

চন্দ্র। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) উঃ! কি প্রবঞ্চনা!

ধীর। কেমন, এখন দস্যুবৃত্তির পুরস্কার পেলি ত ?

চন্দ্র। পাজি! তুই থাম্, বরং ওদের পদাঘাত সহ্য হয়, তবু তোর নীচ মুখে উচ্চ কথা সওয়া যায় না—তুই ত আমাদের গোলাম।

ভোজ। আর আমি তোমার বাবা (পদাঘাত)

ধীর। নির্দ্দোষী লোক্‌কে অকারণে কারাবদ্ধ কর্‌বি ?

খোসা। তুই বাপু আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস্ নে।

সম। ধীরেন্দ্র! আর বৃথা বাক্যব্যয়ে কাজ কি, ভাই ?

গোবি। হাঁ—তুমি এদের কারাগারে কিরূপে এলে ?

ধীর। মহাশয়! অকারণে ঐ দুর্বৃত্ত (চন্দ্রভণকে নির্দ্দেশ এক দিন পথের মধ্যে আমার সঙ্গে কলহ উপস্থিত করেছিল।

সম। কেন ?

ধীর। ইন্দুমতীর কথায়—ও আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লে,—গোবিন্দ রায়ের বাড়ী কোথা ? আমি বল্লেম,—কেন ? তাতে দুরাত্মা বল্লে কি —তার একটি পরমা সুন্দরী কন্যা আছে, তারির বিবাহের জন্য যাব আমি ঘটক।

ভোজ। (চন্দ্রভণের প্রতি) তুমিই কি ঘটক ? তা এস একবা ভাল রকম করে ঘটকালিটা দি। (প্রহার)

চন্দ্র। কেন এখানে মিছে গোলযোগ কর, যেতে হয় রাজসভা চল।

সম। (ধীরেন্দ্রের প্রতি) তার পর ?

ধীর। তার পর আমি বল্লেম যে, সে বিষয় এক প্রকার স্থিরনিশ্চয় হয়ে গেছে, আমাদের প্রধান সেনাপতি সমরেন্দ্রসিংহের সঙ্গে সে কন্যার বিবাহ হবে।

ইন্দু। (লজ্জাবনতমুখী)

ধীর। তাতে দুরাত্মা উচ্চ হাস্য করে বল্লে—তোদের সেনাপতি আবার মানুষ ! সেটা ত একটা পশু। প্রবীণ গোবিন্দ রায় কি বলে তাকে অমন সোণার প্রতিমা মেয়েকে দেবেন।

ভোজ। মানুষ কি দেবতা একবার এখন দেখ না ; এ যে রামচন্দ্র, রাবণ-বধ করে সীতার উদ্ধার কর্‌লেন—ও ব্যাটা কাল্‌নিমে। (মস্তকে চপেটাঘাত)

চন্দ্র। থাক্, আর বড়াই কর্ত্তে হবে না, যার যত ক্ষমতা সব বোঝা গেছে ; মদ খাইয়ে, অচেতন করে মেরে ফ্যালায় কিম্বা বেঁধে আনায় আর পৌরুষটা কি ?

খোসা। ক্ষমতা দেখ্‌লে ত বাবা, চোকের উপর থেকে অমন জলজ্যান্ত ছুঁড়ীকে ধরে নিয়ে এলো।

অম। দস্যুতায় মহা পৌরুষ।

গোবি। কেন বৃথা ওটার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা কর্‌ছ।

অম। তার পর তোমাকে ওরা কারাবদ্ধ কর্‌লে কেমন করে ?

ধীর। তার পর সে দিন ওর সঙ্গে অন্য কথা আর কিছুই হল না, আমি শীঘ্রই রাজসভায় চলে গেলেম। অপর এক দিন সন্ধ্যার সময় ওখান থেকে বাড়ী যাচ্চি, এখন ও দুরাত্মা প্রমোদপুর-বাসীর ছদ্মবেশে এসে আমাকে বল্লে যে,—সেনাপতি মহাশয় দস্যুদমনের জন্য জেবুয়াতে অদ্যই যাবেন, তিনি অনতিদূরে আপনার নিমিত্ত অপেক্ষা কচ্চেন ; আমি শুনে জিজ্ঞাসা কল্লেম যে—তিনি কোথায় আছেন ? ও বল্লে—যমুনার তীরে।

অম। ঐ স্থান থেকে আমাকেও হরণ করে এনেছিল।

ধীর। সে কি ?

অম। কারাগারে কল্যাণীর কথা শোন নাই ?

ধীর। তুমিই সেই কল্যাণী না কি ? এ তো আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

অম। স্ত্রী-বেশ ধরে আমিই আপনি এসে সুখনায়েগকে ধরা দিয়েছিলেম।

ভোজ। ও ব্যাটা ধরে বসে নি ত ?

অম। হাঁ—কেবল একটা ব্রত উপলক্ষেই——

খোসা। সব চোর রে।

ধীর। তা—ও বেশ ধর্‌বার কারণ কি ?

অম। সুখনায়েগের সর্ব্বনাশ, আর (জনান্তিকে) ইন্দুমতী সতীত্ব-পরীক্ষা।

ইন্দু। (স্বগত) ছোট সেনাপতি মহাশয়ের এত চক্র! তা বোধ হয়, আমার প্রাণরক্ষার জন্য সেই অন্ধকার কক্ষের দ্বার সম সময়ে খুলে দিতেন, কিন্তু সেখানে আমার সঙ্গে এত ছলনা করা ওঁর উচিত হয় নাই।

সম। (ধীরেন্দ্রের প্রতি) তার পর ?

ধীর। তাতে আমি দ্বিরুক্তি না করে ওর সঙ্গে কিছু দূর গেলে গিয়ে দেখি, ও ব্যাটা এই দুরাত্মার সঙ্গে (খোসালকে নির্দ্দেশ) মি বলপূর্ব্বক আমার হস্তদ্বয় রজ্জুবদ্ধ কর্‌লে, তখন আমি বুঝ্‌তে পাল্লে শেষে ছলে, বলে, অনুনয়-বিনয়ে, মুক্তি পাবার জন্য কতই করলেম, কিন্তু সমুদয় বিফল হল—অবশেষে ওদের মহারাজের সম্ আমাকে সেই দশায় নিয়ে গেল, তার পর সেই সুখনায়েগের বিচারে আমি নিন্দুক বলে আমার আজীবন কারাবাস স্থির হল।

ইন্দু (স্বগত) হায়! সেই অবধিই আমার বিলাস দিদির আরম্ভ হল ; অনাহার, অনিদ্রা আর দিবানিশি রোদনই তার নের সহচর হয়েছিল।

ধীর। তার পর সেই অবধিই কারাগারে আছি।

গোবি। কারাগারে থেকে ইন্দুর কথা কিছু শোন নাই ?

ধীর। শুনেছিলেম বই কি। বড় ভয়ানক রকমই শুনেছিলেম।

অম। কি রকম ?

ধীর। কারাবদ্ধ হলেম—চন্দ্রভণ সর্ব্বদাই আমাকে তিরস্কার কর্ত্তো আর কতই গালাগালি দিত; এক দিন ঐ রকম তর্জ্জন গর্জ্জন করে এসে আমায় বল্লে—এই বার দেখ্ কে তোদের ইন্দুকে বিবাহ করে ? আমি বল্লেম, 'কেন' ?—নরাধম ইন্দুমতী হরণের কথা আমায় শ্রবণ করালে;—হৃদয়ে যেন শেল-বিদ্ধ হল, যদি তদ্দণ্ডে মস্তকে অশনিপাত হয়ে প্রাণবিয়োগ হত, তা হলেও সুখী হতেম।

চন্দ্র। কাপুরুষেরাই এ রূপ মৃত্যু-কামনা করে।

ধীর। তার পর কারাবাস-কষ্ট আর কষ্ট বলে বোধ হত না, কেবল ইন্দুমতী-জনিত দুঃখাগ্নি আমাকে দিবানিশি দগ্ধ কর্ত্তো;—আমাদের আহার দিবার জন্য যে এক জন দাস নিযুক্ত ছিল, সে অত্যন্ত ভাল মানুষ, তার নাম কৃষ্ণদাস——

ইন্দু। (গোবিন্দ রায়ের প্রতি) হাঁ, সে অতি দয়ালু, সে এক দিন অনেক যত্নে আমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করে আমার প্রাণ রক্ষা করেছিল; সে জন্য আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি যে, যদি ভগবান কখনঃ দিন দেন, তা হলে প্রত্যুপকার-স্বরূপ তার দাসত্ব মোচন করাব।

গোবি। মা, করুণাময় জগদীশ্বর আজ আমাদের সেই দিন দিয়েছেন, তা অবশ্যই তার ভাল করব। অমর! বাবা, সেই কৃষ্ণদাসকে ডেকে আন ত।

[অমরেন্দ্রের প্রস্থান।

ধীর. সেই কৃষ্ণদাসের কাছেই প্রত্যহ ইন্দুমতীর সংবাদ নিতেম,—এক দিন সে বিষণ্ণবদনে এসে বল্লে, মহারাজ আপনাদের ইন্দুকে কেটে ফেলেছে।

সম। সেই শশিপ্রভার বিষয় বুঝি ?

ইন্দু। (স্বগত) সে দুশ্চারিণীই হোক, আর দস্যুপতির উপভোগ্যা বেশ্যাই হোক্, তার সেই প্রিয়মূর্ত্তি মনে পড়্‌লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়! যেমন কুমুদ, বিলাস আমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী, সেও অবিকল সেইরূপ ছিল। (রোদন)

গোবি। ইন্দু! মা, তুমি কাঁদ্‌চ? (ইন্দু অধোবদন)

ধীর। শশিপ্রভার জন্য বোধ হয় রোদন কর্‌ছেন।

গোবি। মা! সে জন্য বৃথা রোদন কর্‌লে কি হবে, কলঙ্কিনী স্ত্রীলোকের মৃত্যুই শ্রেয়স্কর———

ভোজ। সে না তেজেন্দ্রসিংহের কন্যা? উঃ! তার অন্নপ্রাশনের সময় যে খাওয়াটা হয়েছিল, তা মনে পড়্‌লে আর বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে না।

গোবি। কেন?

ভোজ। তেমন খাওয়া ত আর কোথাও পাব না!

ইন্দু। (নিরুত্তরে রোদন)

ধীর। ইন্দু! তুমি এখনও কাঁদ্‌ছ?

খোসা। আমাদের মহারাজের বিরহে।

ভোজ। হারামজাদা ব্যাটা, যত বড় মুখ তত বড় কথা? জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দিব। (খোসাল পাঁড়েকে পদাঘাত)

সম। (গোবিন্দ রায়ের প্রতি) মহাশয়! দুরাত্মা প্রবঞ্চনা দ্বারা আপনার যে সব অর্থ নিয়েছিল, তা আপনি নিয়েছেন ত?

গোবি। যখন আমার ইন্দুকে আমি পেয়েছি, তখন—

সম। তা ত সত্য, কিন্তু অত টাকা দস্যুপুরীতে রেখে গেলে কি ফল হবে?

(অমরেন্দ্রের সহিত কৃষ্ণদাসের প্রবেশ)

অম। (গোবিন্দ রায়ের প্রতি) আপনার সেই পাঁচ লক্ষ টাকা এনেছি; আর এই সেই কৃষ্ণদাস। (কৃষ্ণদাসের যোড়করে দণ্ডায়মান হওন)

সম। তোমারই নাম কৃষ্ণদাস ?

কৃষ্ণ। (নমস্কার করিয়া) আজ্ঞে হাঁ, আমিই কেষ্টদাস।

গোবি। (ইন্দুমতীর প্রতি) কেমন মা, এই ত ?

ইন্দু। হাঁ।

গোবি। কৃষ্ণদাস, তুমি যে যত্নসহকারে আমাদের ইন্দুমতীর মোহাপনোদন করে সেই বিষম বিপাক হতে তার প্রাণ রক্ষা করেছিলে, সে উপকার কোন মতেই পরিশোধ করা যায় না, কিন্তু যদি তার শতাংশের একাংশও তোমার এই দাসত্ব মোচন করে পরিশোধ হয় ত—

কৃষ্ণ। বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

অম। তোমার দাসত্ব গেল।

কৃষ্ণ। তবে আমি কি করে খাব ?

সম। তদুপযুক্ত টাকা তোমাকে দিব। অমর ! সুখনায়েগ দুরাত্মার দস্যু-বৃত্তি-লব্ধ অর্থের কতক অংশ কৃষ্ণদাসকে দিয়ে এসো।

[হাস্যমুখে কৃষ্ণদাসের অমরেন্দ্রের সহিত প্রস্থান।

খোসা। "পরের ধনে বয়ের বাপ।"

ভোজ। (স্বগত) এত কালের পর মোওার জাহাজখানির কিনারা হল, বাপ্ রে, এ পাড়ি আর জমে না ! কত ঝড় তুফান যে এর উপর দিয়ে গেছে, তা আর কি বল্‌ব ! আবার মাঝে শুন্‌লুম, একেবারে বান্‌চাল ! যাই হোক, এখন ওঁদের চার হাত এক হলে হয় ; তা হলে আমি কিছু করে নি,—করবই বা আর কি ছাই, কেবল এক পেট খাওয়া বই নয় ; তা শাস্ত্রেই ত বলে থাকে, "কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং। বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥"

ধীর। (গোবিন্দ রায়ের প্রতি) মহাশয়, আজ আমাদের কি শুভ দিন ! আজ দস্যুগণ সম্পূর্ণরূপে দমন হল, প্রমোদপুর নিরুপদ্রব হল, আজ সর্ব্বলোচনানন্দবিধায়িনী লক্ষ্মী স্বরূপিণী আপনার কন্যা

ইন্দুমতী ভীলদিগের করাল কবল হতে মুক্ত হল, আর আমিও বহুকাল দস্যুকারাবাসের পর সবন্ধুজীবলোকে পুনঃ প্রবিষ্ট হলেম!! অতএব যাঁহার একমাত্র বুদ্ধিকৌশলে, যাঁহার একমাত্র চেষ্টায় ও যাঁহার একমাত্র বাহুবলে এই সকল সর্ব্বসুখজনক ব্যাপার সাধিত হল, সেই সেনাপতি সমরেন্দ্রসিংহকেই আজ ইন্দুমতী সম্প্রদান করুন। ইহা কেবল আমার ইচ্ছা নয়, প্রমোদপুরনিবাসী আপামর-সাধারণ সকলেরই এই মত।

(অমরেন্দ্রের প্রবেশ)

অম। দম্পতিরও এই ঐকান্তিক বাসনা।

ভোজ। আমারও ত তাই ইচ্ছা গা! (গোবিন্দ রায়ের প্রতি) মহাশয়! তবে আর দেরি কেন? এ দিক যা হয় এক রকম চুকিয়ে ওদিকে আহারাদির আয়োজন কর্ত্তে অনুমতি করুন।

গোবি। (ধীরেন্দ্র ও অমরেন্দ্রের প্রতি) আমাকে এ কথা তোমাদের বলা বাহুল্য,—আমি বহুকালাবধি এ বিষয় স্থির করে রেখেছি (সমরেন্দ্রসিংহের প্রতি) সমর! এসো বাপু, আমার প্রাণতুল্য কুমারীকে তোমার করে সমর্পণ করে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি।

(সমরেন্দ্রের হস্তের উপর ইন্দুমতীর হস্ত রাখিয়া)

শোভিল গগনে সুখ-সবিতা-বদন,
হাসিল নলিনী;—হ'ল দুখাপনোদন,—
সুখের প্রভাতে শুভক্ষণে, সমাদরে
অর্পিলাম ইন্দুমতী সমরেন্দ্র-করে।

যবনিকা-পতন।

শুম্ভ-সংহার।

(দৃশ্যকাব্য)

"কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥
দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা॥
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা।
সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্‌॥"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

নাট্যামোদী,

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন সা

সুহৃদ্বরেষু—

ভাই !

শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া মিত্রাক্ষর পদ্যে একখানি াটক লিখিবার জন্য তুমি আমাকে অনেক দিন হইতে বলিয়া াসিতেছ, সময়াভাবে ও মনের অস্থিরতার জন্য তাহা এত দিন ারি নাই, এক্ষণে এই "শুম্ভ-সংহার" অপার আনন্দের সহিত তামার হস্তে অর্পণ করিলাম।

এই বিষয় অবলম্বন করিয়া অমিত্রাক্ষর পদ্যে "দানব-দলন" নামে একখানি কাব্য অনেক পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল,—"দানব- লন" কাব্যের অনেক স্থানে সুন্দর ও উচ্চ উচ্চ ভাব আছে— াব্যামোদী মাত্রেরই তাহা আদরের দ্রব্য—কিন্তু আক্ষেপের বিষয় য, এরূপ উচ্চদরের কাব্য জনসমাজে সমুচিত খ্যাতি লাভ করিতে ারে নাই। স্থানে স্থানে উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার সহিত আমার মতের নৈক্য হইয়াছে; কিন্তু তথাপি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি য, "শুম্ভ-সংহার" প্রণয়নে "দানব-দলন" কাব্য হইতে আমি অনেক াহায্য পাইয়াছি।

তোমার

প্রমথ—

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

দেবগণ।

বিষ্ণু, ইন্দ্র, পবন, বরুণ, রবি, যম ও নারদ।

দেবীগণ।

লক্ষ্মী, গৌরী, জয়া, বিজয়া, পদ্মা।

দৈত্যগণ।

শুম্ভ	... ...	দৈত্যপতি।
নিশুম্ভ	... ...	শুম্ভানুজ।
ধূম্রলোচন, চণ্ড ও মুণ্ড, রক্তবীজ	... ...	সেনাপতিগণ।
সুগ্রীব	... ...	দূত।

দৈত্য-স্ত্রীগণ।

শুভ্রা	... ...	দৈত্যরাণী।
শান্তা	... ...	নিশুম্ভ-পত্নী।

সখী ও পরিচারিকাদ্বয়।

শুম্ভ-সংহার।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিষ্ণুলোক।

(বিষ্ণু আসীন, বীণা-যন্ত্র সহযোগে নারদ হরিগুণ গান করিতেছেন)

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী।—প্রণমি পুণ্ডরীকাক্ষ তব পদাম্বুজে।

বিষ্ণু।—বহুদিন পরে আজি নিরখিনু মরি,
ও সরোজ-মুখ তব সরোজ-আসনা!
উজ্জ্বল হইল মম এ আঁধার-পুরী,
তিরপিত হল মম মনের বাসনা।
মরি আজ পূর্ণ হল অন্তরের সাধ;
চকোরে পিয়াতে সুধা আসিয়াছে চাঁদ!

লক্ষ্মী।—এ সরোজ-সুখ-রবি তুমি, রমেশ্বর!
তিলেক থাকিতে নারি বিনা দরশন,
যেখানে সেখানে থাকি, আমার অন্তর
ও রাঙ্গা চরণ ধ্যান করে অনুক্ষণ।

নারদ।—প্রণমি, জননি আমি ও পদ-সরোজে;—
কৃপাদৃষ্টি রেখ মাতঃ অভাগা সন্তানে,
অচলা ভকতি যেন অন্তরে বিরাজে,
সদা যেন সুখে থাকি হরি-গুণ-গানে

কাঁদে এ ত্রিদিব-পুরী না হেরে তোমারে ;
দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ সেই দৈত্য-কুল-মণি,
রাখিয়াছে তোমারে মা হৈমকারাগারে।
হের, মাতঃ ত্রিদিবাম্বে ! ত্রিদিব-দুর্গতি,
দৈত্যদল শাসিতেছে অমর-নিকরে,
লাজে নতশিরা যম, অগ্নি, শচীপতি ;
নিস্তেজ সতেজতনু হের প্রভাকরে।
বড় ভাগ্যবান সেই দৈত্য-কুলেশ্বর,
চঞ্চলা অচলা আজি তাহারি আগারে,
কমলার কৃপাদৃষ্টি দৈত্যের উপর,
উৎপীড়িতে চিরাশ্রিত যতেক অমরে।
হতভাগ্য দেবগণে পালি'ছ জননি,
করিতে কি দৈত্য-দল-চির-ক্রীতদাস ?
কেন বা অমরগণ অমর না জানি,—
অমরত্ব অমরের করে সর্ব্বনাশ !

লক্ষ্মী।—বৃথায়, নারদ, তুমি দাও এ গঞ্জনা,
পরম ভকত মম দেবারি দানব,
কত মতে আমারে যে করে আরাধনা,
আমি কি বলিব তাহা জানেন মাধব।
চঞ্চলা আমার নাম, কাজেও চঞ্চলা,
এক স্থানে স্থির হয়ে থাকি না কখন,
কখন কোথাও আমি হই না অচলা,
নিত্য তুষি নব নব ভক্ত-জন-মন।
তবে যে রয়েছি বদ্ধ শুম্ভের ভবনে,
কেবলি তাহার সেই ভক্তি-সাধনায়,
বিনা দোষে ভক্তজনে ত্যজিব কেমনে,

উপায় বিধান এর কর, রমাপতি !
আর না থাকিতে পারি তোমা ছাড়া হয়ে,
আর না দেখিতে পারি দেবের দুর্গতি,
আর না থাকিতে পারি দৈত্যের আলয়ে ।

বিষ্ণু ।—যা বলিলে সত্য,—সেই দুষ্ট দৈত্যপতি
ভুজবলে ত্রিভুবন করিয়াছে জয়—
সদা উৎপীড়িছে যত অমর-সন্ততি,
হেরিলে অমর-দশা বিদরে হৃদয় !
পরাজিত দেবদল দনুজ-বিক্রমে,
দেবপতি পুরন্দর লাজে ম্রিয়মাণ,
দৈত্য-ক্রীতদাস সম বায়ু, অগ্নি, যমে,
নিরখিলে কাহার না কাঁদে মন প্রাণ ?
তাহাতে আবার সেই দৈত্য দুরাচার,
ত্রিশূলীর বলে বলী ; ত্রিশূলি-কৃপায়,
নিজ রাজদণ্ড-তলে রেখেছে সংসার,
না জানি সে অমরের হবে কি উপায় !
আবার কমলা তায় দৈত্যের সহায়,
অচলা চিরচঞ্চলা দৈত্যের ভবনে,
নিরীহ অমরগণে কি হইবে, হায়,
দিবানিশি তাই আমি ভাবিতেছি মনে ।

লক্ষ্মী ।—কি হইবে তবে, হায়, ত্রিদিব-উপায় ?

নারদ ।—না মরিলে দৈত্যরাজ নাহিক উপায় ।

বিষ্ণু ।—আমি কি করিব বল, কমল-আসনে ।
রজোগুণে করি আমি সংসার পালন,
জীব-নাশ-হেতু আমি হইব কেমনে,
না জানি দেবের দশা কি হবে এখন !

এরূপ সাম্রাজ্য করে অবনীমণ্ডলে,
উচ্ছিন্ন হইবে তবে এ ভব-সংসার,
কি আর বলিব, দেব, তব পদতলে!

লক্ষ্মী।—আমিই বা কত দিন দৈত্য-কারাগারে
বন্দিনী হইয়া রব,—কহ, জীবিতেশ?
কত দিন ও চরণ নয়নে না হেরে
রহিব শুম্ভের গৃহে,—কহ, হৃষীকেশ?
কত দিন রব আর এ ঘোর বিপাকে—
লতিকা পাদপ ছাড়া কত দিন থাকে?

বিষ্ণু।—বিরূপাক্ষ-রক্ষিত সে দানবনিকর,
ধৃত দন্ত তাহাদের ধূর্জ্জটী-কৃপায়,
ত্রিলোক-সংহার-কর্ত্তা তমোগুণী হর,
না বধিলে দৈত্যরাজে নাহিক উপায়।
ভালবাসে ভোলানাথ দানবনিকরে,
তাই পরাজিত দেব দৈত্যের সংগ্রামে;
তমোগুণী রুদ্রেশ্বর না বধিলে তারে,
কার সাধ্য কেবা বধে এ ত্রিদিব-ধামে!

লক্ষ্মী।—কি হইবে তবে, নাথ, অমরের গতি?

বিষ্ণু।—কর যাহা বলি আমি তোমায় সম্প্রতি:—
একবার যাও, রমে, তুমি ইন্দ্রালয়ে,
জানায়ে ইন্দ্রেরে মোর আশীষ বচন,
বল গে তাঁহারে যত দেবগণে লয়ে,
কৈলাসে শঙ্করী-পাশে করিতে গমন।
বল' তাঁরে জানাইতে অম্বিকা-সদন,—
দেবের দুর্গতি যত দৈত্য-অত্যাচারে,
দৈত্য-ক্রীতদাস এবে যত দেবগণ,

দেবের দুর্গতি শুনি নগেন্দ্র-নন্দিনী,
অবশ্যই দেব-দুঃখে হবেন কাতরা,
একেই সদাই তিনি রণ উন্মাদিনী,
দৈত্যের বিপক্ষে অসি ধরিবেন ত্বরা।
বাঁধিবে তুমুল রণ উমায় দৈত্যেশে,
দৈত্যবাণে সতী-দেহ ক্ষত নিরখিলে,
রুষিবেন সতীপতি দৈত্যের বিনাশে,
ত্বরায় মরিবে দৈত্য ত্রিশূলী রুষিলে।
ইহা ভিন্ন দৈত্য-নাশে নাহিক উপায়,
ইহা ভিন্ন দেবগণ না পাবে নিস্তার,
দৈত্যরাজ সর্ব্বজয়ী ধূর্জ্জটী-কৃপায় ;
ধূর্জ্জটীই করিবেন দৈত্যের সংহার।
নারদ।—কি কাজ বিলম্বে আর তবে, সুরেশ্বরি,
চল মোরা যাই ত্বরা দেবরাজ-পুরে,
বাসবের মৃতোৎসাহ উত্তেজিত করি,
চল দেবগণে লয়ে কৈলাস-শিখরে।
লক্ষ্মী।—আজ্ঞা দেহ যাই তবে ইন্দ্রের ভবনে,
অমর-কুলের হিত সাধিবার তরে,
অরুণ, বরুণ, আদি যত দেবগণে,
লয়ে যাই তুষিবারে দেবী অম্বিকারে।
বিষ্ণু।—পরাজিত দৈত্যরণে অমর-নিকর,
টলমল দৈত্যভরে অমর-ভবন,
অমরের হিত তরে যাও হে সত্বর,
অণুমাত্র বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন।
দেবগণ পাবে ত্রাণ গৌরীর কৃপাতে,

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ইন্দ্রালয়।

(ইন্দ্র ও দেবগণ আসীন।)

ইন্দ্র।—বল, ওহে দেবগণ কত দিন আর,
নীরবে সহিব এই দৈত্য-অত্যাচার !
ধিক্ এই দেবনামে, ধিক্ এই স্বর্গধামে,
দেবকুলে জন্মিয়াছি মোরা কুলাঙ্গার,
ডুবাইনু দেবনাম কলঙ্কে এবার।

পবন।—দৈত্যপতি-ত্রাসে সদা সশঙ্কিত প্রাণ,
থরথর কাঁপে যত অমর-সন্তান,
কাঁপে এ ত্রিদিবপুরী, কাঁপে যত দেবনারী,
আকুল সপ্তর্ষিকুল ভয়ে ম্রিয়মাণ,
দৈত্য-হস্তে কার(ও) আর নাহি পরিত্রাণ।

বরুণ।—দৈত্য-ক্রীতদাস সম যত দেবগণ,
যোগায় গন্ধের ভার আপনি পবন,
ত্রাসেতে কম্পিত কায়, দেব-গায়কেতে গায়
দেবারি শুম্ভের যশঃ পূরিয়া ভুবন,
দেব-অপ্সরায় নাচে তুষি দৈত্য-মন।

ইন্দ্র।—কি ফল, হে দেব-দল আর এ জীবনে !
দেবগণ দৈত্য-দাস ঘুষিবে ভুবনে ?
গেছে স্বাধীনতা-ধন, যাক্ রাজ্য, সিংহাসন,
অমরের অমরত্ব ঘুচুক এক্ষণে,
জীয়ন্তে এতেক জ্বালা সহিব কেমনে !

জয়ী দৈত্য দেবরণে, কাহাকেও নাহি মানে;
ত্রিদিবের দেবগণে করে অপমান,—
বিরূপাক্ষ-বলে দৈত্য এত বলবান।

যম।—বিলাপের আক্ষেপের সময় এ নয়,
ত্রিদিবের স্বাধীনতা চির-লুপ্ত হয়!
আজ্ঞা দেহ, সুরপতি, আমি হয়ে সেনাপতি,
সংগ্রামে আহ্বানি দৈত্যে—বিলম্ব না সয়,
ত্রিদিবের স্বাধীনতা চির-লুপ্ত হয়!
দ্বাদশাংশে অংশুমালী মিলিয়া এক্ষণে,
দগ্ধ কর রুদ্রতেজে দিতি-সুতগণে।
বরুণ বিস্তারি কায়া, সপ্ত সিন্ধু উথলিয়া,
প্রবল তরঙ্গাঘাতে বিপুল গর্জ্জনে,
নাশ দৈত্যে;—দৈত্য-নাম রেখ না ভুবনে!
উঠ, ওহে বায়ুপতি দেব প্রভঞ্জন!
নীরব বিষণ্নভাবে কেন হে এমন?
সংহার দৈত্যের বংশ, ঊনপঞ্চাশৎ অংশ,
একত্র করিয়া রণে করহ গমন,
দানবের দম্ভ-তরু কর উৎপাটন।
ভবিষ্যৎ-অন্ধকারে করিয়া প্রবেশ,
বারেক নয়ন মেলি দেখ, হে জলেশ!
দেখ বায়ু, দেখ রবি, স্বর্গের সৌভাগ্য-দেবী
ঘন ঘনাবৃতা ঘোর তমোময় বেশ,
ত্রিদিবের স্বাধীনতা হলো বুঝি শেষ!
চল, ওহে দেবগণ পুনঃ যাই রণে,
অন্যথা,—করি গে বাস নিবিড় কাননে;

আপনি দেখিতে ঘৃণা হয় মনে মনে।
কেবলি কি দেব-দম্ভ অবনী-মাঝারে ?
বায়ুর বীরত্ব যত দরিদ্র-কুটীরে !
বরুণ নিপুণ হেরি, ডুবাতে সুখের তরী,
নিরীহ আরোহী সহ তরঙ্গ-প্রহারে ;
রবি-তেজ মর্ত্ত্যে শস্য দগ্ধ করিবারে ?
ইন্দ্র।—শুম্ভের ভক্তিতে ভুলি ভোলা মহেশ্বর,
দিয়াছেন তারে এই দেবজয়ী বর।
দৈত্য নহে দেব-বধ্য, দৈত্য-বধ দেবাসাধ্য,
জিনিতে নারিবে দৈত্যে যতেক অমর
প্রাণপণে কল্পশত করিলে সমর।
বিধাতার বিড়ম্বনা দেবের উপরে,
আপনি কমলা বদ্ধ দৈত্য-কারাগারে,
শ্রীহীন ত্রিদিবধাম, ঘৃণিত অমর-নাম,
দুরাশা বিজয়-আশা দৈত্যের সমরে,
বিধাতা বিমুখ যারে, কে রক্ষে তাহারে !
তাই বলি, রণে আর নাহি প্রয়োজন,
চল যাই ত্যজি এই ত্রিদিব-ভবন ;
দৈত্য-কৃপাধীন হয়ে, দৈত্যের পীড়ন সয়ে,
কি কাজ ত্রিদিবে রয়ে, হে অমরগণ !
এখন দেবের পক্ষে বিধেয় কানন।
কভু না বিফল হবে ত্রিশূলীর বর
বৃথা এই অমরের রণ-আড়ম্বর।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

পবিত্রিলে পদার্পণে অমর-নগর!
আছিলা, জননি, বদ্ধ দৈত্য-কারাগারে,
কেমনে পাইলে মুক্তি কহ তা দাসেরে?
মরেছে কি দৈত্যরাজ, নির্ভয় কি হল আজ
আকুল অমর-কুল ত্রিদশ-আগারে?
পেলেন কি পরিত্রাণ ধরা দৈত্য-ভারে?

লক্ষ্মী।—মরে নি অমর-জেতা দুরন্ত দানব,
সমতেজে শাসিতেছে অমর মানব।
সেই দর্প, সেই দম্ভ, ভুবন-সম্রাট শুম্ভ
নিরুদ্বেগে সম্ভোগিছে অতুল বিভব,
আমিও বন্দিনী তথা এখনও বাসব।
ঐশ্বর্য্যের স্তূপমাঝে ঢালিয়া শরীর,
যামিনী-আগমে নিদ্রা যায় দৈত্য-বীর;—
এই অবসরে আমি, ছাড়ি সেই দৈত্য-ভূমি
আসিয়াছি নিরখিতে শ্রীপদ হরির,
রব যতক্ষণ স্বর্গে রবেন মিহির।
বলিয়া এসেছি আমি বিনয়ে নিদ্রায়,
স্বপন দৈত্যের কাছে যেন নাহি যায়,
দৈত্যরাজে কোলে করি, কাটাইতে বিভাবরী,
চেতনা আসিয়া যেন দৈত্যে না জাগায়,
মরে নি,—নিদ্রিত দৈত্য ক্ষণিক নিদ্রায়।

ইন্দ্র।—দেবের উপরে যত দৈত্য-অত্যাচার,
অবিদিত, জননি গো, কি আছে তোমার!
আর না সহিতে পারি, দেহ আজ্ঞা, সুরেশ্বরি,
যাই ত্যজি সুরপুরী কানন-মাঝার,

অমর হয়েছি যত অদিতি-সন্তান ;—
জীয়ে রব চিরদিন, হয়ে দুষ্ট দৈত্যাধীন,
চিরদিন সহিব গো এই অপমান.
মরণ থাকিলে কভু পাইতাম ত্রাণ।
মোহিনী মূরতি ধরি কেন নারায়ণ,
করিয়াছিলেন দেবে অমৃত বণ্টন !
কেন দয়াময় হরি, দেবেরে অমর করি,
রেখেছেন ইন্দ্রে দিয়ে স্বর্গ-সিংহাসন ?
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবজাতি কিসের কারণ ?

লক্ষ্মী।—জানি আমি সব, ইন্দ্র, কি বলিবে আর,—
দেব-দুঃখে সদা দহে অন্তর আমার !
দেব-দুঃখে নারায়ণ, সদা বিষাদিত মন,
চিন্তিছেন চিন্তামণি, হায়, অনিবার,
কিসে দেবগণ পাবে এ দায়ে নিস্তার।
আমিও তিষ্ঠিতে আর নারি দৈত্যপুরে,
দৈত্য-পূজা আর ভাল লাগে না আমারে।
স্বাধীন বিহঙ্গ বনে থাকে প্রফুল্লিত মনে,
ক দিন অধীন হয়ে বাঁচিতে বা পারে—
যদিও সে স্থান পায় সুবর্ণ-পিঞ্জরে ?
মোর কারাবাস হেতু আরো চিন্তামণি,
চিন্তান্বিত, বিষাদিত, দিবস যামিনী,
তে কারণে আজি মোরে, পাঠালেন এই পুরে,
শুন, শক্র, কহিলেন যাহা চক্রপাণি,
ত্বরায় মরিবে তাহে দৈত্য-কুলমণি।

ইন্দ্র।—অমরের এমন কি পুণ্যের সঞ্চার,

কৃপাময় কৃপা যদি করেন এবার,
তবেই সে দৈত্যহস্তে পাইব নিস্তার।
নতুবা অমর-শূন্য হবে স্বর্গধাম,
কলঙ্কিত হবে তাঁর কৃপাময় নাম।

লক্ষ্মী।—শুন শুন, দেবরাজ, না করিয়া কাল-ব্যাজ,
সত্বর গমন কর কৈলাশ-শিখরে,
জানাও গে দেব-দুঃখ দেবী অম্বিকারে।
দেবের এ দশা শুনি, অবশ্যই কাত্যায়নী
পাবেন বেদনা তাঁর কোমল অন্তরে,—
করুণা-আধার তিনি এ বিশ্ব-সংসারে।
দৈত্যের অটুট দম্ভ শুনি ত্রিনয়নী,
উঠিবেন রণ-প্রিয়া রণ-উন্মাদিনী—
ভীমা অসি ধরি করে, দৈত্যের সংহার তরে,
ধাইবেন রণ-আশে ভৈরবী-রূপিণী;—
কে রক্ষিবে দৈত্যরাজে রুষিলে ঈশানী?
হরের পরম ভক্ত দৈত্যচূড়ামণি,
নাশিতে ভকত জনে যদি শূলপাণি,
যদি সেই ভোলানাথ, না দেন সমরে হাত,
সঙ্কটে পড়িলে তাঁর মানস-মোহিনী,
অবশ্য সহায় তাঁর হবেন তখনি।
ব্যোমকেশ বৈরিভাবে দাঁড়ালে সমরে,
কে আর রক্ষিবে সেই দনুজ-ঈশ্বরে?
মরিবে অমর-ত্রাস, ঘুচিবে অমর-ত্রাস,
নির্ভয় হইবে দেব ত্রিদিব-মাঝারে,
আমিও সে কারামুক্ত হইব অচিরে।

কমলা সদয়া যারে, সে আর কাহারে ডরে ?
সহায় যে অভাগার আপনি শ্রীহরি,
কি ভয় তাহার আর, ওগো শুভঙ্করি !
জননি ! যদ্যপি দয়া হয়েছে তোমার,
দয়ার উপর দয়া কর আর বার,
আমা সবে চল লয়ে, কৈলাসে গৌরীশালয়ে,
তোমা সহ গেলে পাব প্রসাদ উমার,
তোমা বিনা অমরের কে আছে গো আর !

লক্ষ্মী ।—আমি গেলে হয় যদি, ওহে সুরেশ্বর,
চল তবে যাই লয়ে যতেক অমর ;
দেখে আসি অম্বিকারে, তপ-মগ্ন মহেশ্বরে,
বিলম্ব করো না তবে চলহ সত্বর,
প্রভাতে করিবে পূজা মোরে দৈত্যবর ।

ইন্দ্র ।—কি কাজ বৃথায় আর কাল-ব্যাজ করি,
বিমান প্রস্তুত ওই হের, শুভঙ্করি !
তুল ও বরাঙ্গ রথে, দেবগণে লয়ে সাথে,
যাইতেছি পরে তব পদ অনুসারি,
যাত্রা করি শ্রীহরির শ্রীচরণ স্মরি ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

কৈলাস ।

(গৌরী, লক্ষ্মী ও দেবগণ)

গৌরী ।—ত্যজিয়া কমলদলে, সঙ্গে লয়ে দেবকুলে,

চিরকাল দেখিতেছি চঞ্চল স্বভাব,
সুখ-সরে স্থিত তবু সুখের অভাব !
লক্ষ্মী।—নিশায় না আসি আর আসি বা কখন,
জান না কি পরাধীনা আমি গো এখন !
বন্দিনী করিয়া মোরে, রাখিয়াছে কারাগারে,
দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ দৈত্য ত্রিলোক-দমন,—
ভয়ে যার থরথরি কাঁপে ত্রিভুবন।
চঞ্চল স্বভাব মোর ঘুচেছে, ঈশানি,
হয়েছি পিঞ্জরাবদ্ধা ধৃতা বিহঙ্গিনী !
নানাবিধ উপচারে, ভক্তি সহ সমাদরে,
সারাদিন পূজে মোরে দৈত্য-কুলমণি,
তিলমাত্র অবকাশ না আছে জননি !
সুষুপ্ত দানব এবে গভীর নিদ্রায়;
তাই আসিয়াছি এই গভীর নিশায়।
দৈত্যের অজ্ঞাতে রাতে, আসিয়াছি ত্রিদিবেতে,
যাব পুনঃ রাতে রাতে গোপনে ধরায়,
প্রত্যূষে উঠিয়া শুম্ভ পূজিবে আমায়।
দেখ ত্রিনয়নি, এবে কি সুখ আমার !
পরাধীনা বন্দিনী যে, কি সুখ তাহার ?
হের পুনঃ, ত্রিনয়নে, দানবের উৎপীড়নে,
সশঙ্কিত দেবকুল স্বর্গের ভিতর,
মলিন লাবণ্য-হীন শীর্ণ কলেবর !
দেব-দুঃখ আমি আর দেখিতে না পারি,
বারেক অপাঙ্গে তুমি হের, মা শঙ্করি !
দেবের দুর্গতি যত, তায় [illegible]

একে মহাবীর্য্যবান দৈত্যচূড়ামণি,
তাহাতে সহায় তার ত্রিশূলী আপনি,
ভোলানাথ মহেশ্বর দৈত্যে দিয়াছেন বর,
মরণের ভয় এক তাও নাহি তার,
দেবের উপায় মা গো নাহি দেখি আর!
তোমারই রক্ষিত যত অমর-সন্তান,
তোমারই হেলায় ভুঞ্জে এত অপমান।
ইন্দ্র।—কি আর বলিব, মাতঃ জগত-জননি,
বলিতে দুঃখের কথা নাহি সরে বাণী!
দুঃখের অর্গলে বদ্ধ, বাক্‌দ্বার সদা রুদ্ধ,
মরমে মরিয়া আছি, ত্রৈলোক্য-তারিণি,
দেব-ভাগ্যে এত দুঃখ কেন তা না জানি!
না জানি কি দোষী মোরা তোমার চরণে,
না জানি কি অপরাধী ধূর্জ্জটী-সদনে,
করিয়াছি কিবা পাপ, কেন এত মনস্তাপ
দিতেছ, গো জগদম্বে, যত দেবগণে?
কি দোষে অমরগণে ঠেলিলে চরণে!
দেখ, মাতঃ! বায়ু, রবি, বরুণাদি সবে
তেজোহীন,—অহি যেন হিমের প্রভাবে।
দুর্দ্দান্ত দৈত্যের ডরে, কাঁপে সবে থরথরে,
ত্রাসে সশঙ্কিত প্রাণ বসিয়ে ত্রিদিবে,
মেলিতে না পারে দেহ এ বিপুল ভবে।
সঙ্কুচিত হয়ে আর রবি কত কাল?
অমর না হলে মাতঃ ঘুচিত জঞ্জাল!

কেন বা অমর করি এত বিড়ম্বনা!
কেন বা ইন্দ্রত্ব দিয়ে এতেক লাঞ্ছনা!
উচ্চ গিরি-শৃঙ্গে তুলি, অবশেষে দিলে ফেলি
অতল সাগর-গর্ভে,—কেন বা না জানি,
ইহাই কি ছিল মনে, জগত-জননি!
উগ্রচণ্ডা তুমি, মাতঃ, দানব-দলনী,
দেব-হিতে সদা'রতা অসুর-নাশিনী।
দেবত্রাতা মহেশ্বর, মহাকাল বিশ্বম্ভর,
কোথা সে নামের গুণ, ভুবন-কল্যাণি!
নিজ নিজ ধর্ম্ম দোঁহে ভুলিলে, ঈশানি?
দুর্ম্মদ মহিষাসুরে মর্দ্দিলে, জননি,
কোথা সে মহিমা তব, মহিষ মর্দ্দিনি?
তুমি, মাতঃ আদ্যাশক্তি, কোথা তব সেই শক্তি—
অমর-নিকর-রিপু-বিক্রম-ভঙ্গিনী?
কোথা সেই তেজ তব, সমর-রঙ্গিণি!
শুম্ভের সৌভাগ্য-তেজে বুঝি সে শকতি,
মন্দীভূত, তিরোহিত হয়েছে সম্প্রতি!
মোদের দুর্ভাগ্য তরে, ভুলিয়াছ আপনারে,
দেখেও না দেখ এই দেব-অপমান,
মোদের লাঞ্ছিছে দৈত্য তোমা বিদ্যমান!
মোরা চির অনুগত, তব চির পদাশ্রিত,
আজন্ম সেবিয়া, হায়, ও পদ-কমল,
অবশেষে, জগদম্বে, এই হল ফল?
নিরীহ অমর-কুলে, দুঃখ-নীরে ভাসাইলে,
তবু ও চরণে মোরা [illegible]

পাষাণ-নন্দিনী বলে হয়ো না পাষাণী।
গৌরী।—ক্ষান্ত হও, ইন্দ্র, আর হয়ো না ব্যাকুল,
ক্ষান্ত হও, শান্ত হও, হে অমরকুল!
বুঝিয়াছি দৈত্য-পতি, পামর পাষণ্ড অতি,
হরের প্রসাদ লভি অমর-নিকরে,
উৎপীড়িছে দিবানিশি ঘোর অত্যাচারে।
কার সাধ্য কে বা স্পর্শে মম রক্ষ্য জনে,
এই ধরিলাম অসি দৈত্যের নিধনে,
এখনি যাইব রণে, কার সাধ্য ত্রিভুবনে,
দানবের রক্ষা হেতু আমারে নিবারে?
এখনি দৈত্যের দম্ভ খণ্ডিব সমরে।
দেখিব কতই বল তার বাহুদ্বয়ে,
দেখিব কতই তার সাহস হৃদয়ে,
দেখিব সে হর-ভক্ত, সমরেতে কত শক্ত,
দেখিব তাহারে হর রক্ষিবে কেমনে!
স্বয়ং ধরিয়া অসি চলিলাম রণে।
হে ত্রিদিব-বাসিগণ যতেক অমর!
যাও নিজ নিজ স্থানে ত্যজি দৈত্যডর।
তোমাদের হিত-তরে, ধরিলাম অসি করে,
ত্বরায় দানবকুল করিব সংহার,
বিনাশিয়া দৈত্যরাজে শান্তিব সংসার।
ইন্দ্র।—সার্থক জীবন আজ মানস সফল।
বুঝিনু নির্ভয় আজ হ'ল দেবদল।
চল রবি, চল বায়ু, দানবের পরমায়ু
এত দিলে হ'ল শেষ বুঝিনু নিশ্চয়,

প্রণমি, জননি, তব অভয় চরণে।
গৌরী।—যাও, হে অমরগণ, নির্ভয় অন্তরে,
দুর্দ্দান্ত দানবপতি মরিবে অচিরে।
[দেবগণের প্রস্থান।
লক্ষ্মী।—অনুমতি দেহ মোরে, যাই পুনঃ শুম্ভাগারে,
দেখ অচেতন ঊষা উদয়-অচলে,
উজ্জ্বল কিরীট ওই শোভে ঊষা-ভালে,
হের মাতঃ, পূর্ব্বপথে, অরুণ উঠিছে রথে,
ত্বরায় যাবেন রবি বিশ্ব আলোকিতে,
দেহ অনুমতি, মাতঃ, যাই গো মরতে।
গৌরী।—যাও গো চঞ্চলে, আমি অশীষি তোমায়,
দৈত্য-কারাগার-মুক্ত হইবে ত্বরায়।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল—শুম্ভের প্রমোদ-কানন।

(গৌরী, জয়া ও বিজয়া।)

বিজয়া।—দেখ্ লো দেখ্ লো জয়া, সেজেছেন মহামায়া,
ভুবন-মোহিনী রূপে মোহিয়া ভুবন,
আলোকিয়া রূপ-তেজে দৈত্য-উপবন।
দেখ্ লো রূপের আভা, চমকে বিজলী-প্রভা,
মার্জ্জিত সুচারু তনু, সুন্দর বদন

গিরিশিরে বিকশিত কনক-কমল,
উজলিত আলোকিত আজি বিন্ধ্যাচল।
মরি কি মোহিনী শোভা, রাঙ্গায় রাঙ্গার আভা,
অলক্তক-সুশোভিত রাঙ্গা পা দুখানি,
উজ্জ্বল নখরে শোভে শত নিশামণি।
দেখ্ সখি, দেখ্ রঙ্গে, অঙ্গরাগ চারু অঙ্গে,
উজ্জ্বল মাধুরী-ময় সুষমার খনি,
সোহাগে কাঞ্চনে মরি বেড়িয়াছে মণি।

জয়া।—মোহিনী মানবী-বেশ, নাহিক রূপের শেষ,
একটি নয়ন মরি গিয়াছে মিলায়ে,
ঘূরিছে অপর দুটি ভুবন ভুলায়ে।

বিজয়া।—সুমার্জ্জিত উজলিত, সুগন্ধিত, বিকুঞ্চিত,
বিমুক্ত চিকুর দাম, বিমুক্ত কুন্তল,
প্রাতঃসৌরকরে এবে করে ঝলমল।
শঙ্করের শিরোপরে, বহে কলকল স্বরে,
চঞ্চল-সলিলা গঙ্গা শুভ্রাঙ্গী তটিনী,
তরল-রজত-স্রোতঃ তরঙ্গ-রঙ্গিণী।
হের শঙ্করীর শিরে, বহিতেছে ধীরে ধীরে,
চঞ্চলা তরঙ্গায়িতা কৃষ্ণা-তরঙ্গিণী,
চুম্বিছে আছাড়ি পড়ি রাঙ্গা পা দুখানি!

জয়া।—নিন্দিয়া চন্দ্রিকা-ভালে, চারু ললাটিকা জ্বলে,
সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু চিত্রিত যতনে,
হেন রূপ আর কভু হেরি নি নয়নে!

বিজয়া।—হরির মোহিনী-বেশ, নিরখিয়া ব্যোমকেশ
প্রমত্ত চঞ্চলচিত্ত আকুল-পরাণ,

তাই বলি, ওলো জয়া, হও সাবধান,
সাবধান,—হর যেন না দেখিতে পান।
গৌরী।—যা হোক, লো সহচরি, যাও দোঁহে ত্বরা করি,
বিলম্ব করো না আর এই উপবনে,
এখনি কেহ না কেহ আসিবে এখানে।
জয়া।—আয়, লো বিজয়া আয়, যাই তবে দুজনায়,
কৈলাস-শিখরে এবে চঞ্চল চরণে,
দৈত্য দেখিলেই দেবী পশিবেন রণে।
বিজয়া।—দাঁড়া লো দাঁড়া লো জয়া, সাজাই ও চারুকায়া,
রমণীয় গিরি-জাত বিবিধ প্রসূনে,
সুন্দর শোভিবে, সতি কুসুম-ভূষণে!
গৌরী।—প্রয়োজন নাই ফুলে, দেখ লো উদয়াচলে,
বসেছেন রবিদেব জগত জাগাতে,
ত্বরায় কৈলাসে গিয়ে দেখ ভোলানাথে।
বিজয়া।—যাই, গো অম্বিকে, তবে কৈলাস-অচলে,
হেথা তুমি থাক বসি অচলের কোলে।

[জয়া ও বিজয়ার প্রস্থান।

গৌরী।—(পরিক্রমণ করিতে করিতে, স্বগত)
সমগ্র স্বভাব-চিত্র চিত্রিত এখানে,
শোভার ভাণ্ডার হেরি এই উপবনে।
হতভাগ্য দৈত্যপতি! হয়ে পৃথিবীর পতি,
তবুও ঐশ্বর্য্যতৃষা মিটাতে নারিলি?
শেষে অমরের ঘোর দুর্গতি করিলি?
নিজ কর্ম্মদোষে দুষ্ট, আপনি মজিলি!

(দূরে সুগ্রীবের প্রবেশ)

অকুত-সাহসে আমি ভ্রমি ত্রিভুবনে,
নগরে নগরে গ্রামে পর্ব্বতে কাননে।
আজি তাঁর উপবন, অগ্নিময় কি কারণ!
এ হেন হিমানি-মাঝে কিসের অনল?
অগ্নি এ ত নয়—এ যে আলোক বিমল!
বিমল উজ্জ্বল অতি উত্তাপবিহীন জ্যোতিঃ,
ভুলিয়া গোলোকে বুঝি উতরিনু আসি,
কিম্বা ব্রহ্মলোকে হেরি এই তেজোরাশি।

গিরি-অধিত্যকা দেশে, বিমল নির্ঝর পাশে,
একি এ? কামিনী এক! নবীনা যুবতী!
ইহারই রূপের এই সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ!
কিবা রূপ আহা মরি, উজলিত বিন্ধ্য-গিরি!
রূপের জ্যোতিতে মরি ধাঁধিতেছে আঁখি!
ভ্রম এত নয়?—আঁখি রগড়িয়া দেখি।

না, আমার ভ্রম নয়, কামিনীই সুনিশ্চয়,
ওই যে বরাঙ্গী বসি উজ্জ্বল আকারা,
জলের ফোয়ারা-পাশে রূপের ফোয়ারা!
নতশিরে হেঁটমুখে, একদৃষ্টে কি ও দেখে?
সুরূপের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে জলে,—
তাই দেখিতেছে কর রাখি গণ্ডতলে!
চারু সুষমার ডালি, সুন্দর বদন তুলি,
কি দেখিছে ইতস্ততঃ চাহি শূন্যপানে?
[illegible] কোকিলের গানে।

(প্রকাশ্যে)

কে গা তুমি, সীমন্তিনি, কেন হেথা একাকিনী ?
কোথায় বসতি ? তুমি কাহার রমণী ?
দৈত্যের প্রমোদ-বনে বসি কেন, ধনি ?
দৈত্য-পতি-দূত আমি দেহ পরিচয়,
সত্য কহ সব মোরে কিছু নাহি ভয়।

গৌরী।—কি জিজ্ঞাস, দূত! তুমি?—কাহার রমণী আমি ?
আমারে যে ভজে আমি তাহারি রমণী।
জিজ্ঞাসিছ বীরমণি, হেথা কেন একাকিনী ?
শুধু হেথা নয়, আমি চির একাকিনী।
জিজ্ঞাসিছ দৈত্যবর, কোথায় আমার ঘর ?
সত্যই কহিব আমি তব সন্নিধানে—
সর্ব্বত্র আমার বাস যে দেখে যেখানে।

সুগ্রীব।—দৈত্য-পতি-দূত আমি, যে কথা কহিলে তুমি,
কিছু না বুঝিনু, ধনি, কহি সুনিশ্চয় ;—
কি কহিব দৈত্যরাজে তব পরিচয় ?

গৌরী।—বলিলাম আমি যাহা, দৈত্যরাজে বল তাহা,
ইহার অধিক মোর পরিচয় নাই,
যা কহিনু, দৈত্যরাজে বল গিয়ে তাই।

সুগ্রীব।—থাক তবে তুমি এই অধিত্যকা-দেশে,
কহি গে ইহাই তবে আমি সে দৈত্যেশে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দৈত্য-সভা!

(শুম্ভ ও নিশুম্ভ প্রভৃতি উপবিষ্ট।)

(সুগ্রীবের প্রবেশ)

শুম্ভ।—কহ, দূত! কোথা হতে আসিলে এখন?
সুগ্রীব।—রাজকর আদাইয়া ভ্রমি ত্রিভুবন,
উপনীত দাস এবে এ সভামণ্ডপে।
হে রাজন্! যেথা যাই, করি দরশন,
সকলেই নতশিরঃ তোমার প্রতাপে।
হে রাজন্! তব যশঃ দীপ্ত চারি ধারে,
সকলেই তব যশঃ উচ্চরবে গায়,
অন্দরে কন্দরে আমি ফিরি তব জোরে,
আমার অগম্য স্থান না আছে ধরায়।
কিন্তু বড় অপরূপ হেরিনু নয়নে,
হে দানবপতি তব প্রমোদ কাননে!
শুম্ভ।—কিরূপ সে অপরূপ কহ, দূত! শুনি?
সুগ্রীব।—রাজকার্য্য সমাপিয়া, প্রভাত সময়ে
রথ সহ বিন্ধ্যাচলে আইনু যখন,
হে দানবপতি! তথা হেরিনু বিস্ময়ে,—
দিব্যালোকে আলোকিত তব উপবন
উজ্জ্বল উত্তাপহীন আলোক বিমল,
[illegible]

প্রথমে কিছুই চক্ষে দেখিতে না পেয়ে,
ভ্রমিলাম শৃঙ্গে শৃঙ্গে খুঁজি ইতস্ততঃ,
অবশেষে, হে রাজন্! দেখিলাম চেয়ে
একটি নারীর রূপে দিক্ আলোকিত!
অধিত্যকা-দেশে, তব বিহার-উদ্যানে,
বসিয়া বিনোদবেশা নবীনা যৌবনী,
বিস্তৃত বিপুল কেশ হাসি সুবদনে,
যেন কৃষ্ণ নব ঘন-কোলে সৌদামিনী।
অনুমানি হেরি তার পীনোন্নত স্তন,
(যৌবন-আগমে নারী-হৃদয়ের শোভা)
ফাটিয়া পড়িছে তার নবীন যৌবন,
দানব, মানব, মুনিজন-মনোলোভা।
কখন কুসুমপাশে বসি সেই বালা,
দেখিছে কুসুমকলি ফুটিছে কেমনে,
কখন বা ত্রস্তভাবে উঠিয়া চঞ্চলা,
শুনিছে বিহঙ্গগান চাহি শূন্যপানে।
হারায়ে বিজলী-ছটা, চঞ্চল চরণে,
ধরণী উপরে মরি লুটায়ে অঞ্চল,
ভ্রমিতেছে ইতস্ততঃ প্রমোদ-কাননে,
অধীরা যৌবনভরে সদা সচঞ্চল।
হে রাজন্! সে রূপের নাহি দেখি ওর,
আপনার ভাবে ধনী আপনিই ভোর।

শুম্ভ।—কি বলিলে, দূত! তুমি? সত্য কি সকলি?
সত্যই কি দেখিয়াছ সেই মহিলারে?
এমনি তাহার রূপ রয়েছে উজলি

কি আর কহিব, প্রভো! তোমার চরণে,
স্বচক্ষেই দেখিয়াছি আমি সে রমণী,
অধিত্যকা-দেশে তব প্রমোদ-কাননে!
কামের বিহার-ভূমি সে নারী-রতন,
মন্মথ-মানস-সরঃ নয়নযুগল,
আনন্দে খেলিছে তথা অশান্ত মদন,
ভরা যৌবনের ভরে সদা সচঞ্চল।
বরাঙ্গীর গণ্ডযুগ রক্তশতদল,
মন্দার-কুসুম-শোভা চারু ওষ্ঠাধরে,
বিলুণ্ঠিত মুক্তকেশ করে ঝল্ মল্,
বিভ্রমে ভ্রমিছে ভৃঙ্গ আনন্দ অন্তরে।
আর কি কহিব, প্রভো! তব সন্নিধানে,
অন্তরের ভাব সব রহিল অন্তরে,
আঁখি যা দেখেছে, তাহা না আসে বদনে,
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি অবনী-মাঝারে।
অবাক্ হইনু আমি রমণীরে হেরে,
তারই রূপচ্ছটা দেশ করেছে উজ্জ্বল,
জিজ্ঞাসিতে যাই, মুখে কথা নাহি সরে—
দিয়াছিল বাক্‌দ্বারে কে বুঝি অর্গল।
মরি কি রূপের ছটা হতেছে বাহির,
আলোকিত যাহে মোর মানস-মন্দির!

শুম্ভ।—দূত! সুচতুর তুমি,—কেবলি কি তারে
দূর হতে নিরখিয়া ফিরিয়া আসিলে?
কেবলি ইহাই কি হে বলিতে আমারে
উপনীত হইয়াছ এই সভাতলে?

নিশুম্ভ।—একাকিনী কেন বামা বিন্ধ্যাচল-শিরে?
কোথায় বসতি তার? কাহার রমণী?

জিজ্ঞাসিয়েছিলে কি হে সেই মহিলারে,
কি মানসে উপবনে বসি সেই ধনী ?
সুগ্রীব।—তোমাদের বলে বলী আমি, দৈত্যমণি!
আমি কি ডরাই কারে এ বিশ্ব ভুবনে ?
কেনই বা ডরাইব দেখি সে রমণী ?
সুধায়েছি সব তারে সেই উপবনে।
কহিল রমণী মোরে মধুর বচনে;—
"আমারে যে ভজে, আমি তাহার রমণী,
সর্ব্বত্রেই বাস মোর যে দেখে যেখানে,
সাথী নাহি মোর, আমি চির একাকিনী।"
শুম্ভ।—সুগ্রীব! বিলম্বে তবে নাহি প্রয়োজন,
আর একবার যাও বিন্ধ্যগিরি-শিরে,
কহ গে সে মহিলারে, আদরে এখন
ত্রিলোকের পতি শুম্ভ ভজিবে তাহারে।
যে ভজে বামারে বামা তাহারি রমণী,
যাও, হে সুগ্রীব, যাও, বল গে তাহারে,—
ত্রিলোকের পতি শুম্ভ দিবস যামিনী,
ভজিবে তাহারে সদা পরম আদরে।
দেবগণ নতশিরঃ যাহার চরণে,
সে তারে রাখিবে তুলি নিজ শিরোপরি।
রাজত্ব যাহার এই বিপুল ভুবনে,
সে তারে করিবে মন-রাজ্যের ঈশ্বরী।
ভাল করি বুঝাইয়া সে নারী-রতনে,
ত্বরায় আনহ তুমি মম সন্নিধান,
অশ্ব, গজ, রথ, কিম্বা শিবিকারোহণে,—
যাহাতে সে আসে, যাহা চায় তার প্রাণ।
বৃথায় ক্ষেপণ আর করো না সময়,

ত্বরায় আইস ফিরি বিলম্ব না সয়।

সুগ্রীব।—কেন বা বিলম্ব হবে, ওহে দৈত্যমণি!
এখনি যাইব তব আজ্ঞা ধরি শিরে;
এখনি লইয়া আসি সে কৌস্তুভ-মণি,
দোলাইব তব গলে আনন্দ অন্তরে।

শুম্ভ।—অবিলম্বে আন গিয়ে তুমি সে বামারে।

সুগ্রীবের প্রস্থান

নিশুম্ভ।—(স্বগত)
সম্মুখে ভেটিতে ভীত কুমতি মদন,
দূত-বাক্য-ছদ্মবেশে প্রবেশিল ধীরে,
শ্রবণ-বিবর দিয়া, হায় রে, এখন,
দানবপতির প্রেম-বিমুগ্ধ অন্তরে!

তৃতীয় দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল—প্রমোদ-কানন।

(গৌরীর ইতস্ততঃ পরিক্রমণ।)

(সুগ্রীবের প্রবেশ)

সুগ্রীব।—কি, গো ধনি! কি করিছ? কি ভাবে ভ্রমিছ?
আবার এলাম আমি তোমায় দেখিতে।
হেঁটমুখে একদৃষ্টে ফুলে কি দেখিছ?
রূপের কি প্রতিবিম্ব পড়েছে উহাতে?
রূপের সাগর তুমি, ও গো বিনোদিনি,
চাপল্য-তরঙ্গে সদা সচঞ্চল ভাব,
কি রূপ আবার তুমি দেখিতেছ, ধনি!

ও বরাঙ্গে রূপের কি আছে গো অভাব ?
ঈষৎ হাসিছ কেন আমারে হেরিয়া,
উজ্জ্বল রবির বিভা মলিন করিয়া ?

গৌরী।—এই যে আসিয়াছিলে, কি হেতু আবার ?
খুলিয়া বল না কেন নিজ অভিপ্রায়,
একাকী আসিছ কেন হেথা বার বার,
ভয় নাই, বল কিবা বলিবে আমায়।

সুগ্রীব।—শুন শুন, সুবদনি! শুন সমাচার,
বড় ভাগ্যবতী তুমি, ওগো রূপবতি,
খুলিয়া মনের কথা কহি এই বার,
তব প্রেমাকাঙ্ক্ষী শুম্ভ ত্রিলোকের পতি।
যে জনের কীর্ত্তিরাশি ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে,
যার বাণে জর জর অমরনিকর,
তোমার লাগিয়া আজি শুন, সুবদনে!
মদনের শরে তার জর্জ্জর অন্তর।
এস মোর সাথে, আমি তোমারে লইয়া
যাই দৈত্যপতি-পাশে ; প্রফুল্ল অন্তরে,
ত্রিলোকের আধিপত্য-মুকুট ফেলিয়া,
তুলিয়া লবেন তিনি মস্তকে তোমারে।

গৌরী।—এই কি মনের কথা, দূত হে, তোমার ?
এসেছ কি তুমি মোরে লইবার তরে ?
কিন্তু শুন, পণ এক আছে হে আমার,
পূরণ হইলে তাহা যাইব অচিরে ;—
জিনিতে পারিবে মোরে যে জন সমরে,
সবলে লইতে মোরে পারিবে যে জন,
যে জন পারিবে মোর দর্প হরিবারে,
তারেই করিব আমি পতিত্বে বরণ।

বল গিয়া দৈত্যনাথে এই মোর পণ,
বিনা যুদ্ধে এক পদ নড়িব না কভু ;
সাধ্য থাকে আমা সহ যুঝুন এখন,—
দেখিব কেমন বীর তোমার সে প্রভু।
রণে পরাভবি মোরে, বাসনা যথায়
লয়ে যান, যাব আমি অবনত-শিরে,
যথা রাখিবেন, আমি রহিব তথায় ;
এই পণে রণে আমি আহ্বানি হে তাঁরে।

সুগ্রীব।—সে কি, ধনি! সেকি কথা! "রণ" কি বলিছ!
জান কি, সুন্দরি, তুমি কারে বলে রণ ?
পাগলের মত তুমি ও কথা তুলিছ—
হাসি পায় শুনে তব সৃষ্টিছাড়া পণ।
নয়ন-বাণেতে তাহা হয় না সাধন,
বিশেষ দৈত্যের সহ,—নির্ম্মম নির্দ্দয়,—
চাহিয়া দেখে না তারা সমরে যখন,
সুচারু নয়ন কিম্বা উন্নত হৃদয়।
কোমলাঙ্গি! শস্ত্রযুদ্ধ সাজে কি তোমারে ?
কাতরা ছিঁড়িতে তুমি কুসুমের দল,
পবন ঈষৎ যদি প্রবলতা ধরে,
ব্যথিত করে গো তব বরাঙ্গ কোমল।
দানবের বজ্রবক্ষ সেনাগণ সহ,
কেমনে যুঝিবে তুমি তাহা নাহি জানি!
কোমল মৃণাল-ভুজে কেমনে তা কহ,
ধরিবে আয়স-অস্ত্র বল, বরাননি ?
ভ্রমিতে কুসুমবনে স্বেদাক্ত শরীর,
কেমনে সহিবে তুমি সমরের ক্লেশ ?
হানিবে ভীষণ বাণ যত দৈত্যবীর,

পাষাণ-হৃদয় তারা, নাহি দয়া-লেশ।
যুদ্ধ কি মুখের কথা, ছেলে-খেলা, ধনি!
ছাড় এই সর্ব্বনেশে সৃষ্টিছাড়া পণ,
আপনার নাশহেতু হইয়া আপনি,
বিষম পাতকে, ধনি, হয়ো না মগন।
ভালয় ভালয় এস আমার সহিত,
লয়ে যাই তোমারে গো পরম আদরে,
দৈত্যনাথ সহ সেথা হইবে মিলিত,
চাঁদে চাঁদে মিল যেন হইবে সংসারে।

গৌরী।—বৃথা বাক্যব্যয়ে, দূত, নাহি প্রয়োজন,
বল তুমি গিয়ে সেই দনুজ-ঈশ্বরে,
কভু না লঙ্ঘন হবে মোর দৃঢ় পণ,
জিনিবে যে মোরে, আমি বরিব তাহারে।
ডাক আনি দৈত্যনাথে সহ দৈত্যদল,
আসিয়া বুঝুন তিনি অবলার সনে,
দেখিবে তখন এই নারী-ভুজ-বল;
দেখিবে দানবগণ মরিবে কেমনে।
দানবের বজ্রবক্ষ বিন্ধি অবহেলে,
ভাসাব শোণিত-স্রোতে দৈত্য-অনীকিনী,
দৈত্য-সেনাপতি সহ ভীষণ অনলে
পোড়াইব দৈত্যরাজে অগ্নিবাণ হানি।
বিশ্বজয়ী দৈত্যদল পশিলে সমরে,
নিবিড় শরের জালে ছাইব সংসার,
বধির করিব সবে কোদণ্ড-টঙ্কারে,
রোধিব বায়ুর গতি দেখাব আঁধার।

সুগ্রীব।—অবাক্ হইনু, ধনি, শুনি এই কথা;—
না জানি, কি আছে মনে তোমার, সুন্দরি!

কিন্তু ভাবিলেও মনে পাই বড় ব্যথা,
ও বরাঙ্গ অস্ত্রাঘাতে কলঙ্কিবে মরি'!

গৌরী।—বৃথা বাক্যব্যয়ে দূত, নাহি প্রয়োজন,
বল তুমি গিয়া সেই দনুজ-ঈশ্বরে,
কভু না লঙ্ঘন হবে মোর দৃঢ় পণ,
জিনিবে যে মোরে, আমি বরিব তাহারে।

সুগ্রীব।—ভাল কথা শুনি যদি মন্দ ভাব, ধনি,
আর না বলিব,—কর যাহা ইচ্ছা তাই,
আত্মনাশে দৃঢ় পণ করেছ আপনি,
তাহাতে আমার কিছু প্রয়োজন নাই।
মরিবে যে রোগী, তাকে মহৌষধি দিলে
গিলে কি সে তাহা? আর কি কব তোমারে!
ভাল না করিলে, ধনি, এই কথা তুলে,—
পিপীড়ায় পাখা উঠে মরিবার তরে!
থাক থাক ক্ষণকাল, দেখিবে অচিরে,
মৃত্যু বিভীষিকা সম দৈত্য-সৈন্যগণ,
ভাসাবে ও চারু অঙ্গ প্রতপ্ত রুধিরে,
ত্বরায় লইবে আসি তোমারে শমন।

[প্রস্থা

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দৈত্য-সভা।

(শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি উপবিষ্ট।)

নিশুম্ভ—রাজন্! কনিষ্ঠ আমি, কি কহিব আর—
কার সাধ্য আপনারে দেয় উপদেশ!
নমিত চরণে তব এ বিশ্ব-সংসার,
ভয়ে ভীত স্বর্গে ইন্দ্র, পাতালেতে শেষ।
ভুবন-সম্রাট্ ভ্রাতঃ, সুবিজ্ঞ আপনি,
কিন্তু এ জগতে হেন নাহি কোন জন
ভ্রমে নাহি পড়ে কভু;—হে দানবমণি!
আপনিও পড়েছেন ভ্রমেতে এখন।
সত্য বটে সে ললনা পরমা রূপসী,
রূপের আভায় তার দিক্ আলোকিত,
কিন্তু বিশ্ব আলোকিছে যাঁর কীর্ত্তিরাশি,
তুচ্ছ নারী-প্রেমে পড়া তাঁর কি উচিত?

শুম্ভ।—একে ত সুন্দরী তাহে নবীন যৌবন,
সে রূপের অনুরূপ নাহি ত্রিভুবনে,
ত্রিলোকের পতি আমি ত্রিলোক-দমন,
শ্রেষ্ঠ যাহা সৃষ্ট তাহা আমারই কারণে।
এ জগতে কে বা হেন শ্রেষ্ঠতম জন,
এ জগতে কে বা হেন আছে ভাগ্যধর,
এ জগতে উপযুক্ত কেই বা এমন,
সে মণি যাহার গলে শোভিবে সুন্দর!

ভুজঙ্গম-শিরে শোভে সমুজ্জ্বল মণি,
কে কোথা দেখেছে তাহা ভেক-শিরে জ্বলে,
শঙ্কর-ললাট-শোভা চারু নিশামণি,
কে কোথা দেখেছে তাহা শোভে বৃষ-ভালে।

নিশুম্ভ।—অনুজ তোমার আমি হে দৈত্যরাজন্!
আমার কি সাধ্য আমি বুঝাই তোমারে;
কিন্তু ভেবে দেখ দেখি স্থির করি মন,—
কে তুমি? আবদ্ধ এবে কার প্রেম-ডোরে?
তোমার প্রমোদ-বনে এসেছে রমণী;
এসেছে আসুক,—পুনঃ যাক্ সে চলিয়া,—
তোমার উচিত কি হে সেই কথা শুনি,
তার রূপে মুগ্ধ হওয়া আপনা ভুলিয়া?
এমন ঐশ্বর্য্য ভবে আছে বা কাহার!
শত শত দেব-কন্যা সুরূপের খনি,—
উজ্জ্বল-বরণা সবে,—কিঙ্করী তোমার,
সংসার-দুর্লভ-রূপা শুভ্রা দৈত্যরাণী।
পরনারী কন্যাসম কর দরশন,
পৃথ্বীরাজ! রাজধর্ম্ম করহ পালন।

শুম্ভ।—বৃথা বুঝাও না, ভাই, মোরে তুমি আর,
লভিতে সে নারী-রত্নে প্রতিজ্ঞা আমার।

(সুগ্রীবের প্রবেশ)

সংবাদ কি দূত! কই, কোথা সে রমণী?
পিছে কি আসিছে ধনী শিবিকারোহণে?
আগে কি এসেছ তুমি ওহে বীরমণি!
মঙ্গল-সংবাদ লয়ে আমার সদনে?

সুগ্রীব।—সংবাদ মঙ্গল আর কহিব কেমনে!

বাসনার বিপরীত ঘটেছে এখন,
কহিনু যতনে আমি সে নারী-রতনে,
পতিত্বে তোমারে, প্রভো! করিতে বরণ।
সদর্পে কহিল তবে রমণী আমারে;—
সমরে জিনিতে তারে পারিবে যে জন,
যে জন পারিবে তার দর্প হরিবারে,
পতিত্বে তারেই সেই করিবে বরণ।
বলিল সকল কথা কহিতে তোমারে,
বিনা যুদ্ধে এক পদ নড়িবে না ধনী,
যে জন পারিবে ল'তে সবলে তাহারে,
হয়ে রবে বামা তার চির-প্রেমাধিনী।
শুম্ভ।—আকাশ-কুসুম সম তোমার বচন,
বিস্মিত হইনু শুনি রমণীর বাণী,
মোর সহ নারী চাহে করিবারে রণ?
উন্মাদিনী নয় ত সে? কহ দূত, শুনি।
সুগ্রীব।—উন্মাদিনী কেমনে বা কহিব তাহারে,
স্বরূপ কহিল ধনী তার এই পণ,
বার বার এই কথা কহিল আমারে,
সদর্পে আহ্বানি রণে তোমারে, রাজন্!
শুম্ভ।—সত্য কি, হে দূত! সত্য এই তার পণ?
আমার সহিত চাহে রণ করিবারে?
জানে না কি শুম্ভ আমি শমন-দমন?
জানে না কি ত্রিসংসার কাঁপে মোর ডরে?
অরুণ, বরুণ, ইন্দ্র আদি দেবগণ
পরাজিত যে শুম্ভের অটুট বিক্রমে,
হাসি পায় শুনি এই প্রলাপ বচন,—
সে শুম্ভে রমণী আজি আহ্বানে সংগ্রামে!

বাখানি তাহারে, আমি, ধন্য সে ললনা !
গর্ব্বিত বচন তার বীর-প্রীতিকর,
যা হোক্ দেখিব তার সেই বীরপণা,
কি সাহসে চাহে ধনী করিতে সমর ।
বীরাঙ্গনা সে সুন্দরী, সৃষ্টা বীরতরে,
বীর-যোগ্যা, বীর-ভোগ্যা সে নারী-রতন ;
আমা সম বীর বল কে আছে সংসারে ?
বিধাতা গড়েছে তারে আমারই কারণ ।
সসৈন্যে গমন কর বিন্ধ্য-সন্নিধানে,
কোন্ সেনাপতি এবে আছ হে এখানে ?
ত্বরায় আনহ সেই রমণী-রতনে,
খর্ব্ব করি গর্ব্ব তার ভয়ঙ্কর রণে ।
ডাকি আন, দূত, তুমি ধূম্রলোচনেরে,
সেনাপতি-পদে আমি বরিলাম তারে ।

[সুগ্রীবের প্রস্থান

বিষম ক্রোধাগ্নি জ্বলি উঠে অন্তরেতে,
শুনিল না গরবিণী আমার বচন ?
আবার শুনিয়া হাসি নারি সম্বরিতে,
কোমলাঙ্গী আমা সহ চাহে কি না রণ !

(সুগ্রীব ও ধূম্রলোচনের প্রবেশ)

ধূম্র ।—কি কারণ স্মরিয়াছ এ দাসে, রাজন্ !
কি কাজ সাধিতে হবে কহ, দৈত্যনাথ !
কাহারে পাঠাতে হবে শমন-সদন ?
করিতে কি হবে আজি শত ইন্দ্রপাত ?
নির্ম্মিতে হবে কি গিরি আজি দেব-মেধে ?

দেখাতে হবে কি যমে ঘোর যমালয় ?
অনুমতি দেহ, প্রভো ! যাইয়া, অবাধে
উপাড়িয়া সাগরেতে ফেলি হিমালয়।
বায়ুরে কি লৌহ সম করি দিব গুরু
শব-পরমাণু-রাশি মিশায়ে উহায় ?
উৎপাটিতে হবে বল কার দন্ততরু ?
কি করিতে হবে প্রভো ! আদেশ আমায়।

শুম্ভ।—জানি, হে ধূম্রলোচন ! তব তেজ আমি,
তোমার অসাধ্য কিছু নাহি ভূমণ্ডলে,
অকুত-সাহস তব, বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
সকলি করিতে পার তুমি অবহেলে।
শুন, সেনাপতি ! তুমি ত্বরিত গমনে
বিন্ধ্যাচল সন্নিধানে যাও একবার,
দেখিবে ভ্রমিছে তথা প্রমোদ-কাননে,
নবীনা যুবতী এক প্রেমের আধার !
রূপ-অহঙ্কারে মত্ত কলাপিনী প্রায়,
গিরি-অধিত্যকাদেশে বসি গরবিণী,
পাঠানু সুগ্রীবে আমি আনিতে তাহায়,
তার পাশে এই পণ করিল সে ধনী—
জিনিতে পারিবে তারে যে জন সমরে,
স্ববলে লইতে তারে পারিবে যে জন,
সে জন পারিবে তার দর্প হরিবারে,
তারেই করিবে বামা পতিত্বে বরণ।
শীঘ্রগতি যাও বীর ! তুমি বিন্ধ্যাচলে,
সমরে সমর-সাধ মিটাইয়া তার,
খর্ব্ব করি গর্ব্ব তার নিজ ভুজবলে,
অবিলম্বে আন তারে নিকটে আমার !

সেনাপতি-পদে তোমা বরিলাম আজ,
শীঘ্রগতি যাও, বীর! বিলম্বে কি কাজ।

ধূম্র।—কোথাকার সে রমণী বুঝিতে না পারি,
মোদের সহিত চাহে করিবারে রণ!
এ কথা শুনিয়া হাসি সম্বরিতে নারি,
হেন মতিচ্ছন্ন তার কিসের কারণে?
যা হোক, এখনি তারে আনিব ধরিয়া,
রণ কি করিব আর রমণীর সনে!
হুহুঙ্কারে গর্ব্ব তার খর্ব্বিত করিয়া,
এখনি আনিয়া দিব তোমার চরণে।
চলিলাম তব আজ্ঞা করিতে পালন,
প্রণমি চরণে তব, হে দৈত্য-রাজন্!

শুম্ভ।—সুগ্রীবের সহ ত্বরা করহ গমন,
যাও, বিলম্বেতে আর নাহি প্রয়োজন।

[সুগ্রীব ও ধূম্রলোচনের প্রস্থান

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল—প্রমোদ-কানন।

(সুগ্রীব ও ধূম্রলোচনের প্রবেশ)

ধূম্র।—এই ত হে উত্তরিনু বিন্ধ্য-সন্নিধানে,
এই ত আসিনু এবে প্রমোদ-কাননে,
কহ, দূত! কহ শুনি, কোথা সেই বরাননী?
পলাইল বুঝি মোর আগমন শুনে,

কে না ডরে ধূম্রাক্ষেরে এ বিশ্বভুবনে।
অচলে হেলাতে পারি গাত্রের রগড়ে,
মুষ্টিতে চূর্ণিতে পারি হিমাদ্রির চূড়ে,
যদি ছাড়ি হুহুঙ্কার, উথলয় পারাবার,
চিবাইতে পারি বজ্র দন্তে কড়মড়ে,
বিশ্ব উড়াইতে পারি নিশ্বাসের ঝড়ে।
কালান্তক যম ভীত নয়ন-ভঙ্গিতে
ঘুরাই ইন্দ্রের মুণ্ড অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে,
রমণীর অহঙ্কার, তেজ গর্ব্ব দন্ত তার,
একাকী সুগ্রীব তুমি পারিতে ভাঙ্গিতে;
আমারে আনিলে কেন রমণী-রঙ্গেতে ?

সুগ্রীব।—এই যে এখানে ছিল সেই গরবিণী,
কোথায় পলাল এবে তব নাম শুনি ?
এই ত ক্ষণেক পূর্ব্বে, কতই কহিল গর্ব্বে,
ডাকিল সে দৈত্যনাথে সমরে আহ্বানি,
কোথায় লুকাল পুনঃ সেই মায়াবিনী।

ধূম্র।—না লুকায়ে কি করিবে, কি সাধ্য তাহার
ক্ষণেক দাঁড়াতে পারে সম্মুখে আমার।
যা হোক্ সুগ্রীব তুমি, দেখ ওই বনভূমি,
পাঁতি পাঁতি করি এবে খোঁজ চারি ধার,
বামারে লইয়া ভূপে দিব উপহার !

[সুগ্রীবের প্রস্থান।

(বিন্ধ্যগিরি উদ্দেশে)
বিন্ধ্যাচল ! কি ভাবিছ বিরস বদনে ?
আমায় দেখিয়া ভয় হয়েছে কি মনে ?
নয়ন-নির্ঝর-বারি, ঝরিতেছে ধীরি ধীরি,

ঘাড় তুলি কি দেখিছ?—পলাবে কেমনে?
পলায়ে বা যাবে বল তুমি কোন্ স্থানে?
হেন সাধ্য কার বল রক্ষিবে তোমারে
মোর হাত হতে? তুমি দেখাও সত্বরে
কোথা সেই মায়াবিনী, কোথা সেই গরবিণী,
এখনি বাহির করি দাও হে তাহারে,
নতুবা বিন্ধিব তোমা ভীম তীক্ষ্ণ শরে!
কোথায় লুকায়ে আছে কহ সে রূপসী,
তুষারে ঢেকেছ কি হে সেই রূপরাশি?
দেখ এই ভীম ভুজে, রাখিয়াছি বাণ-যুজে,
অনর্থ ঘটিবে তব যদি আমি রুষি,
তুমি ত প্রহরী হয়ে আছ হেথা বসি।
এখনি কাটিব শৃঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে,
গুঁড়া করে দিব দেহ গদার প্রহারে,
এড়িয়া পবনবাণ, ও প্রকাণ্ড দেহখান,
উড়ায়ে ফেলিব আমি, অতল সাগরে,—
এই হানিলাম বাণ, রক্ষ আপনারে।

[শর-সন্ধান

(গিরিশিরে গৌরী ও নিম্নে সুগ্রীবের প্রবেশ।)

ধূম্র।—এই না কি? হাঁ হে দূত! এই কি সে ধনী?
বটে বটে, রূপ বটে! ধন্য বরাননী!
কোথায় লুকায়েছিল, কোথা হতে পুনঃ এলো
এ দেশ করিল আলো রূপে গরবিণী?
কোথায় লুকায়েছিল আলোক-রূপিণী?

সুগ্রীব।—পাঁতি পাঁতি করিয়া যে খুঁজিলাম গিরি,
কোথায় লুকায়েছিল না জানি সুন্দরী,

অনুমানি এ রমণী, হবে ঘোর মায়াবিনী,
ধীরে আসি দাঁড়াইল গিরি-শৃঙ্গোপরি,
কেমন রয়েছে দেখ ঘাড় হেঁট করি।
ধূম্র।—হাঁ গো বাছা শশিমুখি! কহ দেখি শুনি,
কি হেতু রয়েছ হেঁট করি মুখখানি?
মোর আগমন শুনে, ভয় কি হয়েছে মনে?
ভয় কি! ছুঁই না আমি অবলা রমণী,
ভয়ার্ত্ত জনেরে সদা অভয় প্রদানি।
আমা বিদ্যমানে তোমা কে ছুঁইতে পারে?
দাঁড়াইয়া আছি আমি করবার-করে।
হিমময় বিন্ধ্যাচলে, কেন বা লুকায়েছিলে?
বিন্ধ্যগিরি সাধ্য কি যে লুকায় তোমারে।
একি লুকাবার রূপ! দেখাও সংসারে।
ভয় কি তোমার বাছা! এস মোর সনে,
সমাদরে লয়ে যাই তোমায় যতনে;
দৈত্যেশ ত্রিলোকেশ্বর, হইবে তোমার বর,
রহিবে নির্ভয়ে তুমি শুম্ভের ভবনে,
ভয়ের কি সাধ্য তোমা পরশে সেখানে।
গৌরী।—শুনিয়ে তোমার কথা বড় হাসি পায়—
এতই কি ভয় মোর দেখিয়া তোমায়?
দেখিতে না পারি চেয়ে, মুখ তুলে তব ভয়ে?
কি ভয় আমার বল আছে এ ধরায়!
ভয়ের আবাস আমি, ডরি না কাহায়।
কেনই বা লুকাইব দেখিয়া তোমারে?
লুকাবার স্থান মোর আছে কি সংসারে!
যেথায় দেখিবে তুমি, সেথা বিদ্যমান আমি;—
তোমার কথায় কেন ভেটিব শুম্ভেরে?

কি দায় পড়েছে মোর—কহ তা আমারে।
দেখিবে, হে বীরবর! মোর তীক্ষ্ণ শর
ত্বরায় বিন্ধিবে সেই শুম্ভের অন্তর;
তুমি যদি রণ-আশে, এসে থাক মোর পাশে,
অবিলম্বে দেহ তবে আমারে সমর,
তোমারে সংসার হতে করি হে অন্তর।

ধূম্র।—সুগ্রীব! বলে কি বামা? ভেবেছে কি মনে?
এতই সাহস মোরে সংগ্রামে আহ্বানে?
আমি দৈত্যসেনাপতি, ভয়ে কাঁপে বসুমতী,
মোর বীর্য্য কে না জানে এ বিশ্ব-ভুবনে,
এতই সাহস মোরে বধিবে পরাণে?
(গৌরীর প্রতি)
এ দুর্ব্বুদ্ধি বল বাছা, কে দিল তোমারে?
আমার সহিত তুমি চাহ যুঝিবারে!
আমি দৈত্য-সেনাপতি, তুমি গো কোমলা অতি,
অঙ্গুলির বল নাহি তোমার শরীরে,
খসিবে হাতের ধনু এক হুহুঙ্কারে।
বীর নৈলে বীরবীর্য্য কে বুঝিতে পারে?
ত্রিদিবে ত্রিদিবপতি জানে সে আমারে,
পাতালে বাসুকী জানে, ধরায় ধরণী জানে,—
নিয়ত যে প্রপীড়িত মোর পদভারে,
নারী তুমি, কি জানিবে ধূম্রলোচনেরে!

গৌরী।—হাঁ গো দৈত্যসেনাপতি! ভেবেছ কি মনে
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে?
মূর্খের মতন কেন, আত্মদম্ভ কর হেন?
ক্ষমতা যদ্যপি থাকে প্রবেশহ রণে;
মুখেতে বড়াই শুধু করে মূর্খ জনে।

ধূম্র।—অবোধ বালিকা তুমি, কি বলিব আর,—
ভাবিয়াছ যুদ্ধ বুঝি বিপিন-বিহার!
নহিলে এমন পণ, করিবে বা কি কারণ?
এখনও বলিতেছি ছাড়' অহঙ্কার,
এখনও শুন, ধনি, বচন আমার!
আর রক্তপাত তুমি করা'ও না মোরে,
মিটিয়াছে সাধ মোর ওই কাজ করে,
লোকে যেন অবশেষে, স্ত্রীঘাতী ব'লে না ঘোষে,
চাহি না নাশিতে মোর যশঃ এ সংসারে,
চরমে রমণী-বধ করিয়া সমরে।

গৌরী।—সাধ যদি মিটিয়াছে রক্তপাত করে,
তবে কেন এলে এই রণ-সাজ প'রে,
আজন্ম করিয়া পাপ, পাইতেছ মনস্তাপ,
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার তরে,
এসেছ কি নিজ রক্ত দিতে এ সমরে?
ভাসিবে এখনি তুমি মোর অস্ত্রাঘাতে,
শালকাষ্ঠখণ্ড সম শোণিত-নদীতে,
দেখিবে তখন, বীর! বল তব অঙ্গুলির
আছে কি না আছে মোর লোমাগ্রভাগেতে;
সেনাপতি! বীর তুমি, বিখ্যাত জগতে!
মরিতে বাসনা যদি হয়েছে তোমার,
ধর অস্ত্র, বিলম্বেতে কিবা ফল আর!
তব প্রাণ-অর্ঘ আগে, দিয়া যমরাজ-আগে,
পুরাব দানব-নাশ সঙ্কল্প আমার,
বিনাশিয়া দৈত্যকুলে শান্তিব সংসার!

ধূম্র।—কি বলিলে? এত সাধ্য? বধিবে আমারে?
কার সাধ্য বধে মোরে এই ত্রিসংসারে!

পরাভবি ইন্দ্রে রণে, জয় করি ত্রিভুবনে,
মরিতে হইবে শেষ রমণীর করে!
অবলা রমণী তুমি বধিবে আমারে?
লহ অস্ত্র, ধর ধনু করেতে তুলিয়া,
আর করিব না দয়া অবলা বলিয়া,
তোমার ও দর্পচূড়া, এখনি করিব গুঁড়া
নাগপাশ অস্ত্রে বাঁধি যাইব চলিয়া,
শেষে এই দূত তোমা যাইবে লইয়া।

গৌরী।—(শরত্যাগ করিয়া)

রক্ষ, সেনাপতি! তুমি রক্ষ হে এখন
মোর হাত হতে রক্ষ নিজ সৈন্যগণ।
ত্রিদিববিজয়ী তুমি, তব ভয়ে বিশ্বভূমি
কাঁপে থরথরে, এবে কর দরশন
অবলা নারীর ভুজে শকতি কেমন।
রোধিল রবির কর মোর শরজাল,
কি আর দেখিছ, বীর! ভাব পরকাল।

ধূম্র।—(স্বগত)

হায়, এই গরবিণী মহাবীর্য্যবতী,
সামান্যা রমণী কভু নহে এ যুবতী,
চোখ চোখ তীক্ষ্ণ বাণে, আকুলিল সৈন্যগণে,
ভাঙ্গিল বিকট ঠাট হরিল শকতি,—
দানব-দুর্ভাগ্য নারী রূপে মূর্ত্তিমতী।
অস্থির করিল মোরে বিষম সমরে,
হেন তেজ হেরি নাই অবনী মাঝারে,
যাহা হোক্ প্রাণপণে, যুঝিব বামার সনে,
কালি নাহি দিব কুলে পলাইয়া ডরে,
সমরে মরিলে, যশঃ রহিবে সংসারে।

(প্রকাশ্যে)

ধন্য অস্ত্রশিক্ষা তব, ধন্য বীরাঙ্গনা!
বাখানি সহস্র মুখে তব বীরপণা!
বিচ্ছিন্ন করিলে, ধনি, আমার এ অনীকিনী,
ভাসাইলে রক্তস্রোতে এ বিপুল সেনা,
ধন্য তব অস্ত্রশিক্ষা, ধন্য বীরপণা!
ক্ষান্ত হও, বীরাঙ্গনে! ত্যজি সৈন্যগণে
আমার সহিত আসি প্রবেশহ রণে;
দেখিব কোমল কর, হানিবে কতই শর,
এখনি কাটিব উহা ভীম প্রহরণে,
এখনি পাঠাব তোমা শমন সদনে।

[উভয়ের যুদ্ধ—ধূম্রলোচনের পতন—সুগ্রীবের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

(সখীসহ শুভ্রার প্রবেশ)

সখী।—শুনেছ কি, ঠাকুরাণি! তোমার হৃদয়-মণি
অন্য এক রমণীর প্রেম-ফাঁদে পড়েছে,
তোমার সতিনী এক পোড়া বিধি গড়েছে।

শুভ্রা।—ছি ছি সখি! সে কি কথা, ও কথা বল না হেথা,

আমার হৃদয়নাথ আমার—আমার লো,
আমা বই নারী তিনি জানেন না আর লো;
সখী।—অবাক্ হইনু মেনে, তোমার ও কথা শুনে,
পুরুষে বিশ্বাস এত কর, সখি! কেমনে।
পুরুষ নূতনে বশ জান না কি ললনে?
শুভ্রা।—পতি মোর বিশ্বজেতা দৈত্যকুলমণি,
সামান্য পুরুষ তাঁরে ভেব না, সজনি।
সখী।—শুন নি কি, সুবদনে! তোমার প্রমোদ-বনে
এসেছে কামিনী এক সুরূপের খনি,
উজ্জ্বল অঙ্গের জ্যোতিঃ—নবীনযৌবনী।
শুভ্রা।—বনশোভা-দরশনে, কামিনী প্রমোদ-বনে
এসেছে, আসুক; তায় তাঁহার কি কাজ?
সখী।—তাহাতেই মজেছেন দৈত্যপতি আজ।
শুভ্রা।—কে কহিল এই কথা তোমারে ললনে?
সখী।—দূত-মুখে শুনিলাম আপন শ্রবণে।
শুভ্রা।—কোথায় বসতি তার?—কে বা সে রমণী?
সখী।—কোথায় বসতি তার জানি না, সজনি,
শুনিনু আবাস তার সমগ্র মেদিনী।
শুভ্রা।—সমগ্র মেদিনী? সে ত পথের রমণী!
পথে পথে ফিরে, ঘুরে সমগ্র মেদিনী,
আবাস-বিহীনা সেই সুরূপের খনি,
তাই রে আবাস তার সমগ্র মেদিনী;
তারই প্রেমে মজেছেন দৈত্য-চূড়ামণি?
ধিক্ রে কপাল ছার, হায়, কি কহিব আর,
দাসীর অযোগ্যা নারী দৈত্যেশ-মোহিনী!
হেন হীনমতি নৃপ, কখন না জানি।
ধিক্ তাঁর অহঙ্কার, ধিক্ রে ঐশ্বর্য্য তাঁর,

ধিক্ তাঁর বাহুবল,—ধিক্ যশোরাশি!
চাহেন অন্যেরে, আমি থাকিতে মহিষী??
যাও, সখি! এই ক্ষণে, বিন্ধ্যাচল-উপবনে,
ধরে আন সে বামারে,—দেখি সে সুন্দরী
হতে পারে কি না পারে আমার কিঙ্করী।

সখী।—গেছে সে ধূম্রলোচন আনিতে তাহারে,
খর্ব্ব করি গর্ব্ব তার ভীষণ সমরে।

শুভ্রা।—গর্ব্ব কি? কিসের গর্ব্ব সেই মহিলার?
পথের নারীর সনে রণ কি আবার!

সখী।—শুন নি কি সে রমণী, নৃপের আসক্তি শুনি,
দূতের নিকট গর্ব্বে করেছিল পণ,
বরিবে তাহারে রণে জিনিবে যে জন!
তাই ত গিয়াছে রণে সে ধূম্রলোচন।

শুভ্রা।—ধিক্ যত দৈত্যগণে, ধিক্ সে ধূম্রলোচনে,
যুঝিতে নারীর সনে করিল গমন,
দৈত্যনামে করিল রে কলঙ্ক অর্পণ!
ধিক্ রে দৈত্যের খ্যাতি, আজি দৈত্য-সেনাপতি,
গিয়াছে ধরিতে অসি রমণীর রণে,
পরাভবি ইন্দ্রে, যমে, অরুণে, বরুণে!
ধিক্ দৈত্য-যশোরাশি, ইন্দ্রানী যাহার দাসী,
সেই দৈত্যপতি চাহে সামান্যা নারীরে!
বিষ খাওয়াইয়া কেন মারে নি আমারে?
যা হোক্ লো সহচরি, যাও এবে ত্বরা করি,
জানাও গে দৈত্যনাথে বাসনা আমার,
ক্ষণেকের তরে চাই দরশন তাঁর।

সখী।—যাইতে হবে না সতি, তোমার প্রাণের পতি,
ওই আসিছেন দেখ, দেখ লো এখন—

বিষাদিত চিন্তান্বিত দুঃখেতে মগন।
দূত ওই আসিতেছে, ভূপতির পিছে পিছে,
মুখেতে নাহিক কথা, সজল নয়ন,—
হারিয়াছে রণে বুঝি সে ধূম্রলোচন।
দেখ দুই সহোদর, চণ্ডমুণ্ড ধনুর্দ্ধর,
আসিতেছে অধোমুখে, অতি ধীরে ধীরে,
না জানি কি ঘটিয়াছে নারীর সমরে।
বিষম বিষাদে মগ্ন, দেখ সখি চিত্ত ভগ্ন,
দানব-কুলের চূড়া—বিরস বদন,
কাজ নাই ভেটি নৃপে মোদের এখন।
চল সখি, চল যাই দোঁহে অন্তরালে,
বলিও সকল কথা সময় পাইলে।

শুভ্রা।—রাজার বিরস মুখ দেখিয়া বিদরে বুক,
অতুল ঐশ্বর্য্য হায়, দুঃখের আবাস রে!
সুরভি কুসুমে দুষ্ট কীট করে বাস রে!
হেরিয়া বদন ওঁর, নিবিল ক্রোধাগ্নি মোর,
চল, সখি! অন্তঃপুরে করি লো গমন,
কাজ নাই ভেটি নৃপে মোদের এখন।

[উভয়ের প্রস্থ

(শুম্ভ, সুগ্রীব, চণ্ড, ও মুণ্ডের প্রবেশ)

শুম্ভ। অসম্ভব ওরে দূত, তোর এ বচন,
পড়েছে নারীর রণে সে ধূম্রলোচন!
শরে যার জর জর অমর-নিকর,
ভয়ে যার বিকম্পিত বিশ্বচরাচর,
যে বীর করিল জয় বায়ু, ইন্দ্র, যমে,
সে বীর পড়িল আজ নারীর সংগ্রামে!

কদাপি প্রত্যয় নাহি হয় রে অন্তরে,
পরাজিত বুঝি বীর হয়েছে সমরে,
তাই বুঝি লুকায়েছে অপমানে বলী,
লজ্জায় আমায় মুখ দেখাবে না বলি!

সুগ্রীব।—লুকায়েছে, হায় প্রভো! সে ধূম্রলোচন
অন্ধতম কালকূপে; হে দৈত্যরাজন্!
আর আসিবে না কভু ভেটিতে তোমারে!
আর দেখাবে না মুখ সংসারে কাহারে!
এড়াতে সংসার-জ্বালা, রাখিয়া শরীর,
চিরশান্তি-নিকেতনে গিয়াছে সে বীর।
বিবাদ করিয়া শির দেহের সহিত
পড়িয়া পৃথক্ হয়ে, প্রতপ্ত শোণিত
মধ্যস্থ হয়েছে দোঁহা মিলাবার তরে,
মিলিবার নয় যাহা নশ্বর সংসারে!

শুম্ভ।—বিশ্বজেতা নিপতিত রমণীর রণে,
শুকাল অম্বুধি-অম্বু চাঁদের কিরণে!
কহ, দূত! কহ মোরে, কেমনে তা শুনি,
খেদাইল তোমা সবে নারী একাকিনী!

সুগ্রী।—কেমনে কহিব, প্রভো! যুঝিল কেমনে
একাকিনী সে রমণী আমাদের সনে!
যুদ্ধকালে কে পেয়েছে দেখিতে তাহারে?
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডপানে কে চাহিতে পারে?
বীরতেজে, রূপতেজে, যৌবনের তেজে,
তেজস্বিনী সে কামিনী গভীর গরজে,
অনর্গল শরজালে ছাইল গগন,
এইমাত্র দেখিয়াছি, হে দৈত্যরাজন্!
তেজস্বিনী সে বামার প্রচণ্ড প্রভাবে,

পলাইল ব্যূহ ভাঙ্গি সৈন্যগণ সবে,
আর কি কহিব, দেব! দেখ একবার,
কখন যা হয় নাই হয়েছে আমার,—
রমণীর বাণে রক্ত ঝরিতেছে দেহে,
ত্রিদিবপতির বজ্র প্রতিহত যাহে।
শুম্ভ।—বুঝিলাম সে রমণী শক্তির আধার,
ভাল তার তেজ আমি দেখিব এবার,
দেখিব কতই বল কোমল শরীরে,
কত বা অস্ত্রের শিক্ষা সে মৃণাল করে।
চণ্ড।—সাধিতে মনের সাধ, হে দানবপতি!
যদি হয় অভিলাষ, দেহ অনুমতি
আমাদের প্রতি, মোরা গিয়া এইক্ষণে,
বামারে আনিয়া দিব তব শ্রীচরণে॥
শুম্ভ।—তোমাদেরই কাজ ইহা, বুঝিলাম এবে,
যাও দুই ভাই মিলি সে ভীম আহবে,
সামান্যা অবলা কভু নহে সে যুবতী,
অনিবার্য্য তেজ তার বিষম শকতি,
তোমা দোঁহে বরিলাম সেনাপতি-পদে
সমর করিয়া জয় এস নিরাপদে।
মুণ্ড।—আমরা থাকিতে তব কি চিন্তা রাজন্!
যে হোক সে হোক বামা, দেখিব এখন
কতই সাহস তার কোমল পরাণে!
বাণে বাণে উড়াইয়া প্রেরিব এখানে॥
দেহ অনুমতি তবে বিলম্বে কি কাজ,
পরি গিয়া দুই ভাইয়ে সমরের সাজ।
বাজুক দুন্দুভি এবে ঘোর কোলাহলে,
বেরুক সে রবে যম আগে বিন্ধ্যাচলে।

শুম্ভ।—এসো তবে, বীরদ্বয়! বিলম্বে কি কাজ?
দানব কুলের মান রাখ দোঁহে আজ।

[চণ্ড ও মুণ্ডের প্রস্থান।

শুভ্রার প্রবেশ।

এস, শুভ্রে! শুনেছ কি সব সমাচার?
অবলা নারীর করে দৈত্যের সংহার!
শুভ্রা।—শুনিনু দানবমণি সকলি এখন,
নারীহস্তে হত আজি সে ধূম্রলোচন!
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ! এ হেন অনর্থপাত
স্বেচ্ছায় করিছ তুমি হায়, অকারণ,
একটি নারীর রূপে মজাইয়া মন।
হায় হায়, মহারাজ! এই কি উচিত কাজ?
ত্রিদিব-বিজেতা তুমি ত্রিলোকের স্বামী,
একবার মনে ইহা ভাব না ক তুমি?
হায় নিজ বুদ্ধিদোষে, অপমান হলে শেষে,
আবাস-বিহীনা সেই পথের কামিনী,
উপেক্ষিছে তোমারে হে দৈত্যচূড়ামণি?
শুম্ভ।—কি কহিব, দৈত্যেন্দ্রাণি? কি কহিব আর,
উপযুক্ত আমি এবে তব লাঞ্ছনার।
যা হোক সে নারীগর্ব্ব, অবশ্য করিব খর্ব্ব,
কভু না লঙ্ঘন হবে প্রতিজ্ঞা আমার,
নয় এ বিপুল কুল হবে ছারখার।
শুভ্রা।—দৈত্যপতি! এ কুমতি কেন হে তোমার?
অকারণে কেন নাশ যশঃ আপনার?
বনশোভা দরশনে, তোমার প্রমোদ-বনে

এসেছিল যে যুবতী রূপের আধার,
তুমি কেন তাহাতে না হইলে উদার ?
আপন গুরুত্ব তুমি ভুলিলে কিরূপে,
মত্ত হয়ে সে বামার অপরূপ রূপে ?
কেন বা ঘাঁটালে সেই কাল-সাপিনীরে,
কি ছলে কে আসিয়াছে না ভাবি অন্তরে,
জান না কি হে রাজন্ ! রিপু তব ত্রিভুবন,
পাতালে পন্নগ, দেব ত্রিদিব মাঝারে,—
সবাই সচেষ্ট সদা তব অপকারে।

শুম্ভ।—অপকার ! কে করিবে কার অপকার ?
কিসে বা কে করিবে তা হেন সাধ্য কার ?
আমি ত্রিলোকের পতি, ভয়ে কাঁপে বসুমতী,
আমার প্রতাপে, রাজ্ঞি, কাঁপে চারিধার !
কার সাধ্য দিবে হাত অনিষ্টে আমার ?

শুভ্রা।—প্রকাশ্যে না হোক, কিন্তু সবাই গোপনে
তোমার অনিষ্ট-চেষ্টা করে প্রাণপণে।
জান না কি অমরারি ! দানবের চির অরি,
অদিতির গর্ভজাত যত দেবগণে ?
ভয়ে মাত্র নত যারা তোমার চরণে !
তুমি ত্রিলোকের পতি, আমি নারী হীনমতি,
কি সাধ্য তোমারে আমি দিই উপদেশ,
আপনি ভাবিয়া মনে দেখ না, প্রাণেশ !
মনোবেগ শান্ত করে, চল নাথ অন্তঃপুরে,
চল নাথ শান্তিপ্রদ বিশ্রাম আগারে,
কয়টি মনের কথা কহিব তোমারে।
মিনতি আমার এই তোমার চরণে,
বিলম্ব ক'র না আর এই উপবনে।

শুম্ভ।—চল প্রিয়ে! তোমা সহ যাই হে তথায়,
অন্তরের শান্তি কিন্তু হারায়েছি, হায়!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল।

(গৌরী উপবিষ্টা)

চণ্ড ও মুণ্ডের প্রবেশ।

মুণ্ড।—বসি বামা গিরি-হৃদে উজ্জ্বল বরণে,
কাদম্বিনী-ক্রোড়ে যেন ঝলিছে দামিনী;
ঝলিছে প্রেমের দ্যুতি রূপ-মুগ্ধ মনে,
যৌবনে রূপসী মরি আরো গরবিণী।
উজ্জ্বল মুকুট গিরি পরিয়াছে শিরে,
হারায়ে উষার দ্যুতি উদয় শিখরে।

চণ্ড।—আপন মনেতে বসি, রঙ্গে বিনোদিনী
কত রঙ্গ করিতেছে—স্বভাব চঞ্চল—
বিস্তারিছে কেশপাশ, এলাইছে বেণী,
নাচিছে লহরে যেন শৈবালের দল।
আবার বাঁধিছে বেণী পরম যতনে,
প্রত্যেক গ্রন্থিতে মরি বাঁধিছে চঞ্চলা
বিমুগ্ধ অন্তর মম! কুণ্ডল শ্রবণে
খুলি পরি পুনঃ পুনঃ করিতেছে খেলা।
কটিত্র আঁটিছে, বামা, কসিছে কাঁচলী,
ব্যস্ত ধনী বাঁধ দিতে যৌবনের স্রোতে;

সুচারু অঙ্গুলি গুলি—চম্পকের কলি—
মুক্তা-দন্তে কাটিতেছে আপন মনেতে।
মুণ্ড।—সার্থক জনম তব, ওহে বিন্ধ্যগিরি,
মহাযোগী! যোগফল পেয়েছ এখন,
কত জন্ম পুণ্যফলে, বলিতে না পারি,
হেন রূপরাশি শিরে করেছ ধারণ।
দেখ চণ্ড! দেখ ভাই! দেখ একবার,
বিন্ধ্যগিরি-শিখরেতে মানস-তপন!
রূপতেজে আলোকিত হের চারি ধার,
সার্থক হইল আজি যুগল নয়ন।
চণ্ড।—দেখাতে কিছুই আর হবে না আমারে,
সকলি দেখেছি আমি চল যাই তবে,
কাছে গিয়া ভাল করে দেখি গে উহারে,
ভেটি গে বামারে এবে ভীষণ আহবে।
(নিকটস্থ হইয়া গৌরীর প্রতি।)
একাকিনী কেন, ধনি বসিয়া বিজনে?
রূপের ভাণ্ডার বুঝি লুঠি বিধাতার
পলায়ে এসেছ তুমি লুকাতে এখানে,
বিশ্ব চরাচর হায়, করিয়া আঁধার!
সংসারের কোন শোভা নহে মনোনীত,
তাই বুঝি হেঁট মুখে রয়েছ হেথায়!
তোল দেখি মুখ, দেখি দেখি বেলা কত?
উঠুক ভাস্কর, ধনি, ও মুখ-প্রভায়!
মুণ্ড।—কি রূপসি! রূপরাশি পর্ব্বত শিখরে
ঢালিয়াছ কেন? ধনি! কহ না বচন,
উচ্চদেশে রেখেছ কি দেখাতে সংসারে?
লুকাইয়াছিলে তবে কহ কি কারণ?

একমনে কি ভাবিছ?—রূপ আপনার?
রূপ সাগরের ঢেউ গণিছ কি বসি?
সুধাপাত্র হাতে করি কেন বৃথা আর!
পান কর যত পার ওঁই সুধারাশি।
রূপ, যৌবনের সুধা বৃথা কি শরীরে
অনাড় হইয়া ধনি, রবে চিরকাল?
এস মোর সাথে, আমি পুলকে তোমারে
ভাসাই সুখাব্ধি-নীরে তুলি প্রেম-পাল।
চল লয়ে যাই প্রেম-আক্রীড় উদ্যানে,
খেলিবে তথায় প্রেম-পুলকিত মনে।

গৌরী।—(স্বগত)

এ হেন তেজস্বী রূপ দেখি নে কখন,
দিতি-হৃদ আকাশের প্রভাকরদ্বয়!
এ হেন প্রভাব বিনা কেন দেবগণ
মানিবে দৈত্যের কাছে চির পরাজয়।

(প্রকাশ্যে)

বীরবর কহ মোরে লইবে কেমনে
প্রেম-আক্রীড় উদ্যানে? বনাগ্নি যে আমি,
নিমেষে পুড়িবে সব, পশিব যেখানে;
কেমনে তথায় মোরে লয়ে যাবে তুমি?
শুনিয়া থাকিবে দোঁহে আমার যে পণ,
এসে যদি থাক হেথা বুঝিবার তরে,
ধর অস্ত্র,—বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন,
ধূম্রলোচনের পথ অনুসারিবারে।
কালের হয়েছে কাল, বিলম্বে কি কাজ!
ধর ধনুর্দ্ধর দোঁহে ধনুক দোঁহার,
গণ উল্কাপাত, মোর বাণপাতে আজ,

ও বীর-শরীরে ধরি রুধিরের ধার।
চণ্ড।—ভাল, রসবতি! ভাল বলিলে এখন,
সত্য! এত অস্ত্রপাত গণিব কেমনে!
হানিতেছ বুকে শেল সদর্পে যখন,
অন্তর জর্জ্জর করি কটাক্ষের বাণে।
আবার ধরিলে ধনু! সম্বর, সুন্দরি!
সম্বর-অরির বাণ,—এড় যত সাধ
লৌহময় বাণরাশি,—তাহে নাহি ডরি,
নয়ন-বাণেতে তব ভাবি পরমাদ।
গৌরী।—লৌহময় বাণ তবে সম্বর, দনুজ!
কালের আঘাত হতে রক্ষ আপনারে,
ধর ধর ধনুঃশর, তুল বীর-ভুজ,
নিবার যদ্যপি পার মোর তীক্ষ্ণ শরে।

(শরত্যাগ)

মুণ্ড।—মরি বিধুমুখি। ওই শরটি হানিতে
ছেঁড়ে নি ত নড়া? আহা! লাগে নি ত হাতে?
গৌরী।—বৃথায় কথায় আর নাহি প্রয়োজন,
কার্য্যেতে প্রকাশ কর বীরত্ব আপন।
চণ্ড।—অদ্ভুত শকতি বামা মহা-বীর্য্যবতী,
কাল মরীচিকা সম হেরি এ যুবতী।
মুণ্ড।—কি চিন্তা তাহাতে, ভাই! দেখ দাঁড়াইয়া,
ধরি আমি ধনু, দেখ এ মরীচিকায়
কত দূর বাণ মোর যাবে তাড়াইয়া;
শেষে শোণিতের সরঃ করিব উহায়।
চণ্ড।—থাক, ভাই! তুমি, আমি যুঝি ওর সনে—
কালের কুটিল গতি কি জানি কি হয়,
কোমল মৃণাল বাঁধে প্রমত্ত বারণে,—

এ ভীমা নারীর রণে হয় না প্রত্যয়।

মুণ্ড।—কে বা পারে ফিরাইতে অদৃষ্টের গতি!
নিবারি আমায় রণে কেন তবে, ভাই!
কলঙ্কিছ বীরধর্ম্ম—হয়ে হীনমতি?
ধরিয়াছি ধনু যবে, কোন ভয় নাই।

চণ্ড।—বীর-ধর্ম্ম নহে সত্য নিবারিতে রণে,
তথাপি না বোঝে ভাই অবোধ হৃদয়;
যাও তবে, সাবধানে যুঝ ওর সনে,
ঘোর মায়াবিনী বামা কহিনু নিশ্চয়।

মুণ্ড।—থাম, তেজস্বিনি! বৃথা যুঝিয়া কি ফল!
থামে না যে হাত তব বাণ বরিষণে!
এস দেখি একবার, দেখি কত বল,
কতই দৃঢ়তা তব অবলা-পরাণে।
তুমি একাকিনী, এস, আমিও একাকী
যুঝি তব সাথে, দেখি ক্ষমতা কেমন,
ভাই মোর দেখিবেন রণ দূরে থাকি,
অন্য কেহ না ধরিবে কোন প্রহরণ।

গৌরী।—ধরুক সকলে অস্ত্র আজি এ সমরে,
কিম্বা তুমি একা যুঝ,—সকলি সমান,
ধরিতে হইল অস্ত্র যখন আমারে!
এস তবে দেখি তুমি কত বীর্য্যবান।

(উভয়ের যুদ্ধ)

চণ্ড।—(স্বগত)
ধন্য বরাননি! ধন্য, ধন্য বীরাঙ্গনে!
ধন্য সেই লোক, যথা এ নারী নিবসে!
ধন্য সেই জন, যারে প্রেম-আলিঙ্গনে
তুষিবে এ সুহাসিনী মধুর সম্ভাষে!

আমাদেরও ধন্য বলি—ধন্য রে নয়ন ?
হেরিনু আজি রে হেন নারী বীর্য্যবতী!
ধিক্কার মোদের পুনঃ, উদ্যত যখন
নিবাইতে মোরা এই জগতের জ্যোতিঃ।
(ভগবতীর নিরস্ত্র হইয়া অধোমুখে স্থিতি)

মুণ্ড।—একি ধনি! কথা কেন নাহিক বদনে ?
আকুলনয়নে কেন চাহিতেছ, ধনি ?
মৃত্যুর কি পদশব্দ পশিছে শ্রবণে ?
সঘনে বহিছে শ্বাস কেন বিনোদিনি ?
এখনও কি মিটে নাই যুদ্ধের পিয়াস ?
স্বেদ-সিক্ত কেন দেখি ও চন্দ্রবদন ?
ভাল ভাল, মিটেছে ত সমরের আশ!
কোথা ধনি, চারুভুজে ভীম প্রহরণ ?
কাঁপিতেছ,—গিরি তোমা ধরিছে যতনে,
তাই কি গিরিরে অসি দিয়াছ পুরস্কার ?
তূণের যে বাণ দেখি রহিয়াছে তূণে!
ধরেছ কি জয়ধ্বজ নিজে আপনার ?
যুদ্ধ কি মুখের কথা ছেলে-খেলা, ধনি!
একি তুমি পাইয়াছ ধূম্রলোচনেরে
হেলায় বধিবে তাই ;—ভাল বিনোদিনি!
ভাল পণ করেছিলে গরবের ভরে!
সে গর্ব্ব কোথায়, ধনি! সে পণ কোথায় ?
চল তবে দৈত্যপতি নিকটে এখন।
বৃথায় ভাবিলে আর কি হবে উপায়,
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।"

গৌরী।—(স্বগত)
কি করি উপায় এই ভীষণ সময়ে!

নিবারিতে নারি দৈত্য-পরাক্রম ঘোর ;
না পারিনু দেব-বাঞ্ছা বুঝি পূর্ণিবারে,
পূরিল মেদিনী বুঝি অপযশে মোর।
স্মরি এবে দেবদলে এ বিপদকালে,
একাকিনী না পারিব দানবে নাশিতে ;
সহায় আমার তাঁরা হন রণস্থলে,
আর ত পারি না হায়, শোণিতে ভাসিতে !

[সহসা অন্তর্ধান।

মুণ্ড।—কোথা গেল বামা ! এই এখানে যে ছিল !
মায়াবিনী সত্য বুঝি হবে এ ভামিনী,
না হলে নিমেষ মধ্যে কোথা লুকাইল—
স্বচ্ছ দিবাভাগে ?—নহে তামসী যামিনী !
কি বলিব ভূপে যবে সুধিবেন মোরে,
"কি ফল লভিলা করি রণ-আড়ম্বর ?
কেমনে বলিব আমি হারায়েছি তারে,
চোখে ধূলি দিয়ে বামা হয়েছে অন্তর !
হাসিবে সে দৈত্যকুল, হাসিবে মেদিনী,
হাসিবে অমরগণ এ বারতা শুনি।

(ইতস্ততঃ অন্বেষণ)

চণ্ড।—একি !
সহসা পূরিল দিক্ ভীষণ আরাবে,
ভাঙ্গিতেছে বৃক্ষশাখা মড় মড় মড়ে !
সমাকুল গিরি ঘোর স্বন্ স্বন্ রবে,
সংসার পড়িছে ভাঙ্গি প্রলয়ের ঝড়ে !

(দেবগণের সহিত গৌরীর প্রবেশ)

মুণ্ড।—একি ! একি ! দেখ, ভাই, একি অসম্ভব !

দেখ এবে বামা ভীমা ঘোর তেজস্বিনী !
ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে ভয়ঙ্কর রব,
হুহুঙ্কারে কাঁপাইছে দৈত্য-অনীকিনী,
দপ্ দপ্ দীপিতেছে ললাটিকা ভালে,
ধক্ ধক্ ধকিতেছে ক্রোধাগ্নি লোচনে,
পোড়াইছে বিশ্ব যেন ঘোর কালানলে,
তেজস্বিনী মহামায়া প্রবেশিল রণে।
প্রবেশিল বামা, ভীমা মূরতি ধরিয়া,
পদভরে টলমল করি বিন্ধ্যাচলে,
কাঁপিল—কাঁপিল, হায়, আমারও এ হিয়া
ধরেছি ইন্দ্রের বজ্র যাহে অবহেলে।
ও কে ! সঙ্গে কে ও ? ইন্দ্র, বরুণ, পবন,
যম, অগ্নি আদি যত অমর-নিকর !
বুঝিলাম মায়াবিনী রূপেতে এখন,
এসেছে পার্ব্বতী আজি করিতে সমর।
ধিক্ রে নিলর্জ্জ ইন্দ্র ! ধিক্ দেবগণ !
এসেছ সমরে ধরি রমণী-অঞ্চল !
লজ্জা কি হল না মনে দেখাতে বদন,
সাজিতে সমর-সাজে সহ দেবদল ?
এ গ্রহ কেন হে ইন্দ্র ! ভেবেছ কি চিতে ?
হাতে কি ও দেখি দেখি, আছে আছে জানি,
তোমার সে জীর্ণ বজ্র বহু দিন হতে ;
ও কেন ? উহা ত তুমি দেখিয়াছ হানি !
দেখ, ভাই চণ্ড ! রণে এসেছে বাসব,
এসেছে অরুণ, যম, বরুণ, পবন !
ভাগ্যে এসেছিল গৌরী, তাই ত এসব
লজ্জাহীন দেবে রণে দেখিনু এখন।

চণ্ড।—দেখেছি সকলি ভাই, কি বলিব আর!
মায়ার মায়ায় আজি পড়িয়াছি মোরা,
কোমল মূরতি দেখ বীর্য্যের আধার,
হাস্যময়ী মুখ-শোভা ভীমা ভয়ঙ্করা।
মুণ্ড।—ভীষণতা মিশিয়াছে সৌন্দর্য্যের সহ,
গর্জ্জিছে সুবর্ণরূপা কাল ভুজঙ্গিনী;—
যা হোক তা হোক ভাই! অনুমতি দেহ,
খর্ব্বি পার্ব্বতীর গর্ব্ব সমরে এখনি।
চণ্ড।—চল যাই যুঝি মোরা মিলি দুই জনে,
ভাই রে! সাহস মনে হয় না আমার,
পাঠাতে তোমারে একা রুদ্রাণীর রণে,
অমর তেত্রিশ কোটি সহায় যাঁহার।
উভয়ে ধরিয়া ধনু বর্ষি শরজাল,
তিষ্ঠিতে নারিবে রণে কেহ ক্ষণকাল!
মুণ্ড।—আমার সহিত রণ হতেছে গৌরীর,
তুমি কেন তাহে হাত দিবে, দৈত্যবর?
দৈত্যকুল নহে কভু নিস্তেজশরীর,
এখনও সমরে মুণ্ড হয় নি কাতর।
তোমার সাহায্য, বল, বল কি কারণ?
কালি দিতে সুনির্ম্মল দানবের কুলে!
কলঙ্কিলা দেবনামু.শঙ্করী যেমন,
একাকী যুঝিব বলি ডাকি দেবদলে!
থাকুক বা যাক্ প্রাণ, কিংচিন্তা তাহার!
দেখ আগে মোর বল, যুঝ তুমি পরে,
রণ-ক্ষেত্রে গাড়ি ওই ত্রিশূল তোমার,
নীরব হইয়া দেখ কি হয় সমরে।
এস তবে, সতি! দেখি সমরে এখন

ভীষণ মূর্ত্তির বল কতই ভীষণ।

(যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দেবগণের প্রস্থান)

পলাও হে দেবগণ, পলাও এখন !
তোমাদের কাজ নয় করিবারে রণ।
ক্লান্ত হইয়াছ, সতি ! ছাড়িনু তোমায়,
কর গে বিশ্রাম লাভ বাসনা যথায়।

[প্রস্থান

গৌরী।—(স্বগত)

কি আশ্চর্য্য ! হেন বীর্য্য দেখি নি কখন !
অদ্ভুত শকতিবান্ হেরি দৈত্যবরে,
উগ্রচণ্ডা শক্তি মোর খর্ব্বিল এখন,
দেবগণ কে কোথায় পলাইল ডরে।
রজনী আগতা,—এবে অসুরের বল
শত গুণে বৃদ্ধি হবে ; নিশার সমরে
মুণ্ডের নিধন-আশা দুরাশা কেবল ;
না জানি কি হবে,—ভেবে পাই না অন্তরে।
সাহসে করিয়া ভর, যদি নিশাকালে
না ছাড়ি সমর-ক্ষেত্র, উদিলে ভাস্কর
অবশ্য পড়িবে দৈত্য দেব-শরজালে
অবিশ্রান্ত রণশ্রান্তে হইয়া কাতর।
কিন্তু যদি ছাড়ি রণ, নিশার বিরামে
নব রাগভরে যথা রবি দেখা দিবে,
দেখা দিবে দৈত্য নব প্রচণ্ড বিক্রমে :—
কি করি,—এখন তবে ডাকি সব দেবে।
এস ইন্দ্র ! পলা'ও না ছাড়ি রণ ভূমি,
অমর-ঈশ্বর তুমি অমর আবার !

বৃত্রহন্তা, জম্ভভেদী, বজ্রধর তুমি,
রণ-ক্ষেত্র ছাড়া কি হে উচিত তোমার ?
এস অগ্নি, সর্ব্বভুক্ ! প্রভঞ্জন বায়ু !
এস পাশধারী পাশী ! কৃতান্ত শমন !
ত্বরায় হইবে শেষ দানবের আয়ু,
পলা'ও না রণক্ষেত্র ত্যজিয়া এখন।
এস সবে পুনঃ মিলি এই নিশারণে,
যত্নবান হই সবে দৈত্যের বিনাশে,
দেখ দৈত্য মরে কি না দেব-প্রহরণে,
প্লাবনের মুখে শিলা ভাসে কি না ভাসে !

(দেবগণের পুনঃপ্রবেশ।)

দেখ শশী পাণ্ডুবর্ণ লাজে ম্রিয়মাণ,
দিও না বিশ্রাম আর লভিতে দনুজে,
এখনি হইবে এই নিশা অবসান,
ধর ত্বরা ধনুর্ব্বাণ দৃঢ় করি ভুজে।
যদি ছাড় রণক্ষেত্র, নিশার বিরামে
নব রাগ-ভরে যথা রবি দেখা দিবে,
দেখা দিবে দৈত্য নব প্রচণ্ড বিক্রমে,
আঁটিতে নারিবে দৈত্যে দিবার আহবে।

(সকলের মুণ্ডকে আক্রমণ)

মুণ্ড।—আবার—আবার এলে জ্বালাতে এখন,
এস তবে, পূরাইব সমরের আশ,
রণরঙ্গে বিরত কি দানব কখন,
নিদ্রায় অসির সহ করে যারা বাস ?

(দেবগণের এককালীন যুদ্ধ, মুণ্ডের পতন)

মুণ্ড।—(গৌরীর প্রতি)
হানিলে ভীষণ শেল হৃদয়ে আমার

ভাঙ্গিয়ে হৃদয়, দেবি! বিষম প্রহারে,
সংসারে অতুল কীর্ত্তি রহিল তোমার,
বিনাশ করিয়া শেষে অন্যায় সমরে।—(মৃত্যু)

শুম্ভ।—পড়িলে—পড়িলে, ভাই, অন্যায় সমরে!
অমর তেত্রিশ কোটি মিলি এককালে,
রুদ্রাণীসহায়ে আজি, বধিল তোমারে,—
নিবাল বীরত্ব-দীপ, হায় রে, অকালে!
উঠ ভাই! উঠে কথা কও একবার,
ভরসা আমার তুমি সংসার-সাগরে,
উঠ, ভাই, উঠে এস হৃদয়ে আমার,
ভাসিছে ও বীর-অঙ্গ রুধিরের ধারে!
মাতৃগর্ভে, মুণ্ড! তোরে দিয়েছিনু স্থান,
শুয়েছিনু দুই জনে এক মাতৃকোলে,
দুই জনে করেছিনু এক স্তন পান,
এখন ত্যজিয়া মোরে কোথা পলাইলে!
উঠ ভাই! কাজ নাই আর এ সমরে,
ধরাসনে পড়ে কেন মুদিয়া নয়ন!
অভিমান করেছ কি আমার উপরে,
হেরিবে না মুখ মোর করেছ কি পণ!
কোথা সে মধুর হাসি ও চাঁদ-বদনে,
কেন আজি হেরি তব বদন বিরস,
কাতর কি হইয়াছ চণ্ডিকার রণে
উঠ, ভাই! জানি তব অটুট সাহস।
হে চণ্ডিকে! আদ্যাশক্তি তুমি গো, জননি!
এই কি শক্তির কাজ করিলে এখন?
বলেছিলে যুঝিবে যে তুমি একাকিনী,
কেমনে ভুলিলে তুমি আপনার পণ?

এই কি শক্তির কাজ করিলে প্রকাশ?
অমর তেত্রিশ কোটি যুটি এককালে,
সোদরে অন্যায় রণে করিলে বিনাশ!
এই যশঃ রাখিলে গো অবনীমণ্ডলে!
কি আর বলিব আমি, শঙ্করি! তোমারে,
বুঝিলাম অতি নীচ যত দেবগণ,—
নাশিলে ভ্রাতায় মোর অন্যায় সমরে,—
নীচের সহিত আর করিব না রণ।
নির্ভয়ে বিদর হিয়া তীক্ষ্ণ শরজালে,
পাতিয়া দিলাম বুক,—বিদরিত প্রায়
করিয়াছ যাহা তুমি ভ্রাতৃ-শোক-শেলে;
না চেষ্টিব রক্ষিবারে আর আপনায়!
হান বক্ষে শেল, দেবি! বিলম্বে কি ফল?
ডুবাও আমারে ত্বরা শোণিত-সাগরে,
নির্ব্বাপিত হোক মোর শোকের অনল,
আর মুখ দেখাব না সংসারে কাহারে!

গৌরী।—(স্বগত)

কি কুকর্ম্ম করিলাম! কেন অকারণে
ধরিলাম অস্ত্র আজি দৈত্যের সংহারে!
ফেলিলাম অন্ধকূপে বীরত্ব-রতনে!
বধিলাম দৈত্যবরে অন্যায় সমরে!
ভাঙ্গিনু সাহস-ধ্বজা ঘোর যুদ্ধ-ঝড়ে,
বিমল বীরত্বালোক নিবানু এখন,
হায়, এই ভয়ঙ্কর রণ-আড়ম্বরে
করিনু আপন নামে কলঙ্ক অর্পণ!
কাজ নাই রণে, যাই কৈলাসেতে ফিরি,
যা হয় দেবের ভাগ্যে হউক এখন,

চণ্ডের এ ভাব আর দেখিতে না পারি,
উদাস-মূরতি ঘোর নৈরাশ্যে মগন !

ইন্দ্র।—(স্বগত)
সর্ব্বনাশ হল ! বুঝি চণ্ডের কথায়
করুণা উদিল মনে করুণাময়ীর !
দৈত্য-বিনাশের তবে কি হবে উপায়,
আমাদের অবধ্য যে যত দৈত্যবীর।

চণ্ড।—(সক্রোধে)
কি ভাবিছ, ভগবতি ! বিনত বদনে ?
শ্রান্তি নিবারিছ কি গো দাঁড়ায়ে নীরবে ?
ধর অসি শীঘ্রগতি,—ভেবো না ক মনে
সহজে ছাড়িব আমি তোমারে আহবে।
ভ্রাতৃ-শোকানলে দগ্ধ করিলে আমায়,
নিবারি মনের ক্ষোভ শাস্তিয়া তোমায়।

(চণ্ডের গদাঘাতে গৌরীর মূর্চ্ছা)
(গৌরী-দেহ রক্ষার্থে ইন্দ্রের বজ্রত্যাগ)

চণ্ড।—(বাম হস্তে বজ্র ধরিয়া ভূমে নিক্ষেপ করিয়া)
ক্ষান্ত হও, ইন্দ্র ! তুমি জ্বালা'ও না আর,
তোমা সহ আমি নাহি চাহি যুঝিবারে ;
ভেবো না ক,—কোন ভয় নাহি চণ্ডিকার,
মূর্চ্ছিতাবস্থায় আমি স্পর্শিব না ওঁরে।
দানবের রণধর্ম্ম প্রাণাপেক্ষা প্রিয়,
না প্রহারি অস্ত্র মোরা অচেতন জনে,
অমরের মত মোরা নহি কভু হেয়,
বলি যাহা, করি তাহা মোরা প্রাণপণে।

(গৌরী।—(মূর্চ্ছাভঙ্গে সবেগে উঠিয়া)

আর করিব না দয়া, নারকী! তোমারে,
যাও রে ত্বরায় এবে শমন-আগারে।
(অসি-উত্তোলন)

চণ্ড।—(গৌরীর হস্ত ধরিয়া)
মরিতে সত্যই আমি করিয়াছি স্থির,
কিন্তু, দেবি! তা বলে কি দিব গো তোমারে,
লইতে আমার প্রাণ ছিন্ন করি শির?
অপমান করিবে গো এ বীর-শরীরে?
বিদর এ বক্ষ, দেবি! তীক্ষ্ণ শেল হানি,
কিম্বা এড় অন্য অস্ত্র—অভিরুচি যাহে;—
ছাড়িলাম হাত, শেল হান, গো রুদ্রাণি!
শ্রীভ্রষ্ট করিতে কভু দিব না এ দেহে।

গৌরী।—বধিব তোমারে আমি করিয়াছি পণ,
যাহে অভিরুচি তুমি মর তবে তাহে,
আসন্ন কালের বাঞ্ছা পূরাও এখন,
যাও তবে, বীরবর! চিরশান্তি-গৃহে।
(ভগবতীর শেল-প্রহার—চণ্ডের পতন)



পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দৈত্য-সভা।

(শুম্ভ, নিশুম্ভ, রক্তবীজ ও এক পার্শ্বে সুগ্রাব আসীন)

শুম্ভ !—শঙ্করীর এত ছল ! ক্রোধে পুড়ে দেহ !
বীরধর্ম্মে কালি তিনি দিলেন কেমনে ?
ঘুচিল এখন মোর সকল সন্দেহ,
না হলে কি পড়ে ধূম্র, চণ্ড, মুণ্ড রণে !
শঙ্করীর এত ছল ! ধিক্ শঙ্করীরে !
চাহি না শুনিতে আর ও রণ-বারতা,
এখনি চণ্ডীর দম্ভ খণ্ডিব সমরে,
রোষেন রুষুন হর দৈত্যকুল-ত্রাতা।
শঙ্করীর এত ছল ! এত কুটিলতা !
শৈবদলে বিনাশিতে এত সাধ তাঁর !
ছিঁড়িলেন নিজে তিনি তাঁর স্নেহ-লতা,
ইষ্টদেব-পত্নী বলে ক্ষমিব না আর।
শঙ্করীর এত ছল ! লয়ে দেবগণে,
এসেছেন দেখাইতে দানবনিকরে
দানব-দলন-শক্তি ? চল যাই রণে,
ভাসাই গে রক্তস্রোতে দেবী চণ্ডিকারে !
শঙ্করীর এত ছল ! অন্যায় সমরে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈত্যগণে করিয়া বিনাশ,

বেড়েছে এতই তাঁর সাহস অন্তরে!
নাহি কি অমর-প্রাণে আর সেই ত্রাস!
শঙ্করীর এত ছল! সহে না ক আর!
সাজা রে বিমান ত্বরা,—যাইব সমরে,
বিচ্ছিন্নিব রণ-ঝড়ে বীরত্ব উমার,
ডুবাব অমরে পুনঃ ত্রাসের সাগরে।
শঙ্করীর এত ছল! যাইব আপনি,
আপনি যাইব রণে দণ্ডিতে গৌরীরে,
দেখিব কতই বল ধরেন রুদ্রাণী,
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, পশিতে সমরে।

নিশুম্ভ।—শূরেশ! অগ্রজ তুমি, বসি সিংহাসনে
আজ্ঞা দিবে প্রিয়ানুজে সাধ সাধিবারে,
বিরাম লভিবে সদা আমা বিদ্যমানে;—
আমরা থাকিতে তুমি যাইবে সমরে?
আজ্ঞা দেহ, দৈত্যনাথ! ধরি করবার—
দেবগর্ব্ব-খর্ব্বকারী, তীক্ষ্ণতর শরে
কাটি বিন্ধ্যাচলে, মায়া ঘুচাই মায়ার,
ডুবাই অমর-আশা ত্রাসের সাগরে।
এখন(ও) নিশুম্ভ-দেহে রয়েছে জীবন,
এখন(ও) নিশুম্ভ-বীর্য্য আছে সমতেজে,
এখন(ও) নিশুম্ভ-বাহু হয় নি ছেদন,
এখন(ও) ধরিতে পারি প্রহরণ ভুজে।
তোমার দক্ষিণ-বাহু আমি বিদ্যমান,
বিপদ-সাগরে তব সহায় ভরসা,
কে আছে জগতে, ভাই! সোদর সমান
সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, নিরাশায় আশা!

শুম্ভ।—সুধাধার বরষিলে শ্রবণযুগলে,

জানি রে নিশুম্ভ তুই আমার ভরসা,
সোদর সমান কে বা আছে ভূমণ্ডলে,
সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, নিরাশায় আশা।
কিন্তু ভাই! মন বাঁধা স্নেহের নিগড়ে,
চাহে না অবোধ মন পাঠাতে তোমারে
ভয়ঙ্কর সেই কাল প্রলয়ের ঝড়ে—
বিশ্বমাতা চণ্ডী যথা নায়িকা সমরে।

নিশুম্ভ।—চণ্ডিকা সমরে, তাহে দৈত্যের কি ডর?
শত চণ্ডী সমবেত হোক্ রণস্থলে,
সহস্র তেত্রিশ কোটি আসুক অমর,
তথাপি করিব জয় রণ অবহেলে।
রণচণ্ডী চণ্ডমুণ্ডে অন্যায় সমরে
করেছে বিনাশ লয়ে অগণিত দেবে,
শাস্তিব এখনি পাপ অমরনিকরে,
খণ্ডিব চণ্ডীর দম্ভ প্রচণ্ড আহবে।

রক্ত।—রক্তবীজ উপস্থিত, আজ্ঞা দেহ তারে
রক্তবীজ বপিবারে সেই রণভূমে;
মাথার আঘাত সদা হস্ত রক্ষা করে,—
আমরা থাকিতে দেব! আপনি সংগ্রামে—
দানবকুলের শির? হবে কি ভাঙ্গিতে,
চণ্ডিকার-রণতৃষ্ণা স্বেদে আপনার?
ত্রিলোক-বিজেতা তুমি রমণী-রঙ্গেতে?
হাসিবে যে স্বর্গ মর্ত্ত্য, হাসিবে সংসার!

নিশুম্ভ।—আজ্ঞা দেহ, দৈত্যনাথ! লয়ে রক্তবীজে,
ভাসাই গে রক্তস্রোতে অমর-নিকরে,
আজ্ঞা দেহ সাজি দোঁহে সমরের সাজে,
যাই পার্ব্বতীর গর্ব্ব খর্ব্বিতে সমরে।

শুম্ভ।—দেখ, ভাই! মায়াজাল পাতি মহামায়া
নাশিতে উদ্যত আজি দানবনিকরে,
শৈবকুল-বিনাশিনী হল শিবজায়া!
ক্ষোভ, রোষ, অভিমান ধরে না অন্তরে!
দেখিব চরম তবু, কিসে কিবা হয়,
দেখিব অমরগণে, দেখিব গৌরীরে,
সাহস-পতাকা দৈত্য ভীরু কভু নয়,
আনন্দে সমরে প্রাণ বিসর্জ্জিতে পারে।
তোমাদের কথামতে দমিনু এখন,
দুর্দ্দম সমরলিপ্সা,—ক্রোধের উচ্ছ্বাস,
কর রক্তবীজ! তবে সমরে গমন,
নিশুম্ভের সহ কর গৌরী-গর্ব্ব নাশ।
রাখ দৈত্যকুলমান এ ঘোর বিপদে,
তোমা দোঁহে বরিলাম সেনাপতি পদে।
রক্ত।—বৃথা গর্ব্ব করি রণে যাব না, রাজন্!
কার্য্যেতে প্রকাশ হবে বীরত্ব যেমন।
শুম্ভ।—যাও তবে, বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল—রণক্ষেত্র।

(গৌরী ও দেবগণ।)

গৌরী।—দেখ, ইন্দ্র! দেখ দেখ আসিছে সমরে
পুনঃ দুই মহাদৈত্য বীরত্ব-আধার,
আসিছে সৈনিককুল কাতারে কাতারে,
চলিয়া আসিছে যেন বিপুল সংসার।
অগ্রভাগে রক্তবীজ রক্তিম বরণ,
ভীম করবার ভুজে, ভয়ঙ্কর বেশ,
বীরত্ব-বিস্ফীত বক্ষ, গর্ব্বিত লোচন,
ব্যূহ মধ্যে শুম্ভানুজ নিশুম্ভ শূরেশ।
ভয়ঙ্কর ভাবে দৈত্য পশিতেছে রণে ;
রক্তমূর্ত্তি রক্তবীজ, বীরেশ নিশুম্ভ,
বিপুল ব্যূহের মাঝে উন্নত দুজনে,—
সাগরের মাঝে যেন যুগ্ম জলস্তম্ভ।
সাবধানে ধর বজ্র, ওহে বজ্রধর!
সাবধানে ধর অস্ত্র, হে অমরগণ
করিবে বিষম দৈত্য ভীষণ সমর,
দৃঢ় করি ধর নিজ নিজ প্রহরণ।

ইন্দ্র।—বাষ্পের প্রভাবে যথা উঠে ব্যোমযান
উন্নত আকাশে ; মাতঃ! তোমার প্রভাবে।
পাইব আমরা পুনঃ সে সুখের স্থান—

অমর-নিবাস, নাশি দুরন্ত দানবে।
অটল হইয়া আজি যুঝিব জননি!
আর কি হারাই দিক এ রণসাগরে?
কাণ্ডারী যখন তুমি, শঙ্করি! আপনি,
কেন না করিব রঙ্গ আজি এ সমরে?

গৌরী।—ইন্দ্র! দেবরাজ মত এই কথা বটে!
অমর যেমন মোরা যদ্যপি অটল
হই রণে, তবে বল মোদের কে আঁটে?
ধর তবে অস্ত্র আর বিলম্বে কি ফল।

(রক্তবীজের প্রবেশ।)

রক্ত।—অক্রাম হে সৈন্যগণ! দেবসৈন্যগণে,
সৈন্যে সৈন্যে ঘোর রণ বাজুক এখন,
সদেবে বামারে আমি আক্রমি এখানে,
অমরের আশা আজি করি উৎপাটন।
এস, দুর্গে! বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন,
শিবানি! যুঝহ এবে সহ শৈববল,
আদ্যাশক্তি! শক্তি তব দেখাও এখন,
মঙ্গলে! চিন্তহ এবে আপন মঙ্গল।
একা একা যুঝি এস তোমায় আমায়,
দ্বন্দ্বযুদ্ধে, জগদম্বে! আহ্বানি তোমারে,
রণধর্ম্ম রেখো, আর কি কব তোমায়।

গৌরী।—মৃত্যু ডাকিতেছে তোমা শমনের পাশে,
যাও ত্বরা তথা তবে চিরশান্তি-আশে।

(উভয়ের যুদ্ধ; গৌরীর পুনঃ পুনঃ আঘাতে
রক্তবীজ শত শত রক্তবীজের বল ধারণ)
(গৌরী পরাস্ত)

রক্ত।—আদ্যাশক্তি! কাঁপিতেছ কেন থরথরে,
এই কি শক্তির কাজ রাখিলে সংসারে?
নিবার সমরশ্রান্তি ক্ষণকাল তরে,
না প্রহারি অস্ত্র মোরা নিরস্ত্র শরীরে।

[প্রস্থান

গৌরী।—একি অসম্ভব আজ করি দরশন!
বিন্দুমাত্র রক্তপাত হইতে বীরের,
শত রক্তবীজ বল করিছে ধারণ,
আশ্চর্য্য বিক্রম হেরি এই অসুরের।
উগ্রচণ্ডা শক্তি মোর ব্যর্থ হল আজ,
হায়, পড়িলাম এবে বিষম সঙ্কটে,
কোথা গেল দেবদল সহ দেবরাজ,
সুমন্ত্রণা লই এবে কাহার নিকটে।
কোথা, পদ্মে! প্রিয়সখি! এস একবার,
সুমন্ত্রণা উপদেশ দেহ আসি এবে,
কেমনে দুর্দ্দম দৈত্যে করিব সংহার,
অস্থির হয়েছি, সখি! দৈত্যের প্রভাবে।

(দেবগণের প্রবেশ)

বল ওহে সমবেত অমর সকল!
কেমনে অসুরকুল হইবে বিনাশ?
কেমনে নিবিবে ঘোর রৌরব অনল!
হায়, বুঝি না পারিনু পূরাইতে আশ!
শোণিতার্দ্র দেহ মোর দেখ, দেবরাজ!
পরাস্ত হয়েছি, হায়! অসুর-প্রভাবে,
প্রখরা শকতি মোর ব্যর্থ হলো আজ,
কি আর বলিব আমি, দেখেছ ত' সবে।

ইন্দ্র।—অদ্ভুত বিক্রম দৈত্য, অজেয় সমরে,
দেখেছি সকলি, মাতঃ কি বলিব আর!
কেমন তেজস্বী রক্ত বহে তার শিরে,
বলিতে না পারি;—বিন্দুমাত্র পাতে তার
শত রক্তবীজ-বল ধরে বার বার!
না জানি সমরে, মাতঃ, কি হয় এবার!

(পদ্মার প্রবেশ)

পদ্মা।—কেন এ দুর্গতি, দুর্গে? আহা মরি মরি,
জর জর কোমলাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে!
এ মন্ত্রণা কে তোমারে দিল, গো শঙ্করি?
এসেছ মৃণালদণ্ডে পাষাণ ভাঙ্গিতে?
পরিহর কমনীয় মোহিনী মূরতি,
প্রলয়-সংহার-মূর্ত্তি করহ ধারণ,
লৌহ-ধারে লৌহ এবে কাট, ভগবতি!
সূচীবেধে মরে কি গো প্রমত্ত বারণ?
ভূমে যাহে রক্তবিন্দু না পড়ে উহার,
এ হেন উপায় কোন কর, হৈমবতি!
রক্তবীজ-রক্ত সহ এই বসুধার
বিশেষ সম্বন্ধ আছে, জান না কি, সতি?
সর্ব্বভুকে রসনাগ্রে রাখ, গো রুদ্রাণি!
বিন্দুমাত্র দৈত্য-রক্ত না পড়িতে ভূমে
নিজগুণে অগ্নিদেব ভক্ষুন অমনি,—
এই মাত্র সদুপায় এ সময়ে, উমে!
ধর, দেবি! কালীমূর্ত্তি ঘোরা ভয়ঙ্করা,
কালিমায় ঢাক ওই সুচারু বরণ,
শত গুণে এ মুরতি কর গো প্রখরা,

স্থূল ধারে কর সাধিব ! পাষাণ ছেদন।
ডাক যক্ষ, রক্ষ, মাতৃ, পিশাচের দলে,
ধরায় দানব-রক্ত না হতে পতিত,
শূন্যে শূন্যে থাকি পান করুক সকলে
রক্তবীজ দানবের প্রতপ্ত শোণিত।
ইহা ভিন্ন রক্তবীজ হবে না বিনাশ,
অন্যথা— ছাড়হ এই সমরের আশ।

(পদ্মার অন্তর্ধান)

গৌরী।—ডাক তবে যক্ষ, রক্ষ, পিশাচের দলে,
সংহার-মূরতি আমি ধরি রণস্থলে।

(দেবগণ ও গৌরীর প্রস্থান—অন্ধকার—মেঘগর্জ্জন ও বজ্রাঘাত

(রক্তবীজের প্রবেশ)

রক্ত।—ঘোরতর ঘনঘটা গগনমণ্ডলে,
উন্মত্তা দামিনী-নৃত্য ঘনরাশি-কোলে !
ভীষণ প্রলয় ঝড়ে, বিশ্ব বুঝি যায় উড়ে,
থড় থড় ঘোর নাদে, ঘোর নিশাকালে,
গর্জ্জিতেছে অষ্টবজ্র মিলি এককালে !
গর্জ্জিতেছে প্রভঞ্জন ভীম বেগে রুষি,
উড়াইছে রণস্থলে রণরক্তরাশি ;
রক্তে ডুবাইতে সৃষ্টি, করিছেন রক্তবৃষ্টি,
ত্রিলোক-সংহার-কর্ত্তা কৈলাসেতে বসি ;—
ভয়ঙ্কর বেশে দেখা দিল এ তামসী।

(নেপথ্যাভিমুখে) একি ! একি !—

ভয়ঙ্করা কালী এ যে রণে দিল হানা,
লট্ট পট্ট কেশজাল করালবদনা,

ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কারে, কাঁপাইছে চরাচরে,
ভীম ভুজে ভীম অস্ত্রে বাজিছে ঝঞ্ঝনা,
প্রলয়-সংসার-মূর্ত্তি বিঘোর বরণা!
ভ্রূকুটি-বিভঙ্গ মুখে অট্ট অট্ট হাস,
বিশ্বনাশী কালানল লোচনে প্রকাশ,
লোল-জিহ্বা লক্ লক্ ভালে অগ্নি ধক্ ধক্,
কড়মড় ভয়ঙ্কর বিকট দশন,
দৈত্য-নাড়ী-গাঁথা-অস্থি ভীষণ ভূষণ।
শব-মুণ্ড-মালা গলে, বিশ্ব-বিনাশিনী,
ভীমা ভীম-প্রিয়া ভীম ভীষণ-ভাষিণী!
ভৈরব পিশাচ-দলে- যুটিতেছে পালে পালে;
সঙ্গিনী—যোগিনী মাতৃ বিকট-হাসিনী,
ছিন্ন ভিন্ন দৈত্য দল-মুণ্ড-বিলাসিনী।
ঝর ঝর মুণ্ডমালে ঝর্ঝর শোণিত,
পলকে করিছে পান প্রেত অগণিত,
পদভরে টলমল, স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল,
সৃক্কদ্বয়ে রক্ত-স্রোত বেগে প্রবাহিত,
অকাল প্রলয়-মূর্ত্তি আজি উপনীত!
দেব-রণ-বাদ্য বাজে ভয়ঙ্কর রবে,
ভয়ঙ্করা মহাকালী পশিলা আহবে,
নির্ভয়ে দিব এ প্রাণ, কালী-পদে বলিদান,
পলায়ে কলঙ্ক কভু রাখিব না ভবে,
পলাইলে দৈত্যনাথ রুদ্রেশ রুষিবে।

(সঙ্গিনীদল সহ কালিকার প্রবেশ)

এস, গো রুদ্রাণি! শিবে! প্রবেশ সমরে,
আদ্যাশক্তি, শুক্তি এবে দেখাও আমারে,

নিখিল প্রলয়ঙ্করী, সংহার-মূরতি ধরি,
এসেছ, শিবানি, আজি বধিতে শৈবেরে,
দেখি, দুর্গে! বাঁচি কিম্বা মরি তব করে!

গৌরী।—কালপূর্ণ দৈত্য! তোর বিলম্বে কি কাজ!
শেষ অসি ধরেছিস্ করে তুই আজ।

(যুদ্ধে, রক্তবীজের পতন, রক্তবীজের ছিন্নমুণ্ড লইয়া কালিকার রক্তপান, পিশাচদলের রক্তবীজের দেহস্থ রক্ত সমুদায় পান)

(নিশুম্ভের প্রবেশ)

নিশু।—একি দুর্গে! একি বেশ! চিনিতে না পারি,
প্রলয়-সংহার-মূর্ত্তি ধরেছ, শঙ্করি!
বরণ কালিমাময়, লোহিত লোচনত্রয়,
দৈত্য-মুণ্ড-মালা গলে, দৈত্য-চর্ম্মাম্বরি,
নাশিয়াছ রক্তবীজে তুমি, রুদ্রেশ্বরি!
দানবকুলের আশা নাহি দেখি আর,
দুর্গাকরে দৈত্যকুল হলো ছারখার,
বিনাশিতে শৈবদলে, শিবানী সমরস্থলে!
ভীম ভুজে খড়্গ দৈত্যে করিতে সংহার,
বুঝিলাম দৈত্য-শূন্য হবে এ সংসার!

গৌরী।—দৈত্যকুল নির্ম্মূলিতে সঙ্কল্প আমার,
অচিরেই দৈত্যকুল করিব সংহার।

নিশু।—তথাপি গো প্রাণপণে, যুঝিব তোমার সনে;
দেখি উগ্রচণ্ডা শক্তি কালিকা তোমার!
এস, দুর্গে! বিলম্বেতে কিবা ফল আর!

(যুদ্ধে দেবগণের প্রবেশ, সকলের এককালীন অস্ত্রাঘাতে নিশুম্ভের পতন ও মৃত্যু)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শুম্ভের অন্তঃপুরস্থ দেবালয়।

মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখ।

(শান্তা ও শুভ্রার প্রবেশ)

শান্তা।—অকস্মাৎ কেন মনে জ্বলিল আগুন ?
দেখিতে দেখিতে হায়, হইছে দ্বিগুণ !
অকস্মাৎ কেন, দিদি ! পরাণ উঠিল কাঁদি ?
না জানি কি সর্ব্বনাশ ঘটিল এখন,
আপনি হতেছে মন দুঃখেতে মগন।
না বলিয়া হৃদয়েশ গেলেন সমরে,
অকূল পাথারে হায়, ফেলি অভাগীরে,
প্রেমচিহ্ন হৃদে রাখি, হৃদ্‌-পিঞ্জরের পাখী
উড়িয়া গিয়াছে হায় হৃদে শেল হানি !
আর কি পাইব আমি সুখের যামিনী ?

শুভ্রা।—শান্ত হও, শান্তা ! তুমি হয়ো না ব্যাকুল,
হেন হীনভাগ্য কভু নহে দৈত্যকুল !
বস তুমি মোর পাশে, পূজি আমি ব্যোমকেশে,
এ দুর্গমে দুর্গাপতি করিবেন দয়া,
নাহি জানি কেন এত বাম মহামায়া !

শান্তা।—সারা নিশি নিদ্রা নাই নয়নে আমার,
দেখেছি কুস্বপ্ন কত কি কহিব আর!
দেখিয়াছি রণরঙ্গে, চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে
কাল-প্রলয়ের বেশ শিবানী উমার,
নাশিছেন দৈত্যদলে করি মহামার!
কালানলবর্ষী ঘোর ঘূর্ণিত লোচন,
হানিছেন তীক্ষ্ণ বাণ ধরি শরাসন,
ঘোর ভয়ঙ্কর দৃশ্য, শোণিত-সাগরে বিশ্ব
ডুবাইতেছেন ভীমা ক্রোধের উত্তেজে,
অসি'ঘাতে নাশিলেন দেবী রক্তবীজে।
ঘোর ঘূর্ণবায়ু সম ঘূরি রণস্থলে,
মহামারে নাশিছেন দৈত্যদল-বলে,
করে দৈত্যমুণ্ড ঝোলে, দৈত্যমুণ্ডমালা গলে,
বিকীর্ণ মূর্দ্ধজা-জাল, চরণ চঞ্চল ;—
না জানি নাথের কিবা হল অমঙ্গল!

শুভ্রা।—ব্যাকুল হয়ো না, শান্তা! শান্ত কর মন,
কপালে যা আছে, তাহা কে করে খণ্ডন!
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা, অবশ্য ঘটিবে তাহা,
দৃঢ় হও, হয়ো না ক বিষাদে মগন,
যা আছে দুর্গার মনে ঘটিবে এখন।

(নেপথ্যে দুন্দুভিধ্বনি)

শান্তা।—অকস্মাৎ কেন এই দুন্দুভি বাজিল!
আবার কে বল, দিদি, সমরে সাজিল?
দূরে কোলাহল ঘোর,—ভেঙ্গেছে কপাল মোর!
হায়, দিদি, সর্ব্বনাশ হয়েছে আমার!

শুভ্রা।—কালরণে বুঝি সব হলো ছারখার!

(ব্যস্তভাবে শুম্ভের প্রবেশ।

শুম্ভ।—(মন্দিরস্থ শিবমূর্ত্তির প্রতি করযোড়ে)
দৈত্যনাথ! বিশ্বম্ভর! পিনাকী! ত্রিশূলী!
ভোলানাথ! থেক নাক এ কিঙ্করে ভুলি।

(শুভ্রার প্রতি)

চলিনু দেখিতে রণে দুর্গার শোণিত,
এই বুঝি শেষ দেখা তোমার সহিত!

শুভ্রা।—কেন, নাথ! তুমি কেন যাইছ আবার,
সমরে ত গিয়েছেন দেবর আমার?

শুম্ভ।—দেবর তোমার আর নাহি ভূমণ্ডলে,
প্রাণ ত্যজিয়াছে বীর কালিকার শেলে।

শান্তা।—ওগো মা!—কি হল! এই ছিল কি কপালে!

(পতন)

শুম্ভ।—ধন্য সাধ্বি! ভাগ্যবতী তুমি এ সংসারে—
যদি প্রাণ সঁপে থাক শমনের করে।

শুভ্রা।—(শান্তার নিকটস্থ হইয়া)
নাথ!
তাহাই হয়েছে, দেখ নিস্পন্দ শরীর,
চঞ্চল নয়ন দুটি নিমীলিত—স্থির!
পতির বিয়োগ-শোকে, আঘাত—কোমল বুকে
লাগিল বিষম, প্রাণ ত্যজিল ভগিনী—
এড়াইল সব জ্বালা পতি-সোহাগিনী।

শুম্ভ।—বুঝিলাম ভ্রাতৃজায়া বড় ভাগ্যবতী,
বড় দয়া ধূর্জ্জটীর শান্তা সতী প্রতি।
যা হোক আদেশ এবে কর প্রহরীরে,
রাখিতে শান্তার দেহ ক্ষণকাল তরে;—

রয়েছে ভ্রাতার দেহ সমর-প্রাঙ্গণে,
ভ্রাতৃজায়া-দেহ এবে থাকুক এখানে,
বলি দিব প্রাণ আমি কালিকার শূলে,
শান্তার, তোমার দেহ যাবে রণস্থলে,—
চারি দেহ দগ্ধ হবে এক চিতানলে।

(পরিচারিকাদ্বয়ের প্রবেশ)

লয়ে যাও শান্তা-দেহ শান্তার মন্দিরে,
যাও, রাখ গিয়ে ইহা ক্ষণেকের তরে।

[শান্তার দেহ লইয়া পরিচারিকাদ্বয়ের প্রস্থান।

শুভ্রা।—কি করিলে, কি করিলে, হৃদয়-ঈশ্বর!
সর্ব্বনাশ হল, ছাড় ছাড় এ সমর।
দৈত্যকুল হল ধ্বংস, ছারখার দৈত্যবংশ,
ছাড় এ সমরলিপ্সা—কাজ নাই আর,
রুদ্রাণী উদ্যতা আজি নিধনে তোমার।
চল যাই ধরি গিয়ে মায়ের চরণ,
অভয়-চরণে চল লই গে শরণ,
গুরুপত্নী গৌরীসনে, যেও না যেও না রণে,
রুষিবেন ত্রিপুরারি দেব ত্রিলোচন ;—
চল দুই জনে যাই কালিকা-সদন।

শুম্ভ।—হায় দৈত্যকুলেন্দ্রানি! এই কি উচিত বাণী
তোমার এখন? হায়, গিয়াছে সকলি,—
হারায়েছি ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বান্ধব-মণ্ডলী!
জীয়ে রব দগ্ধ হতে, চিরশোক-অনলেতে?
শুষ্ক বৃক্ষপত্র সম থাকিব কি পড়ি,—
সংসার-বৃক্ষের তলে যাব গড়াগড়ি?
হাসিবে যে দেবরাজ, ত্রিসংসার দিবে লাজ,—

কখন না, কখন না, কখন না হবে,
দেখিব, দেখিব আজি কি হয় আহবে।
শিবানীর রণে প্রাণ যাইবে আমার,
ঘুষিবে আমার যশঃ এই ত্রিসংসার।—
দয়াময়! দৈত্যনাথ! স্মরিয়া তোমারে
চলিলাম চামুণ্ডারে ভেটিতে সমরে।

[প্রস্থান।

(বারিপূর্ণ ঘট লইয়া শুভ্রার শিব-সন্নিধানে স্থাপন,
শুভ্রার হস্তচ্যুত হইয়া ঘট পতিত ও ভঙ্গ হওন)

শুভ্রা।—(কাতর হইয়া)
কেন না নিলেন পূজা, আজি ত্রিলোচন?
ঘোর অমঙ্গল আজি করি দরশন!
ভাঙ্গিল মঙ্গল-ঘট, ভাঙ্গিল হৃদয়-ঘট,
দানবকুলের ভাল না দেখি এখন,
পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে নানা অলক্ষণ।
হে দেব ত্রিপুর-অরি! শিব! সতী-পতি!
কেন এত অবহেলা দৈত্যকুল প্রতি?
কৃপাময় কৃপাধার! কেন কৈলে ছারখার
তোমার রক্ষিত যত দিতির সন্ততি?
তোমা বিনা নাহি যে গো দৈত্যদের গতি।
উঠেছিল মহোন্নতি-মার্গে দৈত্যকুল,
দিয়াছিলে দৈত্যকুলে ঐশ্বর্য্য অতুল,
এবে তব কৃপা-সরঃ, শুকায়েছে, বিশ্বম্ভর!
মীন সম দুঃখ-পঙ্কে পেতেছি যাতনা,
দলিছেন পদতলে দেবী ত্রিনয়না!
আশার অর্ণবযান, ভেঙ্গে হলো খান খান,

প্রলয় সমর-ঝড়ে হেলায় তোমার,
ডুবিনু অতল জলে সকলে এবার।
দানবনিকরে রক্ষ, দানব-রক্ষণ!
ডুবা'ও না, দয়াময়! এই নিবেদন।

(নয়ন মুদিত করিয়া ধ্যান)

(সচকিতে)—

এ কি! এ কি!
এ কি ভয়ঙ্কর আজ করি দরশন,
নাহি আশুতোষ-মূর্ত্তি হরের এখন!
লট্ট পট্ট জটাজাল, গরজে ফণিনী কাল,
ত্রিফল ত্রিশূল করে আকার ভীষণ,
ক্রোধাগ্নি জ্বলিছে ভালে বিশ্ববিনাশন!
প্রভাতের চন্দ্র যথা বিবর্ণ বরণ—
তারাদল-হারা;—বিরহিত সঙ্গিজন
জীবিত-ঈশ্বর মোর, মরি সমরেতে ঘোর,
ভগ্নচিত্ত হায়, এবে হতাশ-নয়ন!—
কি করিলে, কি করিলে, দেব ত্রিলোচন!
এতই তোমার ছল! এই কি ভক্তির ফল
ফলিল এখন? আর সহে না অন্তরে,
যাই রণে, দেখি গিয়ে হৃদয়-ঈশ্বরে।

[প্রস্থা

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যুদ্ধস্থল।

(শুম্ভের প্রবেশ)

শুম্ভ।—ভগ্ন যথা তুঙ্গ শৃঙ্গ প্রলয়ের ঝড়ে,
পতিত ধূম্রলোচন মুদিত লোচনে ;
চণ্ড মুণ্ড দুই ভাই পড়িয়া অসাড়ে,
বিদূরিছে রণ-শ্রান্তি যেন ধরাসনে ;
নিপতিত রক্তবীজ রক্ত-শূন্য কায়,
ধরণী কাঁপিত সদা যার পদভরে,
বাহু বিস্তারিয়া এবে সেই বীর হায় !
আশ্রয় ধরার কাছে মাগিছে কাতরে ;
নিপতিত ধরাপৃষ্ঠে প্রাণের সোদর,
শতধা বিক্ষত বক্ষ ভাসিছে শোণিতে,
(হিমাচল-অঙ্গে যেন শোণিত-নির্ঝর)
দেখিছে আমারে যেন স্থির নয়নেতে !
কি কাজ সংসারে আর কি কাজ জীবনে !
ত্রিলোকের আধিপত্যে কি সুখই বা আর !
হারাইয়া ভ্রাতা, জ্ঞাতি, আত্মীয়, স্বজনে,
একাকী কি সন্তরিব শোক-পারাবার ?
সুখের সাগর মোর শুকায়েছে মরি !
প্রমোদ-উদ্যান ত্যজি, কে করিতে চাহে
মরুভূমে বাস ? আর সহিতে না পারি
বিষম যন্ত্রণা বন্ধু-বান্ধব-বিরহে !

লই আগে প্রতিশোধ শাস্তিয়া গৌরীরে
দিই আগে রসাতলে ত্রিদিব-প্রদেশ,
ছিটাই কালীর কালি আগে এ সংসারে,
অবশেষে করিব এ যন্ত্রণার শেষ ;—
ওই আসিতেছে কালী ভয়ঙ্কর বেশে,
দেখি আজ এ সমরে কে কারে বিনাশে।

(শুম্ভের প্রস্থান,—নেপথ্যে যুদ্ধ,—গৌরীর কেশ ধারণ করিয়া পুনঃপ্রবেশ)

শুম্ভ।—রক্ষ, আদ্যাশক্তি ! এবে রক্ষ আপনারে,
কেশ ধরে শূন্যমার্গে ঘূরাব তোমারে।

গৌরী।—কোথা ওহে মহাযোগী—গৌরীপতি—হর !
যোগ ভঙ্গ করি ক্ষণ হের এ দাসীরে,
বিষম সমরে, নাথ, হয়েছি কাতর,
যায় বুঝি প্রাণ দুষ্ট দানবের করে !
এ দাসীরে দেহ বল, দেব ত্রিপুরারি !
পতির বলেতে বলী অবলা সতত,
এ হেন লাঞ্ছনা আর সহিতে না পারি,
কেশে ধ'রে দৈত্য মোরে ঘূরাতে উদ্যত।

(শূন্যে মহাদেব)

অরে রে বর্ব্বর শুম্ভ ! দুষ্ট ! দৈত্যাধম !
হরের প্রদত্ত বর ঘৃণিত করিলি ?
শঙ্করের অনুগ্রহে কৈলি অপমান ?
ত্রিদিবের আধিপত্য—স্বর্গ-সিংহাসন—
অতুল ঐশ্বর্য্যরাশি লভিয়া দুর্ম্মতি
তৃপ্ত নহ তাহে ? মত্ত হয়ে অহঙ্কারে,
অবশেষে সতী-কেশ করিলি ধারণ ?

আমার বলেতে বলী,—অবহেলি তাহা,
সতী-অপমানে আজ হইলি প্রবৃত্ত ?
অহঙ্কার আজি তোর চূর্ণিব কুমতি—
হরিলাম আমি তোর সকল শকতি।

(মহাদেবের অন্তর্ধান)

শুম্ভ।—(সতীর কেশ ত্যাগ করিয়া)

বুঝিলাম,—বুঝিলাম হায় রে এখন,
আর রক্ষা নাহি মোর—বুঝিনু নিশ্চয় !
বাম আজি অভাগায় দেব ত্রিলোচন,—
না পারি তুলিতে আর নিজ ভুজদ্বয় !
বুঝিনু সংসার হায়, বৃথা মায়াময়,
বেষ্টিত সকলে ভবে ঘোর মায়াজালে,
চিরোন্নতি অনিবার কেহ নাহি পায়,
স্বল্প দিন তরে সব এ ভবমণ্ডলে।
স্বল্প দিন—স্বল্প দিন, হায় রে সকল !
নির্ব্বাণ হইল এবে দৈত্য-দর্পানল !

(বেগে শুভ্রার প্রবেশ)

শুভ্রা।—(গৌরীর চরণে পতিত হইয়া)

রক্ষ রক্ষ, রক্ষাকালি ! রক্ষ এ দাসীরে,
কৃপা কর, কৃপাময়ি ! ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি !
ব’ধ না ব’ধ না, মাতঃ, মোর প্রাণেশ্বরে,
জগদম্বে ! তুমি, গো মা জগত-ঈশ্বরী !
বধিবে নাথেরে যদি, বধ আগে মোরে,—
ঘুচাও জঞ্জাল আগে;—লতা পাতা কাটি
অতঃপরে জননি গো, কাট তরুবরে ;
রক্ষা কর—ছাড়িব না এ চরণ দুটি।
গলায় পা দিয়ে, দেবি, বধ আগে মোরে,

কিম্বা হান ভীম শেল হৃদয়ে আমার,
তার পর ব'ধ তুমি দনুজ-ঈশ্বরে,
চরণে চরম ভিক্ষা এই গো আমার।
শুভদা, বরদা তুমি জগত-জননী,
এই কি তোমার কাজ? বিনা অপরাধে
আপন সন্তানগণে নাশিলে, শিবানি?
শৈবদলে দয়াময়ি, নাশিলে অবাধে!
এই কি উচিত তব? একেরে তুষিলে
অপর সন্তানে বধি? কি দোষে গো দোষী,
বল, এ দানবকুল ও পদ-কমলে?
বল কি দেখেছ হেন অপরাধরাশি?
কি দোষ পাইয়া বল, বল, গো ঈশানি!
ধরিলে সংহার-মূর্ত্তি দৈত্যকুল প্রতি?
এই কি তোমার ধর্ম্ম, জগত-জননি?
শিবভক্ত শৈবকুলে নির্ম্মূলিলে, সতি!
বরদে গো! আর কিছু চাহি না চরণে,
জীবিতের প্রাণ মোর ভিক্ষা দেহ মোরে!
ত্রিলোকের আধিপত্য, স্বর্গ-সিংহাসনে
চাহি না আমরা, উহা দেহ বাসবেরে।
হয়ে রব চির দিন ইন্দ্র-অনুগত,
শ্রীচরণে এই শেষ ভিক্ষা মাগি, মাতঃ!

শুম্ভ।—হেন নীচ অভিলাষ কেন তব মনে
দৈত্য-কুলেন্দ্রানি? হায়, চাহ বাঁচিবারে
চিরকাল হীনভাবে ইন্দ্রের অধীনে!
মরিতে ত হবে, স্থির কি আছে সংসারে?
দৈত্যকুল-চূড়া আমি ত্রিদশ-দমন,
পদতলে স্থিত মোর এই ত্রিসংসার,

বাসব কিঙ্কর মোর জানে ত্রিভুবন,
বাসবের অধীনতা করিব স্বীকার!
(গৌরীর প্রতি)
কি আর ভাবিছ, দেবি! বধ ত্বরা মোরে;
না চাহি ধরিতে আমি আর এ জীবন,
কি আর আমার তুমি রেখেছ সংসারে,
নাশিয়াছ জ্ঞাতি, বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন।
মরিতে ত হবে এই নশ্বর সংসারে,
মরি তবে এই বেলা, জগত-জননি!
গুরুপত্নী তুমি মাতঃ, মরি তব করে
বৈকুণ্ঠ-লোকেতে আমি যাই গো এখনি।
শুনেছি প্রতিজ্ঞা তুমি করেছ, ঈশানি!
বিনাশিতে দৈত্যকুলে; পাল সে প্রতিজ্ঞা,—
না হলে কলুষ তব ঘুষিবে মেদিনী,—
তব পদে দিতে প্রাণ দেহ, দেবি! আজ্ঞা।
ধর অস্ত্র, করি আমি সন্তানের কাজ,
রাখি মাতৃ-পণ দিয়ে নিজ প্রাণ আজ।
(গর্ব্বিত লোচনে গৌরীর প্রতি দৃষ্টি, গৌরী নিরুত্তর)
ভবানি! সম্মতি তবে দিল গো নীরবে,
কি ফল বিলম্বে আর তবে, হর-রমে!
জগদম্বে! দৈত্য-মাতঃ! পড়ুক গো তবে
শেষ-যবনিকা আজ দৈত্য-রঙ্গভূমে।

(কালিকার শূলাগ্রে শুম্ভের পতন)
(শুভ্রার পতন)

যবনিকা পতন।

প্রেম-পারিজাত

বা

মহাশ্বেতা।

(গীতি-নাট্য)

মান্যবর

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীচরণ অধিকারী

মহাশয়কে

আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ

কৃতজ্ঞতার উপহার স্বরূপ

অর্পণ করিলাম।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুণ্ডরীক	...	...	...	নায়ক।
কপিঞ্জল	...	...	...	পুণ্ডরীকের বন্ধু।
মহাশ্বেতা	...	...	...	নায়িকা।
কনকলতা সেফালিকা তরলিকা	...	...	...	মহাশ্বেতার সখী

চন্দ্রদূত।

প্রেম-পারিজাত।

প্রথম অঙ্ক।

অচ্ছোদ-সরোবর।

(গীত গাইতে গাইতে মহাশ্বেতা, তরলিকা, সেফালিকা ও কনকলতার প্রবেশ।)

গীত—নং ১।

চল প্রাণ-স্বজনি লো পুণ্য-সরোবরে।
(চল স্বজনি লো চল, সরোবরে।)
শোভিছে সরসী-জল, ফুটিছে কমলদল,
চঞ্চল অলিদল, আনন্দেতে গুঞ্জরে।
বিমল সরসী-নীরে রাজহংস কেলি করে,
পঞ্চমে তরুশিরে, পিককুল কুহরে।

মহা। দেখ দেখ, সই! সরোবরে ওই
ফুটেছে বিমল নলিন লো,—
নিশি-আমোদিনী, চাঁদ-সোহাগিনী,
কুমুদিনী ওই মলিন লো!
বিষাদে এখন, ঢেকেছে বদন,
চাঁদের বিরহে বিধুর লো!

গুন্ গুন্ করি, ভ্রমর ভ্রমরী,
গাইছে মধুর মধুর লো!

সেফা। থাক্ থাক্ সই কুমুদ কমল
কান্না হাসির ভরে,
জলের ব্যাপার দেখ্‌ব যখন
নাম্‌ব সরোবরে!

কন। তবে—
আয় সখি, আয় কুসুম তুলে
গাঁথি লো মোহন হার,
দুলিয়ে সখীর কোমল গলায়
দেখাই লো বাহার।

সেফা। তোল্ সখি, তোল্ যতন করে
সাধের চাঁপা ফুল—
হবে সখীর কানের দুল।

তর। সোণার বরণ, সোণার কিরণ,
সোণার চাঁপা ফুল,
গাছের ডগায়, পাতার আগায়,
রূপের নাইক তুল।

কন। কঠিন লতা, অপরাজিতা,
নীল বরণের ফুল,
লতার ডগায় পাতার আগায়
রূপের নাইক তুল।

তর। সখি! এটি কি ফুল?

সেফা। এটি সেটি নয় লো ওটি,
প্রেম-মল্লিকা নামটি ওর;—
বিশদ বরণ, বিশদ বসন,
বিশদ রূপের নাই লো ওর।

তর। আমি তুলি একটি ওর! (পুষ্পচয়ন)

মহা। তুল না, তুল না, তুল না, স্বজনি!
কিশোর কুসুম-কলিকা ওটি,—
চাই না মালিকা, তুল না কলিকা,
ধরি লো তোমার চরণ দুটি।
অকালে কলিকা, তুলিয়া দলিয়া,
কি সুখ পাইবে বল না, সই!
চল চল সখি, যূথিকা-নিকটে,
শত শত ফুল ফুটেছে ওই।

সেফা। ছি লো তরলিকা।
তুমি বড় অরসিকা!
তুল্‌তে গেছ সোহাগ করে কিশোর ওই কলিকা!

গীত নং—২।

কিশোর কুসুম-কলি তুল না, ধনি,—
সুখ পাবে না প্রাণ-স্বজনি।
কুসুম-কলিকা, নব বালিকা,
মধুবিহীনা বিনোদিনী;
কোমল ফুলে, অকালে দলিলে,
নাশিবে ভাবী মধুর খনি।

সেফা। ফাটুক আগে মুকুলটি, সই,
ফুটুক আগে ফুল,
দেখ্‌বে তখন নব যৌবন,
করবে প্রাণাকুল।

কন। আবার—

মধুর আশায়, প্রেম-পিপাসায়,
ছুট্‌বে অলিকুল।

মহা। অদূরে ওই প্রাণ-স্বজনি, দেখ্ লো কুঞ্জবন,
লতায় লতায় পাতায় পাতায় মোহন আবরণ।

কন। হায়, সখি! হায়, কুঞ্জবন, প্রেমের নিকেতন,
বংশীধারী রাই-কিশোরীর, প্রেমের সম্মিলন।

তর। কাল রূপের মোহন ফাঁদ,
কুঞ্জে আসেন ব্রজের চাঁদ।
বংশী করে প্রেমের ভরে,
রাই কিশোরীর প্রেমের তরে।

সেফা। প্রেমের আধার, প্রেম-পারাবার,
প্রেমের তরীখানি,
প্রেমের মণি, প্রেমের খনি,
প্রেমের কমলিনী।
প্রেমের বাঁশী, প্রেমের ফাঁসি,
প্রেম-কদম্ব-মূলে,
প্রেমের মালা, প্রেমের গলায়,
প্রেমের ভরে দুলে।

কন। গোপনে প্রেম কুঞ্জবনে, ছিল না জঞ্জাল,
কোথ্‌থেকে কুটিলে মাগী ঘটালে সই কাল।

সেফা। হাঁদাপেটা আয়ান এলো হোঁৎকা নাদা নিয়ে,
লুকুলেন রাই কমলিনী শ্যামের পাশে গিয়ে।

মহা। একি! একি!
সহসা পূরিল বন কিসের সৌরভে?

কন। সত্য সখি!—কিসের সৌরভে?

তর। ফুটেছে কি পারিজাত স্বর্গীয় গৌরবে!

মহা। পারিজাত ফুটে, সই, নন্দন-কাননে,
কেমনে সৌরভ তার আসিবে এখানে ?
কন। চঞ্চল দক্ষিণানিল বহিছে উল্লাসে,
আনিতেছে পরিমল এ বিজন দেশে।
তর। আমোদিত বনস্থলী, সরোবর-তীর,
মজাইল মন প্রাণ, মলয় সমীর।

গীত—নং ৩।

চিত মাতিল, সখি রে !
মাতিল জীবন—
মাতিল জীবন, মাতিল রে মন,
মাতিল মন !
ফুল-পরিমল, বন মাতাইল,
মরি পরিমল মোহিল মন !

মহা। স্বর্গীয় সৌরভে প্রাণ হইল আকুল,
চল, সখি, দেখি গিয়ে কোথা সেই ফুল।
তর। কোথা যাব বল, সখি, দেখিতে না পাই।
সেফা। বায়ুর আঘ্রাণ ধরে চল, সখি, যাই।
মহা। বনদেবী ভ্রমিছেন বুঝি এ বিজনে,
চল করি অন্বেষণ, মিলি সখীগণে।

গীত নং—৪।

চল চল, সহচরি, ত্বরায় চল লো।
(চল চল সখি; ত্বরায় চল লো)
কোথা হতে বনানিল, পরিমল আনিল,
করিল জীবনাকুল, প্রাণ মোহিল।
[ওলো ওলো সখি, প্রাণ মোহিল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

লতা-কুঞ্জ।

[পুণ্ডরীক ও কপিঞ্জল উপবিষ্ট।]

[উভয়ের গীত।]

গীত নং—৫।

"দয়াময় তোমা হেন কে হিতকারী।
সুখে দুঃখে সম বন্ধু এমন কে—
পাপ-তাপ-ভয়-হারী!
সঙ্কট-পূরিত ঘোর ভবার্ণবে
তারে কোন্ কাণ্ডারী—
কার প্রসাদে, দূর-পরাহত
রিপু-দল-বিপ্লব-কারী।
পাপ-দহন, পরিতাপ-নিবারি,
কে দেয় শান্তির বারি—
ত্যজিলে সকলে, অন্তিম কালে,
কে লয় ক্রোড় প্রসারি!"

কপি। অচলা ভকতি রাখ বিভু-পদাম্বুজে,
যে পদে অনন্ত শান্তি সতত বিরাজে।

পুণ্ড। গগনের মধ্যভাগে হের দিবাকরে,
প্রণমি বিভুর পদে চল সরোবরে।

কপি। পবিত্র করিয়া দেহ সুপবিত্র নীরে,
ডাকিব পবিত্র মনে পরম-ঈশ্বরে।

পুণ্ড। আনন্দে করিব, সখে! বিভু-গুণ গান
আনন্দে তুলিব, সখে! সুপবিত্র তান।

[নেপথ্য হইতে গীত গাইতে গাইতে মহাশ্বেতা
ও তরলিকার প্রবেশ]

গীত—নং ৬।

এই, সই, সেই পরিমল ;—
ঘ্রাণে যার মন প্রাণ মাতিল।
চল চল, সহচরি, দেখি গিয়ে ত্বরা করি
কেমন কুসুম, কোথায় ফুটিল—
ঘ্রাণে যার মন প্রাণ মাতিল!

পুণ্ড। পশিছে সঙ্গীত-সুধা শ্রবণ-বিবরে,
দেববালাগণ বুঝি এল সরোবরে।

তর। (মহাশ্বেতার প্রতি)
ওই সে কুসুম দেখ দেখ, সহচরি,
শোভিতেছে মনোরম সুষমা বিস্তারি।

মহা। শ্রবণে যাঁহার সখি, কুসুম-কুণ্ডল,
কি সুন্দর দেখ তাঁর বদনমণ্ডল।

তর। তাই কি দেখিছ, সখি! পিপাসিত লোচনে,
কুসুমের কথা সব ভুলিলে কি ললনে!

মহা। সুন্দর কুসুম শোভে সুন্দর বদনে,
শোভার আধার হের, ওই তপোধনে।

তর। তেজোময় পুষ্টকায় তাপস যুবক,
তপোবলে যৌবনেতে উজল পাবক।

মহা। পবিত্র তাপস-দেহ, পবিত্র অন্তর,
পরম পবিত্র মূর্ত্তি, আঁখি-প্রীতিকর।

গীত—নং ৭ ।

মরি কি সুন্দর !
সখি, বারেক নেহার লো,—
দেবতা-নিন্দিত রূপ,
বারেক নেহার লো—
সুন্দর শ্রবণ-মূলে, সুন্দর কুসুম দোলে,
সুন্দর পরিমলে, চিত মাতিল রে—
বিমোহিত হল, সখি, অবলা-অন্তর !

তর । দেবাকৃতি তপোধনে করহ প্রণাম,
তুষিলে তাপসে হবে পূর্ণ মনস্কাম ।

(উভয়ের প্রণাম)

কপি । সিদ্ধকাম হও—কর আতিথ্য গ্রহণ,—
অতিথি-সৎকার ধর্ম্ম করি গো পালন ।

তর । তব আশীর্ব্বাদ, দেব, লইলাম শিরে !
ত্বরায় যাইব মোরা সরোবর-তীরে !

কপি । কি লাগিয়ে, সুলোচনে, হেথা আগমন ?
বাধা নাহি থাকে যদি করহ বর্ণন ।

তর । অচ্ছোদ-সরসী-নীরে স্নান করিবারে,
এসেছিনু মোরা, দেব ! পবিত্র অন্তরে ।

কপি । পরম-ঈশ্বর পিতা পবিত্রতা-গুণে,
রাখুন পবিত্র ভাব ও-কোমল মনে ।

তর । মোহিতা সঙ্গিনী মম কুসুম সুবাসে,
আসিয়াছি দেব ! তাই দরশন আশে ।

পুণ্ড । নন্দন-কানন-জাত পারিজাত ফুল,
সুপবিত্র পরিমল সুষমা অতুল !

দেবরাজ পৌলোমীর সোহাগের ধন,
বাসনা যদ্যপি হয় করহ গ্রহণ।

(কর্ণ হইতে পুষ্প মোচন।)

তর। ধর, প্রাণ-সহচরি, কুসুম রতনে,
ধর ধর দিতেছেন তাপস যতনে।

মহা। লব না কুসুম, নাশি শোভা মনোহর,
সুন্দর শ্রবণে ফুল শোভিছে সুন্দর!

পুণ্ড। সুন্দর শোভিবে ফুল ও সুচারু করে,
উল্লাসিত পারিজাত পৌলোমী-আদরে।
বনবাসী-উপহার ধর, সুবদনে,
অতিথি হয়েছ যদি এই তপোবনে।

তর। ধর, সখি, তাপসের এই উপহার।

পুণ্ড। দীন তাপসের দান অযোগ্য তোমার।

মহা। অমূল্য রতন উহা নহে দীন-দান,
অবশ্য লইব উহা করিয়া সম্মান।

পুণ্ড। ধর, শুভে! দীন-জন-দীন-উপহার,
বনফুলে করিতেছি অতিথি-সৎকার!

পারিজাত পুষ্প মহাশ্বেতার শ্রবণ-মূলে পরাইয়া
দিতে অজ্ঞাতসারে পুণ্ডরীকের হস্ত হইতে
অক্ষমালা পতন, মহাশ্বেতা তুলিয়া
লইয়া গলদেশে ধারণ।

তর। স্নান সমাপন করি দাঁড়ায়ে জননী।
বিলম্ব করো না ত্বরা চল, লো স্বজনি!

মহা। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া)
কি যেন পশ্চাৎ হ'তে করে আকর্ষণ,
যাইতে না সরে মন ত্যজি এ কানন।

গীত নং—৮।

হারালেম প্রাণ—বিজন কাননে।
সহচরি রে, চলিতে না পারি রে,
কাঁপিছে চরণ, সঘনে।
প্রাণসখি রে, চল পুনঃ দেখি রে,
নয়ন ভরিয়ে, মানস-মোহনে।

কপি। সখে পুণ্ডরীক! একি! তোমার অক্ষমালা কোথায় গেল

পুণ্ড। (অধোবদনে) তাই তো সখে! কোথায় ফেল্লেম!

কপি। উত্তম! তাপসোচিত কার্য্য বটে! তোমার নিজের অক্ষ মালা তুমি কোথায় ফেলেছ জান না। কিন্তু যা হউক, আমি দেখি দিচ্চি—ত্বরায় উহা গ্রহণ কর। ঐ মায়াবিনী গন্ধর্ব্বকন্যা তোমা অক্ষমালা হরণ করে গমন করেছে, এখনি উহা গ্রহণ কর। কি আশ্চর্য্য! তোমার হস্তস্থিত অক্ষমালা পতিত ও অপহৃত হল, তু তার কিছুই জান্‌তে পার্‌লে না! এত জ্ঞানশূন্য হয়েছ? পুণ্ডরীক ঐ যুবতী কেবল তোমার অক্ষমালা হরণ করে যাচ্চে না, তোমার অবধি সঙ্গে লয়ে যাচ্চে। সাবধান!

পুণ্ড। সখে! আমাকে অন্যরূপ বিবেচনা করো না, আমি দুর্ব্বিনীতা বালিকার দোষ কখনই ক্ষমা কর্‌বো না, (মহাশ্বেতার প্রতি চপলে! আমার অক্ষমালা আমাকে না দিয়ে তুমি কখনই এ স্থ হতে যেতে পার্‌বে না!

মহা। দেব! আমি আপনার অক্ষমালা হরণ করি নাই। প ত্যক্ত দ্রব্য বলে আমি উহা গ্রহণ করেছিলেম।

পুণ্ড। যাহা হউক, সুন্দরি! অক্ষমালা তাপসের ব্যবহা দ্রব্য, উহাতে তোমার বিশেষ কোন উপকার দর্শিবে না, অত আমার অক্ষমালা আমাকে প্রত্যর্পণ কর।

মহা। দেবজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[অক্ষমালা ভ্রমে কণ্ঠস্থ একাবলীমালা প্রদান, পুণ্ডরীক অমনোযোগিতা বশতঃ কণ্ঠে ধারণ।]

কপি। চল, সখে! এখন সরোবরের তীরে যাই।

[কপিঞ্জল ও পুণ্ডরীকের প্রস্থান।

(গীত গাইতে গাইতে সখীগণের প্রবেশ)

গীত নং—৯।

ও সুখি, নেহার লো রূপমাধুরী!
যোগ-ভঙ্গিনী শোভা মনোহারী—মরি!
চারু কুন্তলে সই, চারু কুসুম ওই,
শ্যাম নীরদে শশী, শোভে আ-মরি—মরি!

সেফা। যার জন্য প্রাণাকুল। তাই হলো কানের দুল॥

কন। মুখপদ্মে পারিজাত শোভায় অতুল।

মহা। তোমাদের সকলই ভাল দেখা অভ্যাস, তাই আমার কর্ণে এই পারিজাত দেখে এত শোভার কথা বলছ। কিন্তু, সখি, যদি তোমরা এই পারিজাত সেই তাপসের শ্রবণ-মূলে দেখ্‌তে, তা' হ'লে সে শোভ তোমরা আরও মোহিত হতে।

সেফা। তা আর আমাদের কপালে ঘট্‌লো কই! যাহা হউক, এখন স্নান কর্‌বে চল, বেলা অনেক হয়েছে।

গীত নং—১০।

প্রাণস্বজনি, সরসি-সদনে—
চল, চঞ্চলে সুলোচনে!
গগন মাঝারে, হের দিবাকরে,
উজল কিরণে।

তৃতীয় অঙ্ক।



উদ্যান।

[গীত গাইতে গাইতে তরলিকা, সেফালিকা ও কনকলতার প্রবেশ]

গীত নং—১১।

চল, সখি, তপোবনে বন-শোভা দরশনে।
খরকর দিবাকর মিলাইল গগনে—
শীতল প্রকৃতি সতী নিশাপতি আগমনে।
উড়িতেছে পরিমল চঞ্চল সমীরণে—
চল, সখি, চল চল মধুর সমীর সেবনে।

তর। মনের মতন, কুসুম-রতন,
যতন করে, তোল্ লো ;—
ফুট ফুট ওই কুঁদের কলি,
চল্ সখি, চল্ চল্ লো।

সেফা। ফুট্‌ছে না ও কুঁদের কলি ফাট্‌ছে অভিমানে,
দেখে তোর ও দশন-শোভা, মাইরি! চন্দ্রাননে!

কন। অত বিদ্রূপ কেন, সই?

সেফা। বিদ্রূপ নয়, সই!
সত্যি দেখ কুঁদের দিকে ফাট্‌ছে কি না ওই?

তর। আচ্ছা, তাই তাই।
কনকলতা! তুই থাম না, ভাই?
ও কর্‌লেই বা বিদ্রূপ।
কন। খেয়ে দেয়ে ত আর কোন কাজ নাই,
কেবল দেখ্‌ছেন পরের রূপ।
সেফা। মাইরি। রসের কূপ!
তর। যা হোক, বলি এখন,—
সরোবরের জলে চাঁদ ভাস্‌ছে ঐ কেমন।
কন। তার পাশেতে কুমুদিনী হাস্‌ছে ঐ কেমন।
সেফা। রঙ্গে কুমুদিনীর সঙ্গে বঞ্চাতে রজনী,
ভাসিয়াছে চাঁদ প্রেম-তুফানে সোণার দেহখানি।

গীত—নং ১২।

ভাসে সোণার দেহ প্রেম-সলিলে
প্রেমের তুফানে,
প্রেমের আগুন জ্বল্‌ছে দ্বিগুণ
প্রেম-সমীরণে।
মধুর সমীর পরশনে,
বিনোদ-সলিল-আসনে
নাচ্চে কুমুদ কান্ত সনে দেখ্ লো
চেয়ে সুলোচনে।
পদ্মবনে পদ্মরাণী,
শুন্‌চে এ সব প্রেম-কাহিনী,
নয়ন-জলে ভাস্‌ছে ধনী
বিষাদিনী কান্ত বিনে॥

সেফা। দেখ, চেয়ে দেখ, প্রাণস্বজনি, প্রেমের এমনি টান,
জলে পড়ে আকাশের চাঁদ আছাড় পেছাড় খান,
কোথা থেকে সই, অলক্ষিতে হান্‌ছে মদন বাণ,
শরে জর জর, ক্ষীণ কলেবর, আকুল ব্যাকুল প্রাণ।

কন। ছেড়ে দাও, সই, প্রেমের কথা প্রেম বড় বালাই!

সেফা। আ মরে যাই।
কেন প্রেম কিসে বালাই?
প্রেমের মতন অমূল রতন ভুবন মাঝে নাই।

তর। প্রেম নিয়ে তুমি ধুয়ে খাও, ভাই,
আমাদের কাজ নাই।

সেফা। ফচ্‌কে ছুঁড়ী মুচ্‌কে হেসে দাঁতের বাহার দিস্।
কেমন করে জান্‌বি তোরা প্রেম কেমন জিনিষ।

কন। জান্‌তে চাই না, সই,
আমরা প্রেমের ভক্ত নই।
(নেপথ্যে মহাশ্বেতা)

গীত—নং ১৩।

দিনমণি! যেও না কাঁদায়ে নলিনীরে।
তুমি গেলে, দিনমণি! আসিবে যামিনী,
ভাসিবে দুঃখিনী আঁখি-নীরে,
হায়, কুসুমমঞ্জরি, শুকাইছ মরি,
রাখিব তোমারে হৃদি'পরে।

কন। মহাশ্বেতা আস্‌চেন। নলিনীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে সূর্য্যদেবকে অস্তে যেতে বারণ কর্‌চেন।

সেফা। বড় দয়ার শরীর।

[মহাশ্বেতার প্রবেশ]

মহাশ্বেতাকে বেষ্টন করিয়া সখীদিগের নৃত্য ও গীত)

গীত—নং ১৪।

এল কুসুমরূপিণী-কুসুম-মঞ্জরী-করে।
(এল ওই সই, কুসুম-মঞ্জরী করে)
মরি কুসুম-শোভা,
জগ-জন-প্রাণ-মনোলোভা,
হায়, সখি, এ প্রেম-পারিজাত-
পরিমলে প্রাণ হরে।)
(প্রেম পারিজাত-পরিমলে প্রাণ হরে।)
নিশিতে নাহি অলি,
ছাড়িয়াছে হায় রে বনস্থলী,
মধুর ঝঙ্কার তুলি কুসুম পাশে কে বা ঘূরে।
(মধুর আশে কুসুম পাশে কে বা ঘূরে)

সেফা। তোমার হাতে উটি কি, সই?

মহা। একটি ফুল।

সেফা। কি ফুল, সই?

মহা। পারিজাত।

সেফা। কোথা পেলে, সই?

মহা। একটি তাপস দিয়াছেন।

সেফা। তাপস থাকেন কোথা, সই?

মহা। জানি না।

সেফা। তাপসকে দেখ্‌লে কোথা, সই?

মহা। ঐ সরোবরের তীরে।

কন। তার পর, সই ?

মহা। তার পর আর কি, সই!

কন। বল না, সই ?

মহা। কি বলিব ?

সেফা। তার পর কি হল, আমি বলি শোন। তার পর এ ওর পানে দেখ্‌লে চেয়ে।

কন। তার পর ?

সেফা। তার পর—

মদন অমনি এলেন ধেয়ে।

কন। তার পর ?

সেফা। তার পর—

হান্‌লেন মদন বিষম বাণ।

কন। তার পর ?

সেফা। তার পর—

আকুল হলো প্রেমিক-প্রাণ।

কন। তার পর ?

সেফা। তার পর—

দু'জনের মন প্রেমেই আকুল।

কন। তার পর ?

সেফা। তার পর—

লাগ্‌লো প্রেমের হুলস্থুল।

কন। তার পর ?

সেফা। তার পর—

তাপস দিলেন প্রেমের ফুল। (মহাশ্বেতার প্রতি) ও সখি! এ কি তোমার গলায় এ কি ? তাপসের অক্ষমালা যে! ও কনকলতা! ও ভাই তরলিকা! শুধু ফুল দেওয়া নয়, মালা বদল অবধি হয়ে গেছে।

মহা। যা, করিচি কি! তাঁর অক্ষমালা তাঁকে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে, ভুলে আমার কণ্ঠের একাবলী-মালা তাঁকে দিয়ে এসেছি!

সেফা। তা বেস্ করেছ, বেস্ করেছ—"হর পূজে বর মিল্লো ভাল। এত দিনের পরে বুঝি তপস্বিনী হতে হল।"

মহা। (সজল নয়নে) সে তপস্যা করেচি কই, সই?

কন। তুমি কাঁদ্‌লে, সখি? সেফালিকার কথায় দুঃখিত হলে?

মহা। না সখি, তোমাদের কথায় আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হই নাই, বরং আহ্লাদিত হলেম যে, এ কথা তোমরা জান্‌তে পেরেছ। হৃদয়ের ভার অনেক লঘু হল, অর্দ্ধেক কমে গেল।

কন। তবে কাঁদ্‌লে কেন, সই?

মহা। আমি কাঁদি নি আমার চক্ষু আপনিই জলপূর্ণ হয়ে এল। সখি! তাঁর আশা আমার দুরাশা, তাঁর তাপসধর্ম্মের বিঘ্নকারিণী বলে তিনি যদি আমার উপর কুপিত হন——সই? (রোদন)

তর। সখি! কেঁদ না।

গীত—নং ১৫।

নিবার লো নয়নের বারি,
ধৈর্য্য ধর, সহচরি!—
আঁখি-নীর নিরখিতে নারি।
পবিত্র প্রেম রতনে,
আঁখি-নীর সুলোচনে,
করো না, সই, কলুষিত—
প্রেম দেবগণ-মনোহারী।

মহা।

গীত—নং ১৬।

সখি, দিনযামিনী ঝুরে আঁখি রে!
প্রাণ-সখি রে—প্রাণ-সখি রে!
বাসনা মনে, বসি বিজনে,
তাঁরে দেখি রে,—সদা দেখি রে!
তাপস-বরে, হৃদি-মন্দিরে,
সদা রাখি রে,—সদা রাখি রে!

সখীগণ।

গীত—নং ১৭।

কেন এত সুকোমল অবলার হৃদয়?
দরশনে মন কেন প্রেমে বিগলিত হয়?
মদন-কুসুম-শর, কেন করে জর জর,
অন্তর নিরন্তর, বিরহ-অনলে দয়!

নেপথ্যে গীত—নং ১৮।

"তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে;
আর কে নাহি যে বিপদ ভয় বারে,—
আঁধারে যে তারে
করিয়ে দুঃখ অন্ত সুবসন্ত হৃদে জাগে,
যখন মনঃ-আঁখি তব জ্যোতিঃ নেহারে,
জীবন-সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা,
তৃষিত মন প্রাণ মম ডাকে তোমারে।"

মহা। গাইতে গাইতে, সখি, বিভুগুণগান ?
কে এল এ উপবনে করহ সন্ধান।

তর। অনুমানি, স্বজনি লো, শুনি কণ্ঠস্বর,
এসেছে তাপস হেথা, যাই লো সত্বর।

(তরলিকার প্রস্থান ও কপিঞ্জলকে
সঙ্গে লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

(সকলের প্রণাম)

মহা। দেব ! আমাদের কোন্ পুণ্যফলে আপনার পদধূলিতে আজ এই উদ্যান পবিত্র হল। আগমন-অভিপ্রায় ব্যক্ত করে আমাদের চিরবাধিত করুন।

কপি। রাজপুত্রি, কি বল্‌ব, লজ্জায় বাক্য স্ফূর্ত্তি হচ্চে না। কন্দমূল-ফলাশী বনবাসীর মনে অনঙ্গবিলাস সঞ্চারিত হবে, এ স্বপ্নের অগোচর। শান্তস্বভাব তাপসকে প্রণয়পরবশ করে বিধি বিড়ম্বনাই কল্লেন। দৈবদুর্ব্বিপাক উপস্থিত, না বল্লে চলে না, উপায়ান্তর ও কারণান্তর নাই, সুতরাং লজ্জায় জলাঞ্জলি দিতে হল।

সেফা। লজ্জা নয় দেব, প্রেমের অঙ্গ,
বলুন দেব, সব প্রেম-প্রসঙ্গ।

কপি। রাজপুত্রি ! কুসুমায়ুধের হিতাহিত বিবেচনা নাই। বনবাসী তপস্বীও আজ তাঁর শর-পাতের লক্ষ্য হয়েচে ! কি বল্‌ব, রাজনন্দিনি, আপনাকে দর্শন করে অবধি আমার সখা পুণ্ডরীকের মনে গাঢ় অনুরাগের সঞ্চার হয়েচে, অধিক বল্‌তে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হচ্চি, যনই এই সময়ের সমুচিত—আমার আগমনের সমুচিত, এবং সেই তাপসের অনুরাগের সমুচিত, যাহা হয় তাহা কর। আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না, ভগবান ভুবনত্রয়চূড়ামণি দিনমণি অস্তগমনের উপক্রম করচেন, সায়ং তপজপের সময় উপস্থিত, আমি চল্লেম,

শুভে যাহা উচিত হয় করো,—না জানি সখা এত ক্ষণ একাকী কি কর্‌চেন।

[প্রস্থান।

সেফা। ঘুচ্চে ফিচ্ছে আস্‌চে ভ্রমর
বস্‌চে এসে কমলদলে।
প্রেম-কাটি দে সিঁদ কেটে সে
বিঁদ করেছে হৃদকমলে॥

ও সই! আর অত ভাবনা কেন? তালি এক হাতে বাজে নি, তিনিও পড়েচেন।

কন। কোথা লো?

সেফা। সখীর প্রেমের ফাঁদে।

তর। সখি! আমার পরামর্শ শোন—তোমরা উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে বদ্ধ হয়েচ, উভয়ে উভয়ের মনোভাব এখন বেস্ বুঝ্‌তে পাচ্চ। এখন সেই তপোবনে গিয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করা তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। তোমার মনে যে আগুন জ্বল্‌চে, সে আগুনে তিনিও দগ্ধ হচ্চেন।

সেফা। আমিও ত তাই বল্‌চি গা, বিনি বাতাসে কি ঢেউ উঠে? ইটকিল্‌টি না মার্‌লে কি কেউ পাটকেল্‌টি খায়? আমিও বল্‌চি তপোবনে যাওয়া ভারি কর্ত্তব্য, বে থা হয় পরে হবে।

মহা। চল, সখি, তাই চল, পুণ্যব্রত তাপসকে দেখে নয়ন মন পবিত্র করি গে।

সেফা। হাঁ, শীঘ্র চল,—না হলে তাপস কুপিত হয়ে শাপ দেবেন।

মহা। এ কি, সখি, আমার বাম চক্ষু হঠাৎ এমন স্পন্দিত হচ্চে কেন? আমার কি যে অশুভ ঘট্‌বে তা ত বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

কন। অমঙ্গল শত্রুর হক্। আমাদের ভয় কি? আমরা ত আর কারও চুরি ডাকাতি কত্তে যাচ্চি না।

সেফা। চুরি ডাকাতি এখন কত্তে যাচ্চি নি বটে, কিন্তু আগে করে এসেচি।

কন। কি, সই?

সেফা। তাপসের মন।

মহা। বরং আপনার মন হারিয়ে এসেচি।

সেফা। যাহা হউক, এখন চল তপোবনে যাবার উদ্যোগ করি গে।

গীত—নং ১৯।

চল, স্বজনি লো পুনঃ কাননে।
(পুনঃ, স্বজনি চল চল কাননে।)
হেরিতে তোমার মনোমোহনে।
তাপস তপোবনে, মদন-ফুলবাণে,
জর জর তনু প্রেম-দহনে।
নমি রতির পদে, চল লো নিরাপদে,
নাথের সহিত সুখ-মিলনে।

চতুর্থ অঙ্ক।

তপোবন।

(পুণ্ডরীক শয়িত, তৎপার্শ্বে কপিঞ্জল উপবিষ্ট)

কপি। (পুণ্ডরীকের কণ্ঠ ধারণ করিয়া সরোদনে) সখে, তুমি এমন হলে কেন? আমার কথার উত্তর দাও, এক বার নয়ন ান কর, আর আমি তোমার এ অবস্থা দেখ্‌তে পারি নে। হাসিমুখে

এক বার বন্ধু বলে ডাক, তোমার প্রফুল্ল বদন দেখে ব্যাকুল চিত্ত সুস্থির করি। সখে পুণ্ডরীক! তুমি আমাকে এত ভাল বাস্‌তে, আজ কি সে সকল ভুলে গেলে? আমাকে এরূপ কাতর দেখে তোমার মনে দয়া হচ্চে না? এত নিষ্ঠুর কেন হলে, সখে? এ কি! তোমার শরীর নিস্পন্দ যে! হায়, আর আমি কাকে সখা বলে সম্বোধন কর্‌ব? সখে! সখে! সখে পুণ্ডরীক! নিতান্ত কি আমায় পরিত্যাগ করে চল্লে?

পুণ্ড। (জড়িতস্বরে) সখে কপিঞ্জল, জীবনের চিরসহচর বাল্যসখে কপিঞ্জল! যাই, যাই, জন্মের মত আজ তোমারি নিকট হতে যাই। হা মহাশ্বেতে প্রাণাধিকে! যাই। ম-হা-শ্বে-তে, ম-হা——(মৃত্যু)—

কপি। প্রাণসখে, সত্য সত্যই কি আমায় জন্মের মত পরিত্যাগ করে গেলে—গেলে—ওহ! হা হতোঽস্মি—হা দগ্ধোঽস্মি—হায়, কি হল! রে দুরাত্মন্ পাপকারিন্ পিশাচ মদন, কি কুকর্ম্ম কর্‌লি—কি কুকর্ম্ম কর্‌লি! আঃ পাপীয়সি দুর্ব্বিনীতে মহাশ্বেতে, ইনি তোমার কি অপরাধ করেছিলেন? রে দুশ্চরিত্র চন্দ্র চণ্ডাল, এক্ষণে তুই কৃতকার্য্য হলি—রে দক্ষিণানিল, তোর মনোরথ পূর্ণ হল।—হে ধর্ম্ম! তোমাকে আর অতঃপর কে আশ্রয় কর্‌বে? হে তপঃ! এত দিনের পর তুমি নিরাশ্রয় হলে! সরস্বতি, তুমি অনাথিনী হলে! সত্য, তুমি অনাথ হলে! সুরলোক, তুমি শূন্য হলে! সখে, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমার অনুগমন করি। চিরকাল একত্রে ছিলাম; এক্ষণে সহায়-হীন, বান্ধবহীন হয়ে কিরূপে এ দেহভার বহন কর্‌ব?

(মহাশ্বেতা ও তরলিকার প্রবেশ)

মহা। (কাতরস্বরে) তরলিকে, আর আমি স্থির হতে পাচ্চি নে। শীঘ্র চল, আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌চে।

কপি। (মহাশ্বেতাকে দেখিয়া) হা হতভাগিনি, আর এখন তুমি কি দেখিতে এসেছ? আমার হৃদয়-সখা পুণ্ডরীক জন্মের মত এ ভব-

ধাম পরিত্যাগ করেছেন। এই দেখ, পল্লব-শূন্য তরুর ন্যায়, বারি-শূন্য সরোবরের ন্যায়, বিহঙ্গ-শূন্য পিঞ্জরের ন্যায়, সখার সুকুমার দেহ প্রাণ-শূন্য হয়ে পড়ে রয়েচে।

মহা। (সরোদনে) অ্যাঁ, তবে কি আমারই কপাল ভেঙ্গেছে, আমারই সর্ব্বনাশ হয়েছে? দূর হতে রোদনধ্বনি শুন্‌ছিলেম; দেব, সে তবে আপনারি কণ্ঠ-বিদারিত আর্ত্তনাদ? হায়, কি হল, কি হ'ল, —নাথ, নাথ, প্রাণনাথ! অভাগিনীকে অকূল সাগরে ফেলে কোথা গেলে? আমার যে আর কেউ নাই, নাথ! আমি যে গৃহ সংসার সমস্ত পরিত্যাগ করে, এক মাত্র সখীর সমভিব্যাহারে, এই রজনীতে, এই ঘোর বিজন বনে, তোমার কাছে এসেছি, নাথ! জীবিতেশ্বর! পবিত্র প্রণয়ের কি পরিণাম এই হল? জীবনসর্ব্বস্ব, উঠ—উঠ, উঠ, নাথ উঠ; একবার উঠে কথা কও।

গীত—নং ২০।

উঠ, হৃদয়-রতন!
এ বিজনে, ধরাসনে
কেন পড়িয়ে আছ এমন!
বিরহ-পাথারে ফেলি দুখিনীরে,
কোথা গেলে, প্রাণনাথ,
আঁধার করি ভুবন!
করি অনাথিনী, অনন্ত দুখিনী
কোথা গেলে, প্রাণনাথ,
দুঃখিনী-জীবন-ধন।

কপি। হতভাগিনি, তোমারই বিরহে সখা আমার প্রাণত্যাগ করলেন। হায়, তোমারই নাম উচ্চারণ কর্‌তে কর্‌তে সখার প্রাণবায়ু

বহির্গত হল। ওহ, সখে! একবার চেয়ে দেখ, তোমার হৃদয়-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী প্রতিমা মহাশ্বেতা তোমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন;—তোমার এ অবস্থা দেখে, উচ্চ রোদনধ্বনিতে এই বিজন তপোবন সমাকুল কর্‌ছেন;—উঠ, সখে! একবার চেয়ে দেখ।

মহা। ওহ, বুক ফেটেও ফাটে না। প্রাণ, আর কি সুখে এ দেহে রয়েছ—বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করে ত্বরায় এ দেহ ত্যাগ কর। নয়ন-জল! পড়, পড়, অবিরল পড়, অবিরাম পড়, প্রাণ ধুয়ে পড়—প্রাণকে সমূলে ক্ষয় করে প্রবাহিত হও। দক্ষিণ চক্ষু! নাচ, নাচ, আমার সর্ব্ব-নাশ দেখে, আনন্দে যত পার নৃত্য কর। ইহা অপেক্ষা আমার আর কোন অমঙ্গল হবে না। হায়, অন্তরে পরিণীতা হলেম, অন্তরে অন্তরেই বিধবা হলেম। তরলিকা রে! আর আমার জীবনে ফল কি?

গীত—নং ২১।

সখি, দুখ প্রাণে আর সহে না।
মানসে তাপসে আমি,
করেছি জীবন-স্বামী,
সে জন বিহনে প্রাণ, রহে না, রহে না,
প্রবেশিয়া চিতানলে,
নিবাইব শোকানলে,
অথবা জীবনে পশি, যুড়াব যাতনা!

তর।—

গীত—নং ২২।

হায়! বিদরে হৃদয়,
তোমারে হেরে, স্বজনি।
চকিতে পোহাল মরি,
তোমারে সুখ-রজনী।

ভাগ্য-দোষে সুধা আজি
হল গরলের খনি ;—
সুবর্ণ-মেঘে অশনি।
রত্ন-কণ্ঠহার আজি
হল কাল-ভুজঙ্গিনী—
আশা জীবন-নাশিনী।

(চন্দ্র-দূতের প্রবেশ)

চন্দ্র-দূত। বৎসে মহাশ্বেতে! ব্যাকুলা হ'ও না। তুমি পুনর্ব্বার পুণ্ডরীকের সহিত মিলিত হবে।

[পুণ্ডরীকের মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

কপি। (চন্দ্র-দূতের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া) কে তুই দুরাত্মা—আমার সখার দেহ লয়ে পলায়ন কর্‌ছিস্ ?—তোকে কখনই ও দেহ হরণ কর্‌তে দিব না—পালাস্ নে—দাঁড়া—

[প্রস্থান।

মহা। একি, একি, একি, তরলিকা ?

তর। তাই ত, এ কি আশ্চর্য্য, দেব কপিঞ্জল যে দিব্যদূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্রমেই ঊর্দ্ধে উঠ্‌ছেন ; ঐ যাচ্চেন, ধবলগিরির শৃঙ্গ অতিক্রম করেছেন—আরও উঠ্‌ছেন—ঐ—ঐ—যা, আর দেখা যায় না—মিশিয়ে গেলেন, আকাশে চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে মিশিয়ে গেলেন।

(দৈববাণী)

শান্ত হও, মহাশ্বেতে! কোরো না রোদন,
হৃদয়ে পাইবে পুনঃ হৃদয়-রতন।

তর। ঐ শুন, সখি! স্বর্গ হতে দেবগণ দৈববাণীচ্ছলে তোমাকে আশ্বস্ত হতে বল্‌ছেন, এখন ধৈর্য্য অবলম্বন করে গৃহে চল।

(গীত গাইতে গাইতে সখীগণের প্রবেশ ।)

গীত—নং ২৩ ।

কেঁদ না, সহচরি, আর এ বিজনে,
পুনঃ পাইবে তব, জীবন-ধনে ।
দূরে আইনু শুনি, আকাশে দেব-বাণী
পুনঃ পাইবে তুমি, পতি-রতনে ।
চল লো গৃহে চল, রোদনে কি বা ফল,
নিশি গভীরা হ'ল, ঘোর কাননে ।

(যবনিকা-পতন)

বীর-কলঙ্ক নাটক।

প্রথম খণ্ড।

অভিমন্যুবধ।

"Oh pitious Spectacle !"
"Oh woeful day !"
"Oh traitors villains !"
"Oh most bloody sight !"

সেক্ষপীয়র।

বীর-কলঙ্ক নাটক।

প্রথম খণ্ড।

অভিমন্যুবধ।

"Oh pitious Spectacle !"
"Oh woeful day !"
"Oh traitors villains !"
"Oh most bloody sight !"

সেক্ষপীয়র।

বিজ্ঞাপন।

অভিমন্যু-বধ বীর-কলঙ্কের প্রথম খণ্ড অবলম্বন করিয়া ণীত। দ্বিতীয় খণ্ডে জয়দ্রথ-বধ প্রকাশিত হইবে। সে ারণ প্রথম খণ্ডে (অর্জ্জুনের জয়দ্রথ-বধের) প্রতিজ্ঞা র্য্যন্ত রাখিলাম—প্রথম খণ্ডের অবশিষ্ট দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নি-বশিত করিব।

গ্রন্থকারস্য।

উৎসর্গ-পত্র।

বিদ্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায়, মহাশয়ের

কর-কমলে

এই গ্রন্থ

উপহার-স্বরূপ

অর্পিত হইল,

ইতি।

১২৮৮ সাল।

বীর-কলঙ্ক নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্ত্রণা-গৃহ।

(দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ ও শকুনি আসীন।

দুর্য্যো।—বিধাতার সুবিচার নাই। তিনি যার অহিত সাধনে কৃত-সঙ্কল্প হন, তার সর্ব্বস্বান্ত না করে ক্ষান্ত হন না। কুরুকুলের প্রতি বিধাতা নিতান্ত বিমুখ! কুরুবংশীয়দের আর মঙ্গল নাই; পাণ্ডবদিগের হস্তে অচিরেই কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল হবে।

দ্রোণ। বৎস! নিরাশ হ'ও না। সত্য বটে, পাণ্ডবদিগের প্রতি বিধাতা নিতান্ত সদয়; সত্য বটে, তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করা নিতান্ত কঠিন; কিন্তু তথাপি শেষ অবধি না দেখে মনকে নিরাশ-সাগরে নিমগ্ন করা পুরুষের উচিত নয়। বৎস! দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ, অমিততেজা, মহাবলপরাক্রান্ত রাক্ষসপতি দশানন যখন সেই বনবাসী, জটাবল্কল-পরিধৃত রামচন্দ্রের দ্বারা সবংশে নিধন হয়েছিল, তখন—

কর্ণ। তখন চেষ্টা করলে অবশ্যই পাণ্ডবগণ যুদ্ধবিশারদ, মহাবলশালী কৌরবদিগের দ্বারা পরাজিত হবে। পাণ্ডবদিগের পক্ষে পাঁচ জন মাত্র, কিন্তু কৌরবদিগের পক্ষে শত শত রণ-পণ্ডিত বীর-

পুরুষ ;—চেষ্টা করলে অবশ্যই কুরুকুলের জয় হবে। সখে! নিরাশ হ'ও না,—মনকে দৃঢ় কর,—যুদ্ধের পথ সুকোমল কুসুমাবৃত নয়, অনেক আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধবের শোণিতাক্ত মৃতদেহের উপর বিচরণ করতে হয়।

দুর্য্যো। অকূল সাগরের মধ্যভাগে নিপতিত হয়ে, যে অভাগা সামান্য মাত্র তৃণগুচ্ছও অবলম্বনস্বরূপ প্রাপ্ত হয় না, তার আর আশা কোথায়? উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল গভীর সাগরগর্ভে চিরশয়ন ভিন্ন সে আর কিসের আশা করবে? আমি মনে মনে বেস্ জানতে পারছি, কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল না হলে, আর এ কাল সমরানল নির্ব্বাপিত হবে না।

দ্রোণ। বৎস! ওরূপ কথা বল না। আমরা যখন সকলে প্রাণ-পণে তোমার সাহায্য করছি, তখন তুমি এত নিরাশ হও কেন?

দুর্য্যো। গুরুদেব! পাণ্ডবেরা আপনার শিষ্য, আপনি তাহাদিগের গুরু। ইহাতেও যখন আজিও প্রত্যেক যুদ্ধে তারা জয়লাভ করছে, তখন আপনার উপেক্ষা ভিন্ন আর কি বলতে পারি।

কর্ণ। সখে! যথার্থ কথা বলেছ। পাণ্ডবেরা আচার্য্যের প্রিয়শিষ্য, সেই জন্য আচার্য্য তাহাদিগকে আয়ত্তীভূত দেখেও উপেক্ষা করেন। অগ্রেই আমি তোমাকে বলেছিলাম, অন্য কাহাকেও সেনাপতি-পদে বরণ কর। তুমি শুনলে না, আচার্য্য আচার্য্য করে ক্ষিপ্ত হলে—এখন আচার্য্যের স্নেহ দেখ।

দ্রোণ। তুই থাম্, নরাধম! নীচ ব্যক্তির মুখে উচ্চ কথা ভাল শুনায় না।—দুর্য্যোধন! তুমি ভয়ানক ভ্রমজালে পতিত হয়েছ। তুমি পাণ্ডবদিগকে জান না,—স্বয়ং নারায়ণ যাহাদিগের সহায়, আমি ক্ষুদ্র মানব হয়ে তাদের কি করব?

কর্ণ। বালককে বুঝাইবার এ উত্তম উপায় বটে—

দ্রোণ। নরাধম! তুই এখনও শুনলি না। তবু প্রতি কথাতেই জ্বালাতন করবি?

দুর্য্যো। আচার্য্য! আমার সখা বলে কর্ণও আপনার স্নেহের পাত্র, উহার অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন।

দ্রোণ। নরাধমকে সেই জন্যই ত উপেক্ষা করি।—তা দুর্য্যোধন! কি কর্‌লে তোমার মন সন্তুষ্ট হয় বল, আমি তাহাই করি।

দুর্য্যো। তাও কি আপনাকে বলে দিতে হবে? আমাদের পক্ষে ভীষ্ম প্রভৃতি শত শত বীরপুরুষ নিহত হল, আর পাণ্ডবদিগের পক্ষে অদ্যাপি একটি সৈন্যাধ্যক্ষও নিহত হল না, এ কি সামান্য দুঃখের বিষয়!

দ্রোণ। আচ্ছা, আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, পাণ্ডবদিগের পক্ষে কোন না কোন বীরপুরুষকে আজ নিহত কর্‌ব; আজ আমি এরূপ ব্যূহ-রচনা কর্‌ব যে, অর্জ্জুন ভিন্ন আর কেহই তাহা ভেদ কর্‌তে সক্ষম হবে না।

কর্ণ। আজ আমিও এই অসি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম্, যে কোন সময়েই হউক, পাণ্ডবকুলচূড়া অর্জ্জুনকে স্বহস্তে সংহার কর্‌ব। আচার্য্য যে তার এত গৌরব করেন, দেখ্‌ব, সে কত বড় বীর। হয় তার হাতে আমার মৃত্যু হবে, না হয় সে আমার হাতে শমন-ভবন দর্শন কর্‌বে।

শকু। প্রতিজ্ঞার প্রতিজ্ঞাই সার। সকল বিষয়েই সম্ভব অসম্ভব আছে। তোমার কথার শেষভাগের প্রথমটিই ফলবান্ হবে দেখ্‌তে পাচ্ছি। অর্জ্জুন বরং তোমাকে শমন-ভবন দেখাবে।

কর্ণ। দেখায় দেখাক্, আমি তাতে ভীত নই।

শকু। বাক্‌বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন। আজই দেখা যাবে এখন।

দুর্য্যো। আচার্য্য! আপনারা প্রতিজ্ঞা কর্‌ছেন বটে, কিন্তু আমার মন তাতে সন্তুষ্ট হচ্ছে না। আমার বেস্ প্রতীতি হচ্ছে, মাতুলের বাক্যের প্রথমাংশই সত্য হবে।

দ্রোণ। কি? তুমি আমাকে এত দূর হেয় জ্ঞান কর, যে ভাব্‌ছ আমি আমার প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় সমর্থ হব না! যদি এরূপ হয়, তবে যে

প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় সমর্থ হবে, তুমি তাকেই সেনাপতিত্বে বরণ কর, আমি চল্লেম——

শকু। দুর্য্যোধন! পাণ্ডবেরা মনুষ্য, তারা দেবতাও নয়, অমরও নয়। বিশেষ আচার্য্য মহাশয় যখন প্রতিজ্ঞা করেছেন, তখন তোমার সন্দেহ করা বৃথা।

দুর্য্যো। মাতুল! আমি আচার্য্যের প্রতিজ্ঞায় সন্দেহ কর্‌ছি না; কিন্তু পাণ্ডবেরা অমর না হোক্, আমি বেস্ জান্‌তে পেরেছি, যুদ্ধে কৌরবদিগের হস্তে তাদের মৃত্যু নাই। ভবিষ্যৎ আমার সম্মুখে তার তমোময় গহ্বর খুলে দেখাচ্ছে, তার ভিতর কৌরবদিগের সর্ব্বনাশের ভীষণ চিত্র ভিন্ন আমি আর কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! বীরত্ব, সাহস, উদ্যম, উৎসাহ কি একেবারে তোমাকে পরিত্যাগ করেছে? বীর-হৃদয় সামান্য কারণে দার্ঢ্যশূন্য হয় কেন? তুমি ক্ষত্রিয়সন্তান, দ্রোণাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য—তোমার অধীনে, তোমার সাহায্যে শত শত রাজা, শত শত রাজপুত্র, একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা; কর্ণ, কৃপ, শল্য ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা, আর কত বীরের নামোল্লেখ কর্‌ব, সকলেই তোমার সাহায্যে, তোমার পক্ষে—তুমি যে এরূপ নিরাশ হও, আশ্চর্য্য!

দুর্য্যো। গুরুদেব! যা বল্লেন, সকলই সত্য। সত্য, শত শত যুদ্ধবিশারদ, রণপণ্ডিত, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বীরপুরুষ আমার পক্ষে আছেন—শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য, যাঁর প্রখর শরনিকরের সম্মুখে পৃথিবীর কেহই অগ্রসর হতে পারে না, তিনিও আমার পক্ষে, কিন্তু তবে কেন বার বার আমরা পরাজিত ও অপমানিত হচ্ছি? এ তবে আপনারই বিড়ম্বনা। আমরা আপনার বধ্যের মধ্যে পরিগণিত হয়েছি। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শস্ত্র সমূহ পূর্ব্বে আপনি অর্জ্জুনকেই দিয়েছেন, সুতরাং পাণ্ডবেরা এখন জয়লাভ কর্‌বে আশ্চর্য্য কি? এখন অর্জ্জুনের সুতীক্ষ্ণ শরে আমরা সকলে নিহত হই, আপনি স্বচক্ষে দেখুন।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! ওরূপ কথা বলো না, ওতে আমি মনে ব্যথ

পাই। অর্জ্জুন নানা দেশ নানা স্থান পরিভ্রমণ করে, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্রসমূহ সংগ্রহ করেছে, আমার নিকট হতে সমুদায় প্রাপ্ত হয় নাই। এখন সে দিব্য দিব্য অস্ত্র-বলে এত দূর বলীয়ান্ হয়েছে যে, যুদ্ধে তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। সে, বোধ করি, সসাগরা ধরণীকে নিমেষ মধ্যে বাণ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে ফেল্‌তে পারে।

দুর্য্যো। গুরুদেব! এখন কি আজ্ঞা হয় বলুন। অদ্য পাণ্ডবপক্ষীয় বীরবৃন্দ যেরূপ সাহস ও উৎসাহের সহিত যুদ্ধ কর্‌ছে, তাতে আমার ভয় হচ্ছে, আমার সৈন্যগণ অচিরেই বা মৃত্যুপথের পথিক হয়।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! আমি অদ্য যে ব্যূহ রচনা কর্‌ব' মনস্থ করেছি, তাতে তাদের গর্ব্ব নিশ্চয়ই খর্ব্ব হবে। তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কুরুপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরবৃন্দ ব্যূহের রক্ষক হবে, অর্জ্জুনের অনুপস্থিতিতে সে ব্যূহ ভেদ কর্‌তে অবশিষ্ট পাণ্ডবদিগের সাধ্য হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি যখন প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন জান্‌বে, পাণ্ডবপক্ষীয় কোন না কোন বীরপুরুষ আজ মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্‌বে।

কর্ণ। সে কার্য্য ন্যায়যুদ্ধে সমাধা হবে, এমন বুঝি না।

দুর্য্যো। শত্রু যেরূপে পারি বিনাশ কর্‌ব, তার আবার ন্যায় আর অন্যায় কি? গুরুদেব! আপনি যার বধাভিলাষী হন, অমরগণ যদি তাকে সাহায্য করেন, তথাপি তার নিস্তার নাই। গুরুদেব! অর্জ্জুনকে পরাজয় করা কঠিন—স্বীকার করি; কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে সম্মুখে পেয়েও আপনি ত্যাগ কর্‌ছেন।

দ্রোণ। যুধিষ্ঠিরের কথা কি বল্‌ছ? যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করা সহজ বিবেচনা করো না। দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কেহই তাঁকে পরাজয় কর্‌তে সক্ষম নয়। যুধিষ্ঠির স্বয়ং ধর্ম্মের অবতার। বিশেষ স্বয়ং বিষ্ণুরূপী শ্রীকৃষ্ণ যাঁর মন্ত্রী ও প্রধান সহায়, চিররণজয়ী গাণ্ডীব-ধারী নরনারায়ণরূপী পার্থ যাঁর প্রধান সেনাপতি, তাঁকে পরাজয় করা স্বয়ং শূলপাণি ভগবান ভবানীপতিরও সাধ্যায়ত্ত নয়।

কর্ণ। কুটিল কৃষ্ণই যে সকল অনর্থের মুল, তার কুটিল চক্রেই যে পাণ্ডবেরা বলীয়ান্, তাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

দুর্য্যো। তবে আর আমাকে কি দেখিয়ে সাহস, উদ্যম, আশা অবলম্বন কর্‌তে বল্লেন ?

শকু। দুর্য্যোধন! আচার্য্য মহাশয়ের প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হ'ও না। তিনি অদ্য নিশ্চয়ই পাণ্ডবপক্ষীয় কোন না কোন মহারথীকে শমন-সদনে প্রেরণ কর্‌বেন।

কর্ণ। প্রতিজ্ঞা স্মরণ আছে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, ন্যায়-যুদ্ধে বাসুদেব-প্রমুখ পাণ্ডবদিগের কোন একটি রথীকেও বিনাশ করা বড় সহজ কথা নয়।

দ্রোণ। তুমি তবে আমাকে অন্যায় যুদ্ধ অবলম্বন কর্‌তে বল ? তা বল্‌তে পার বটে, তোমার জন্ম যেমন নীচকুলে, তোমার মন্ত্রণা সকলও তেমনি শাঠ্যপূর্ণ। যারা এরূপ কূট যুদ্ধের মন্ত্রণা দেয়, অথবা তাতে প্রবৃত্ত হয়, তারা বীর নয়—বীর-কলঙ্ক।

দুর্য্যো। গুরুদেব! ক্রোধ সম্বরণ করুন; সখার পরামর্শ বড় অন্যায় নয়, যদি আমাকে রক্ষা কর্‌তে ইচ্ছা করেন ত সখার মতই অনুমোদন করুন; কারণ দুর্বধ্য শত্রুবধে অন্যায় যুদ্ধ অবলম্বন করায় আমি কোন পাপ দেখি না। আপনি যদি আমার হিতকাঙ্ক্ষী হন, তবে সখার পরামর্শ অনুমোদন করুন।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! তুমি আমাকে ও অন্যায় অনুরোধটি করো না। আর যা বল কর্‌তে পারি, কিন্তু ক্ষত্রিয়-গুরু হয়ে অন্যায় যুদ্ধের পরামর্শে সম্মতি দান কর্‌তে পারি না।

দুর্য্যো। তবে স্বহস্তে আমি আমার মস্তকচ্ছেদন করি। (অসিগ্রহণ)

দ্রোণ। (হস্ত ধরিয়া) দুর্য্যোধন! অসি ত্যাগ কর—

দুর্য্যো। আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ না কর্‌লে, আমি অসি ত্যাগ কর্‌ব না। হয় আমার শত্রুদের বধ করুন, না হয় স্বচক্ষে আমার নিধন দেখুন।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! তোমার জন্য কি গভীর পাপ-সাগরে নিমগ্ন হব?

দুর্য্যো। শত্রুবধে পাপ নাই। বরং আশ্রিতের বিপদের কারণ হওয়ায় কর্‌বা যাবে!

দ্রোণ। আচ্ছা, তুমি এখন স্থির হও, উপস্থিত মতে যুদ্ধস্থলে যেরূপ হয় করা যাবে।

দুর্য্যো। বলুন, আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন কর্‌বেন?

দ্রোণ। তাতে আর কোন সন্দেহ নাই—আমি পুনরায় প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি, বিপক্ষদের মধ্যে কোন না কোন বীর-শ্রেষ্ঠ মহারথীকে যুদ্ধে নিহত কর্‌ব।

দুর্য্যো। গুরুদেব! আপনার অনুগ্রহ জীবনের মূল।

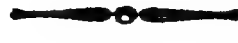
দ্রোণ। এখন চল, দুর্গমধ্যে যাওয়া যাক্। (উঠিয়া) সমাগত সমুদয় রাজা ও রাজকুমারগণকে রণ-প্রাঙ্গণে প্রেরণ কর। আমাদিগের মধ্যে ছয় জন রণবিশারদ রথীকেও তথায় প্রেরণ কর, তুমিও সেখানে উপস্থিত থেক। এখনই আমি চক্রব্যূহ নির্ম্মাণের উদ্যোগ করি গে। চল, সকলে চল।

কর্ণ। চলুন, মহারাজ দুর্য্যোধনের হিতের জন্য এই শরীরকে, এই হস্তকে নিযুক্ত করি গে।

শকু। জয়, মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।



যুদ্ধ-স্থল।

(দ্রোণাচার্য্য, দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথ।)

দ্রোণ। সমাগত নৃপতিগণকে ব্যূহের চতুষ্পার্শ্বে রক্ষা কর। রাজপুত্রদিগকে দ্বারদেশে থাক্‌তে আদেশ কর। দুর্য্যোধন! তুমি, মহাবীর কর্ণ, কৃপ ও দুঃশাসন কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে আমার অধিকৃত বাহিনীমুখে অবস্থান কর। তোমার ভ্রাতাগণ অশ্বত্থামাকে অগ্রে রেখে জয়দ্রথের পার্শ্বে থাকুক। জয়দ্রথ! তুমি দ্বারদেশে থেকে দ্বার রক্ষা কর। আমি অপরাপর দ্বার দেখে আসি।

দুর্য্যো। যে আজ্ঞা।

[উভয়ের প্রস্থান।

জয়। দ্রৌপদী-হরণের সময় ভীমসেন কর্ত্তৃক অবমাননার আজ সম্যক্ প্রতিশোধ গ্রহণ কর্‌ব। জয় ভগবান্ শূলপাণি! আপনার বরে ধনঞ্জয় ব্যতীত পাণ্ডবপক্ষের সকলকেই আমি পরাস্ত কর্‌তে পারি। অর্জ্জুন আজ যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিত, আজ কাহারও সাধ্য নাই, জয়দ্রথের হস্ত হতে নিষ্কৃতি পায়।—ভীমসেন! আজ যদি তোকে পাই, ত মনের সাধে তোর শরীরে অস্ত্রাঘাত করি—তোর মস্তকচ্ছেদন করে, পদাঘাতে চূর্ণ করি। (নেপথ্যের দিকে) সমাগত রাজকুমারগণ! তোমরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়ঘোষণা কর। কুরুপতি মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়!

নেপথ্যে। কুরুপতি মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়!

নেপথ্যের অপর দিকে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

(ভীমসেনের প্রবেশ।)

ভীম। (স্বগত) কৌরবদিগের এ জয়-ঘোষণার মর্ম্ম কি? বার বার আমাদের দ্বারা পরাজিত হচ্ছে, তথাপি আবার এ জয়-নাদ কেন? কৌরবগণ নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়েছে। অথবা নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায় জন্মের মত এই আস্ফালন করে নিচ্চে। (প্রকাশ্যে) কোন্ নরাধম আজ পরাজিত, অবমানিত, দুরাচার দুর্য্যোধনের জয়-ঘোষণা কর্‌ছিস্? অগ্রসর হ। এখনি ও বৃথা গর্ব্বের উচিত প্রতিফল প্রদান করি। ভীমসেন জীবিত থাক্‌তে, যে পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের জয় বলে, তাকে শীঘ্রই ভীমসেনের গদাঘাতের সুখানুভব কর্‌তে হয়। আয়, অগ্রসর হ—দুরাচারগণ!

জয়। মূর্খ ভীমসেন এসেছিস্? কি বল্‌ছিস্? আমিই মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়-ঘোষণা কর্‌ছিলেম। তোর সম্মুখেও পুনর্ব্বার বলি, মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়।

ভীম। জয়দ্রথ! তোর মত নির্লজ্জ আর পৃথিবীতে নাই। সাধ্বী সতী দ্রৌপদী-হরণ-কালের অবমাননার কথা কি বিস্মৃত হয়েছিস্? ভেবেছিলাম, সেই লজ্জায় তুই আর জনসমাজে মুখ দেখাতে পার্‌বি নে। নির্লজ্জ! আবার কোন্ মুখ নিয়ে তুই আমার সমক্ষে উপস্থিত হলি? সেই যে তোর মস্তক মুণ্ডন করে দিয়েছিলেম, তা কি তোর স্মরণ নাই? কিম্বা তা থাকা অসম্ভব। তোর মস্তক পুনর্ব্বার কেশাবৃত হয়েছে। তুই নির্লজ্জ, পূর্ব্ব-কথা সমস্ত একেবারে বিস্মৃতি হয়েছিস্, কালামুখ নিয়ে পুনরায় দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের জয়-ঘোষণা কর্‌তে এসেছিস্। পামর! তুই যেমন নির্লজ্জ, তোর প্রভু দুর্য্যোধনও ততোধিক নির্ব্বোধ। যে অভাগা চিরকাল পরাজিত হয়ে আস্‌ছে, সে তোর মত নির্লজ্জ ব্যক্তির জয়-নাদে আনন্দ প্রকাশ কর্‌বে বিচিত্র কি? সে বুঝে না যে, এটা বিদ্রূপ মাত্র।

জয়। পূর্ব্ব-কথা ভুলি নাই। অদ্য তার প্রতিশোধ নেব। ভীম-

সেন! বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই। আয়, উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই।

ভীম। আবার বলি, তুই নিতান্ত নির্লজ্জ। তোর সহিত যুদ্ধ করা ভীমসেনের শোভা পায় না। তুচ্ছ কীটের সহিত মাতঙ্গের যুদ্ধ?

জয়। মনে ভয়, মুখে সাহস। তুই যে যুদ্ধ কর্‌তে পার্‌বি নে, তা আমি জানি। চিরকাল অর্জ্জুনের দোহাই দিয়েই কাটালি, তুই যুদ্ধে জানিস্ কি? আজ অর্জ্জুন অনুপস্থিত, তোর সাধ্য কি যে, তুই অস্ত্র ধারণ করিস্? যদি এতই ভয় পেয়ে থাকিস্ ত আমার কাছে অভয়-প্রার্থনা কর্, আমি তোকে মার্‌ব না, তোর শরীরে অস্ত্রাঘাতও কর্‌ব না। কেবল পূর্ব্ব-অপমানের প্রতিশোধের জন্য তোর মাথাটি মুড়িয়ে দিব।

ভীম। তোর অন্তঃকরণ অতি নীচ, তোর কথা সহ্য হয় না। এই গদার এক আঘাত খেয়ে, যদি জীবিত থাকিস্ ত পরে বুঝ্‌ব।

(গদা-প্রহার)

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

(ক্ষণপরে জয়দ্রথের প্রবেশ।)

জয় (সাহ্লাদে) ভগবান্ মহাদেবের কৃপায় আজ পাণ্ডবগণকে সম্যক্ পরাস্ত কর্‌ব। অর্জ্জুন ভিন্ন জয়দ্রথ কাহাকেও ভয় করে না। দুরাত্মা ভীম পলায়ন না কর্‌লে, আজ নিশ্চয়ই আমি তার প্রাণসংহার কর্‌তেম।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।)

যুধি। নিত্য নিত্য আত্মীয়-স্বজন জ্ঞাতি-কুটুম্বাদির শোণিত আর দেখ্‌তে পারা যায় না। রাজ্যলিপ্সা কি ভয়ানক! এ যুদ্ধ যত শীঘ্র অবসান হয়, ততই মঙ্গল।

জয়। আস্‌তে আজ্ঞা হোক্, ধর্ম্মরাজ! ভীমসেনের মুখে অদ্যকার যুদ্ধের কথা শুনেছেন কি? আবার আপনি এলেন কেন?

যুধি। এলেম তোমার অস্ত্রশিক্ষা পরীক্ষা কর্‌বার জন্য। ভীমসেন পরাঙ্মুখ হয়েছে বটে, কিন্তু যুধিষ্ঠির এখনও জীবিত আছে। মনে ক'র না, এক ভীমসেনকে পরাস্ত করে, সমস্ত পাণ্ডবদিগের উপর জয়লাভ কর্‌বে। আত্মীয়শরীরে অস্ত্রাঘাত কর্‌তে যুধিষ্ঠির সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত, কিন্তু আত্মীয়দের ইচ্ছাক্রমে তাহাকে বাধ্য হয়ে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হতে হল। জয়দ্রথ! যুদ্ধে প্রস্তুত হও।

জয়। রণস্থলে ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে প্রস্তুত হতে বলাই বাহুল্য।

[উভয়ের যুদ্ধ, যুধিষ্ঠিরের পরাস্ত হইয়া প্রস্থান।

পালাও কেন, ধর্ম্মরাজ? আমার অস্ত্র-বিদ্যা আর একটু ভাল করে পরীক্ষা করে যাও। এখনও সম্যক্ অনুভব করাতে পারি নাই।

ইতি প্রথমাঙ্ক।



দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

পাণ্ডব-শিবির ।

(যুধিষ্ঠির, ভীম ও অভিমন্যু)

ভীম। মহারাজ! উপায় কি? দ্রোণাচার্য্য যে ব্যূহ রচনা করেছেন, কাহারও সাধ্য নাই, তা ভেদ করে। আমরা চারি ভ্রাতায় ত সম্পূর্ণ পরাস্ত। অর্জ্জুন সংসপ্তক যুদ্ধে নিযুক্ত, সেইই সেই চক্রব্যূহ ভেদ করতে জানে। তার অনুপস্থিত কালে সে ব্যূহ ভেদ করে, পাণ্ডবকুলে এমন কেহই নাই। কৌরবগণ যে দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করছে, পাণ্ডবকুল রক্ষা করা দায়।

যুধি। বিধাতার বিড়ম্বনা! ভাই, আমি ত আর কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না। দ্রোণ-নির্ম্মিত দুরধিগম্য চক্রব্যূহ ভেদ করতে পারে, আমাদের মধ্যে এমন কাকেও দেখছি না। এবার দেখছি আমাদের অদৃষ্টে পরাজয়! বিধাতা বুঝি আমাদের মস্তকে অবমাননার অজস্র পঙ্কিল জল সিঞ্চন করবেন।

ভীম। তা হলে, অর্জ্জুন এসে কি বলবে?

যুধি। অর্জ্জুন এসে যে কি বলবে, তাই ভেবে আমি আরও ব্যাকুল হয়েছি। তার এক বার অনুপস্থিতিতে এই সব ঘটলে, তার কাছে কি আর মুখ দেখাতে পারা যাবে? হায় কি কাল চক্রব্যূহই দ্রোণাচার্য্য আজ নির্ম্মাণ করেছেন!

অভি। আর্য্য! চক্রব্যূহের কথা যা বলছেন, এ দাস তদ্বিষয় জ্ঞাত আছে।

ভীম। বৎস! তুমি উহার কি জান?

অভি। ঐ দাস চক্রব্যূহ ভেদ করে, তাহার মধ্যভাগে প্রবিষ্ট হতে পারে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আগমব্যতীত নির্গম-সন্ধান জ্ঞাত নহে। সেই জন্য সাহস করে অগ্রসর হতে পার্‌ছি না।

ভীম। এ অতি আশ্চর্য্য কথা। বৎস! তুমি প্রবেশসন্ধান জান, নিষ্ক্রমণ-উপায় জান না। আর প্রবেশের উপায়ই বা কার কাছে শিক্ষা কর্‌লে? যিনি তোমাকে আগম শিক্ষা প্রদান করেছেন, তিনি তোমাকে নির্গম শিক্ষা প্রদান না করে, তোমার এ অমূল্য বিদ্যা অসম্পূর্ণ রেখেছেন!—এ যে অতি কৌতুকের কথা!

অভি। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়! আশ্চর্য্য হবারই কথা। বিবরণও কৌতুকপূর্ণ। আমি দৈবক্রমে ব্যূহভেদের উপায় শিক্ষা করেছি। যখন আমি জননী-গর্ভে ছিলেম, তখন এক দিন জননী পিতাকে যুদ্ধ-কৌশল-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন। পিতা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবৃত করে অবশেষে কথায় কথায় চক্রব্যূহের ও তাহা ভেদ কর্‌বার কথা উত্থাপন কর্‌লেন। জননী একমনে তা শুন্‌তে শুন্‌তে নিদ্রিতা হলেন। জননীকে নিদ্রিতা দেখে পিতা আর কোন কথা বল্লেন না। পিতা তখন কেবল আগমোপায় বর্ণন করেছিলেন। সেই দিন হইতেই আমি এ বিষয় জ্ঞাত আছি। পিতার মুখে আগমোপায় শুনেছিলাম, তাহাই জানি—নির্গমোপায় জানি না।

যুধি। বৎস অভিমন্যু! আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর। আজ তুমি তোমার পিতৃকুলের কলঙ্ক ভঞ্জন কর। তুমি এ বিপদ হতে অদ্য আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি আগমোপায় জান, তোমা দ্বারা আমাদের এ অবমাননার অবসান হোক্। তুমি বাহুবলে ব্যূহ ভেদ করে, মধ্যে প্রবিষ্ট হও। আমরা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, ব্যূহ ভঙ্গ করে, তোমাকে নিষ্ক্রান্ত করে, আন্‌ব। ফল কথা, বৎস, ধনঞ্জয় এসে যাহাতে আমাদিগকে নিন্দা না করে, তুমি তার উপায় কর। তুমি, ধনঞ্জয়, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন এই চারি জন ভিন্ন কেহ ঐ চক্রব্যূহ ভেদ

কর্‌বার উপায় জানে না। এক্ষণে তোমার পিতৃগণ, ও সৈন্যগণ তোমা কর্‌ছে ভিক্ষা প্রার্থনা কর্‌ছে, প্রার্থনা পূর্ণ করে তাহাদিগকে সুস্থ ও নির্ভয় কর।

অভি। আর্য্য! আপনার আজ্ঞা; তার উপর আর আমার কথা কি আপনার জয়ের জন্য এ দাস এই মুহূর্ত্তেই চক্রব্যূহ ভেদ কর্‌তে প্রস্তুত আছে। আপনারা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এসে দেখুন, দাস আপনাদের পুত্রের উপযুক্ত কি না? ঐ যে কৌরবদিগের উচ্চ আস্ফালন-বাক্য শুন্‌ছেন, মুহূর্ত্তমাত্রেই উহা ক্রন্দনধ্বনিতে পরিণত হবে। দ্রোণাচার্য্য মনে করেছেন, পূজ্য-পাদ পিতা ও মাতুল এখানে উপস্থিত নাই, অদ্য চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করে পাণ্ডবদিগের সর্ব্বনাশ কর্‌বেন। কিন্তু তাঁর জানা উচিত ছিল, পাণ্ডবদিগের দাসানুদাস এখনও জীবিত আ —মহাবীর অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু এখনও জীবিত আছে।

ভীম। বৎস! তুমি চিরজীবী হও। তোমার কথায় আজ আমরা মৃতদেহে জীবন প্রাপ্ত হলেম। তুমি গিয়া ব্যূহ ভেদ কর্‌বামাত্রেই আমরা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে কুরুকুলের প্রধান প্রধান মহ রথিগ[illegible]

অ[illegible] [illegible]তৃকু[illegible] হিতের জন্য অবশ্যই সমরে প্রবে কর্‌ব। [illegible] জীবন যায়, দুঃখিত হবো না, আনন্দে সমর-শয্যা শয়ন কর্‌ব—এখন সকলে দেখুক, একমাত্র শিশুর হস্তে কুরুকুল সমূ নির্ম্মূল হবে। যদি অদ্য লক্ষ লক্ষ কুরুসৈন্য আমার হস্তে নিহত না হয়, তা হলে আমি মহাবীর পার্থের ঔরসজাত ও সুভদ্রার গর্ভজা নই। যদি আমি একমাত্র রথে আরোহণ করে নিখিল ক্ষত্রিয়গণকে শতধা খণ্ড খণ্ড কর্‌তে না পারি, তা হলে আমি আমাকে অর্জ্জুনের পু বলে স্বীকার কর্‌ব না।

যুধি। বৎস! তোমার কথা কথা নয়, অমৃত। তোমার ব দ্বিগুণ বৃদ্ধি হোক্। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চক্রব্যূহ ভেদ করে কৌরব গণকে বিনাশ কর।

ভীম। বৎস! আজ তোমার কথায় আমাদের ভরসা হল। এস, তোমার শিরশ্চুম্বন করি——তোমায় আলিঙ্গন করি।

(উভয়ে অভিমন্যুর শিরশ্চুম্বন ও আলিঙ্গন।)

যুধি। বীরদেহ আলিঙ্গনে শরীর সুস্থ হল।

[যুধিষ্ঠির ও ভীমের প্রস্থান।

অভি। বীর-প্রতিজ্ঞা বল্‌ছে "যাও, যাও, যুদ্ধে যাও—অবিলম্বে ব্যূহ ভেদ করে পিতৃকুলকে সন্তুষ্ট কর।"—অগ্রসর হচ্ছি—অমনি প্রণয় এসে বল্‌ছে "একটু অপেক্ষা কর, এক বার সেই চন্দ্রবদন দেখে যাও। সুখ দুঃখের, বিষাদ হর্ষের চিরসহচরী, পতিপ্রাণা উত্তরার চন্দ্রবদন একবার দেখে যাও।" কার কথা রক্ষা করি? মন প্রণয়ের আজ্ঞাবর্ত্তী হচ্ছে।—বীর-প্রতিজ্ঞা পরাস্ত হল। প্রণয়ের আকর্ষি মনকে আকর্ষণ কর্‌ছে—এক বার প্রিয়তমা উত্তরার সহিত সাক্ষাৎ করেই যাই, যুদ্ধ যদি মৃত্যু হয়—হয় ত এই শেষ দেখা! আবার ও কি? আবার কি মনকে আকর্ষণ কর্‌ছে? হৃদয়দ্বারে ঘন ঘ [illegible], আর [illegible]ছে,—"তুমি তোমার মাতৃচরণ দর্শ[illegible] স্নেহময়ী [illegible]নী তোমার অদর্শনে নিতান্ত ব্যাকুলা, [illegible]খ যাও।" [illegible]তৃভক্তি উচ্চৈঃস্বরে জননীর নিকট [illegible]হঃ, যুদ্ধে যদি [illegible] হয়—হয় ত এই শেষ দেখা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

(গীত গাইতে গাইতে সুনন্দা ও চিত্রাবতীর প্রবেশ।)

গীত।

(সখীগণ।)

কুসুমিত কুঞ্জবনে চল সখি, চল চল,—
নিদাঘ-তাপিত দেহ করিতে লো সুশীতল।
লোহিত-বরণ তনু, অস্তে যাইতেছে ভানু,
স্বনীড়ে আসিছে ফিরি, সুনাদী বিহঙ্গদল।
ফুটিছে বিবিধ ফুল, মালতী জাতী বকুল,
লয়ে পরিমল-সুধা, ভ্রমিছে মলয়ানিল।

সুন। [illegible] চিত্রাবতি। আর শুনেছিস্, আমাদের প্রিয়সখী কাগ মা হয়েছেন [illegible]

চিত্রা। [illegible] জীবন যায়, [illegible]ই যেন থাকিস্ থাকিস্ চম্‌কে উঠিস্ এ খবর আবার [illegible]ন সকলে দেখু[illegible]লে ?

সুন। এ সব [illegible] লুকান থাকে ? আপনিই বেরিয়ে পড়ে।

চিত্রা। তোর মিছে কথা। আমি তোর কথায় বিশ্বাস কর্‌লেম না।

সুন। না কর, রাঁধুনিকে আজ চারিটি চাল বেশী করে নিতে বলে ঘরের ভাত বেশী করে খেও। যা সত্যি, তাই বল্লুম।

চিত্রা। দূর্! উত্তরা যে সবে বারোয় পা দিয়েছে। তাও কি হতে পারে ?

সুন। এ কি তুমি আমি, যে চুলগুলিতে রঙ্ না ধর্‌লে আর ছেলের মুখ দেখ্‌তে পাব না ? এ যে রাজকন্যা—বীরপত্নী।

চিত্রা। তুই স্বচক্ষে দেখেছিস্, না কারো মুখে শুনেছিস্?

সুন। স্বচক্ষেই দেখেছি। পরের মুখে ঝাল খেতে যাব কেন লা?

চিত্রা। স্বচক্ষেই দেখেছিস্ উত্তরা গর্ভবতী?

সুন। হাঁ হাঁ, উত্তরা গর্ভবতী। মর, আমি যেন মিছে কথাই বল্‌ছি!

চিত্রা। কবে দেখ্‌লি?

সুন। কবে কি লো? এই দেখে আস্‌ছি। পরিচারিকারা সখীর চুল বেঁধে দিয়ে যখন গা মুছিয়ে দিচ্ছিল, তখন।

চিত্রা। তখন কি দেখ্‌লি?

সুন। আর কি?

পাণ্ডুবর্ণ স্থূলোদরী
গর্ভের লক্ষণ হেরি।

চিত্রা। কোন অসুখ ত হতে পারে?

সুন। আবার বলি শোন;—

উন্নত যৌবনে যাহা ছিল রে উন্নত;
কালে কালামুখী মুখ হয়ে গেল নত।

চিত্রা। তবে সত্যি? আমি বলি তামাসা। কিন্তু যা হোক্, ভাই, উত্তরার বড় অল্পে হয়েছে। যুবরাজও ছেলেমানুষ—সবে গোঁফের রেখা দিয়েছে। রাণী মা শুনেছেন?

সুন। বল্‌তে পারি না। আর তা কাকেও কষ্ট পেয়ে বল্‌তেও হবে না। যখন এটি (গর্ভনির্দ্দেশ) ফেঁপে উঠ্‌বে, তখন আর কিছুই গোপন থাকবে না।

চিত্রা। ওলো বেলা গেল। শীঘ্র ফুল তুলে নে। তিনি এসে আবার ফুল তোলা না দেখ্‌তে পেলে রাগ কর্‌বেন।

সুন। যুদ্ধের কি হচ্ছে, কিছু শুনেছিস্?

চিত্রা। যুদ্ধ কখন্ না হচ্ছে, তা আর শুন্‌ব কি ? নে, এখন গোটা কত ফুল তুলে নে—মালা দুছড়া গাঁথ। (পুষ্পচয়ন)

গীত।

(সখীগণ।)

ওলো,—

আয় লো আলি, কুসুম তুলি, ভরিয়ে ডালা।
করে যতন, চারু চিকণ, গাঁথ্‌ব লো মালা,—
দিব, স্বজনি, সখীর গলে, জুড়াবে জ্বালা।
মালার মতন, মোহন বাঁধন, নাইক সখি, আর—
প্রেম-বাঁধনে, পতি-রতনে,
বাঁধ্‌বে, সখি, বিরাটবালা।

সুন। ওলো কর্‌লি কি ? নাচ্‌তে নাচ্‌তে গাছটার ঘাড়ে পা তুলে দিয়ে একেবারে সব ডালপালা ভেঙ্গে ফেল্‌লি ?

চিত্রা। ওমা তাই ত ! সখী দেখ্‌লে যে আমার মাথা রাখ্‌বেন না। এই গাছটিকে তিনি বড় ভালবাসেন।

সুন। আমাকে খোসামোদ কর্‌, আমি বলে কয়ে তোকে মাপ করিয়ে দিব।

চিত্রা। না, ভাই, আমার বড় ভাবনা হচ্ছে।

সুন। (পরিক্রমণ) ওলো দেখ্, সখীর মাধবী লতায় কুঁড়ি ধরেছে।

চিত্রা। সখী আমাদের সহকার তরুর সঙ্গে মাধবী লতার বিবাহ দিয়েছেন—মাধবী লতার কুঁড়ি হয়েছে, গর্ভই বল্‌তে হবে, ওদিকে রাজকুমারীরও তাই।

সুন। আচ্ছা, ভাই, আমগাছটি আজ শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন ? যেন ঝল্‌সে গেছে।

চিত্রা। সত্যি, কেউ তীর টীর মারে নি ত?

স্থন। কে জানে, ভাই! ওটি উত্তরার বড় আদরের গাছ—ওটি যদি মরে যায়, ত উত্তরা ভারি অসুখী হবে।

(গীত গাইতে গাইতে উত্তরার প্রবেশ)

গীত।

(উত্তরা।)

বিরহিণী দুখিনী নলিনী সরোবরে।
পতির বিরহে ধনী, বিষাদে মলিনী,
ভাসিছে সতত আঁখি-নীরে।
পুলকে পূরিত চিত, শশীর সহিত,
হাসিছে কুমুদী, ধীরে ধীরে।

স্থন। আস্থন, কাণার মা আস্থন।

উত্ত। রঙ্গ কর কেন?

চিত্রা। সত্যি কি রাজকুমারী গর্ব্ভবতী? দেখি।

উত্ত। কি দেখ্‌বে? তুমি পাগল না কি? ও স্থনন্দার মিছে কথা।

স্থন। তোমার লজ্জা বেশী, তাই বল্‌তে পার্‌ছ না। কিন্তু তা বলে আমাকে মিথ্যাবাদী বল কেন? সত্যিই কি আমার মিছে কথা? তবে দেখাব?

উত্ত। না, তোমাকে দেখাতে হবে না, তোমার সত্যি কথা।

স্থন। তাই বল।

চিত্রা। এখন আমরা কিছু কিছু বকসিস্ পেতে পারি ত?

উত্ত। লজ্জা দাও কেন, ভাই? যারা সুখ দুঃখের, বিপদ সম্পদের মান সহচরী, তাদের মুখে ও সব কথা শুন্‌লে বড় লজ্জা হয়।

স্থন। আমরা তোমার সুখ দুঃখের, বিপদ সম্পদের সহচরী। তামার যে গর্ভটি হয়েছে, তারও কি?

উত্ত। তোমরা পাগল।

চিত্রা। যাক্, ও কথা যাক্। এখন কেমন তুছড়া মালা গাঁথা হয়েছে, দেখ দেখি।

গীত।

(সখীগণ।)

গেঁথেছি ফুলহার করিয়ে যতন।
ধর রাজবালা, চিকণ হার,——
দেখি জুড়াবে, সখি, যুগল নয়ন।

(উত্তরা।)

দেহ, সহচরি! পরিব মালা,—
পরিব পূরাইতে তব আকিঞ্চন।

(সখীগণ।)

ব্যাকুলিত চিত, মধুপদলে,—
না হেরে তরুশিরে, কুসুম-রতন।

(উত্তরা।)

কি সুখ কাঁদায়ে অলিকুলে লো,—
তুলে লয়ে ফুল নয়ন-রঞ্জন।

(সখীগণ।)

হৃদি-গিরি'পরে ফুটিবে ফুল—
ছুটিবে মধুলোভে মধুকরগণ।

উত্ত। চুপ কর দেখি। উদ্যানের সন্নিকটে রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ শোনা যাচ্চে—কে বুঝি আস্‌ছে।

চিত্রা। শব্দ আর কৈ শুনা যাচ্চে না। রথ বুঝি থাম্‌ল।

সুন। ঐ যে যুবরাজ আস্‌ছেন,—সঙ্গে সারথি।

উত্ত। এস, তবে আমরা একটু সরে দাঁড়াই।

(অন্তরালে অবস্থান)

(অভিমন্যু ও সারথির প্রবেশ।)

সার। আয়ুষ্মন্! পাণ্ডবগণ আপনার মস্তকে অতি গুরুভার অর্পণ করেছেন। এখন সে কার্য্য আপনার দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর কি না, তার সবিশেষ পর্য্যালোচনা করে, তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোন্। দ্রোণাচার্য্য অতি সমর-নিপুণ, দিব্যাস্ত্রকুশল,—আপনি নিরন্তর সুখ-সম্ভোগে পরিবর্দ্ধিত হয়েছেন।

অভি। সারথে! দ্রোণাচার্য্যের কথা কি বল্‌ছ—অমরগণ-পরিবৃত, ঐরাবতারূঢ় স্বয়ং বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র, যদি আজ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন, তা হলেও আমি যুদ্ধ কর্‌ব। স্বয়ং যম এসে যদি আমাকে রণ-প্রাঙ্গণে আহ্বান করেন, তা হলেও আমি যুদ্ধ কর্‌ব। আমি ক্ষত্রিয়-মহাবীর অর্জ্জুনের পুত্র, আমি কেন দ্রোণাচার্য্যকে ভয় কর্‌ব? শত দ্রোণাচার্য্য, শত দুর্য্যোধন, শত জয়দ্রথ রণ-প্রাঙ্গণে আসুক, তথাপি আমি যুদ্ধ কর্‌ব, পিতৃকুলের হিতের জন্য যুদ্ধ কর্‌ব।

সার। অর্জ্জুননন্দনের যোগ্য উত্তর বটে; কিন্তু, যুবরাজ! আপনি বালক, অপ্রাপ্তযৌবন। আপনি মহাবীর পার্থের জীবনস্বরূপ, আপনি বিশেষ সতর্কতার সহিত যুদ্ধ কর্‌বেন। চক্রব্যূহ ভেদ করা বড় কঠিন ব্যাপার, ব্যূহ-দ্বারে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় দণ্ডায়মান।

অভি। যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত। সারথে! বৃথা ভীত হ'ও না। তুমি উদ্যান-দ্বারে রথ রক্ষা কর, আমি শীঘ্রই যাচ্ছি।

সার। যে আজ্ঞা, যুবরাজ!

[প্রস্থান।

অভি। প্রিয়তমে উত্তরে! নিকটে এস, তোমার চন্দ্রবদন দেখে আমার চিত্তচকোর পরিতৃপ্ত হোক্।

উত্ত। নাথ! কি শুন্‌লেম? সারথির সহিত কি বল্‌ছিলে—

অভি। পিতৃকুলের আদেশক্রমে অদ্যকার যুদ্ধে আমি সেনাপতি-

পদে বৃত হয়েছি। তাঁদের আজ্ঞাপালন জন্য অদ্য যুদ্ধে গমন কর্‌ব। তুমি এরূপ কাতরভাবে কথা কহিছ কেন ?

উত্ত। হৃদয়নাথ! অভাগিনীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন, যুদ্ধে যাবেন না।

অভি। প্রাণেশ্বরি! গুরু-আজ্ঞা অবহেলা করা মহাপাতক। প্রথম ও দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে অদ্য আমি যুদ্ধে গমন কর্‌ছি।

উত্ত। না, আমি তা যেতে দিব না।

অভি। কেন, উত্তরে ?

উত্ত। আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে—আমি চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় দেখ্‌ছি। নাথ! হৃদয়নাথ! জীবনসর্ব্বস্ব! দুঃখিনীকে দুঃখার্ণবে ভাসিয়ে যাবেন না—যাবেন না।

অভি। উত্তরে! প্রিয়তমে! জীবনময়ি! স্থির হও। ও অন্যায় কথা বলো না।

উত্ত। আমার মনে অমঙ্গল-আশঙ্কা উদয় হচ্ছে। (অভিমন্যুর হস্ত ধরিয়া) আমি তোমাকে কখনই যেতে দিব না।

অভি। প্রাণেশ্বরি! বৃথা অমঙ্গল-আশঙ্কা করো না। তোমার ভয়ের কোন কারণই ত দেখ্‌ছি না। উত্তরে! অমঙ্গল-আশঙ্কা কর্‌ছ কার ? পিতা যার মহারথী পার্থ, মাতুল যার ভগবান বাসুদেব, তার আবার কিসের অমঙ্গল। যে শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ কর্‌লে বিপদ লক্ষ লক্ষ যোজনান্তরে পলায়ন করে,সেই অচিন্ত্য চিন্তামণি যার মাতুল,—যে মহাবীরের প্রখর শরনিকরে ত্রিভুবন কম্পমান, যাঁর তুল্য বীর পৃথিবী-মধ্যে দুর্ল্লভ, সেই মহারথী পার্থ যার জনক, উত্তরে! কখনই তার কোন বিপদ হবে না। বিরহবাণ তোমার কোমল হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে তোমাকে নানা বিভীষিকা দেখাচ্ছে। তোমার আশঙ্কা নিতান্ত অলীক, এখন আমাকে প্রসন্ন মনে বিদায় দাও—সোৎসাহে রণে প্রবেশ করি।

উত্ত। (সরোদনে) হা!—না জানি অভাগিনীর অদৃষ্টে বিধাতা

কি লিখেছেন! নাথ! আমি আপনাকে যুদ্ধে যেতে বিদায় দিতে পার্ব না। অভাগিনীর কথা অগ্রাহ্য করে নিষ্ঠুরের ন্যায় যদি অভাগিনীকে অকূল সাগরে ফেলে যেতে ইচ্ছা করেন, ত আগে আমাকে বধ করুন।

অভি। অমৃতময়ি! প্রাণবল্লভে! ক্ষান্ত হও। আমি সব সহ্য কর্তে পারি, তোমার চক্ষের জল দেখ্তে পারি না।

উত্ত। আমায় ফেলে যেও না, (অত্যন্ত রোদন) আমার তোমা বৈ আর কেউ নাই।

(সুভদ্রার প্রবেশ)

সুভ। বাবা অভিমন্যু তুমি না কি আজ যুদ্ধে যাবে?

অভি। পিতৃব্য ও জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের আদেশক্রমে অদ্য আমি যুদ্ধে যাব।

সুভ। বৎস! তুমি মহাবীর পার্থের নন্দন, তুমি শত্রুমর্দ্দনে যুদ্ধে গমন কর্বে, পরম আনন্দের বিষয়।—কিন্তু এ সংবাদ শ্রবণে আমার মন যে কেন এত ব্যথিত হচ্ছে—তা বুঝ্তে পার্ছি না।

অভি। জননি! এরূপ অসম্ভব কথা বল্ছেন কেন? ক্ষত্রিয়-সন্তান যুদ্ধে যাবে, তাতে ক্ষত্রিয়জননী ভীতা হচ্ছেন, এ বড় অসম্ভব কথা।

সুভ। অভিমন্যু! আমি বীরনন্দিনী, বীররমণী,—এক সময়ে আমি স্বয়ং রণে অশ্বরজ্জু ধারণ করে যুদ্ধস্থলে তোমার পিতাকে সাহায্য করেছিলেম—যুদ্ধে আমি কখনই ভীতা হই না। কিন্তু আজ কেন যে আমার মন এত কাতর হচ্ছে, বল্তে পারি না। আমার ইচ্ছা, আজ তুমি যুদ্ধে যেও না।

অভি। জননি! ক্ষমা করুন—

সুভ। একি! একি!—না, বাবা, আমি আজ তোমাকে যুদ্ধে যেতে দিব না,—আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হচ্ছে,—আমার আশঙ্কা বদ্ধমূল হল,—আমি আজ কখনই তোমাকে যুদ্ধে যেতে দিব না। আবার শুন্লেম, আজ কৌরবগণ অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কর্ছে, পাণ্ডবপক্ষী-

য়েরা সবাই পরাস্ত হয়েছে। বাবা, সেই যুদ্ধে তোমাকে পাঠান হচ্ছে, আজ আমি কখনই তোমাকে ছাড়্‌ব না।

অভি। মা! ক্ষমা করুন, ও আজ্ঞা কর্‌বেন না। পিতৃকুলের হিতের জন্য আমি আজ যুদ্ধে যাচ্চি। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়দিগের নিকট সেই জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। মা! ক্ষমা করুন। মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা মহাপাপ, প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন করাও মহাপাপ। আমাকে কোন্ পাপে লিপ্ত হতে বলেন? আপনি নিবারণ কর্‌লে আমার সাধ্য নাই যে, এ স্থান হতে এক পদও অগ্রসর হই; কিন্তু প্রতিজ্ঞার অনুরোধে, পিতৃকুলের হিতের অনুরোধে, বীরত্বের অনুরোধে শীঘ্রই আমাকে রণ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হতে হবে। জননি! ও নিষ্ঠুর আজ্ঞা কর্‌বেন না, অনুমতি দিন।

সুভ। বাছা রে! আমার প্রাণের ভিতর যে কি হচ্ছে তা তুই কি বুঝ্‌বি। মায়ের প্রাণ সন্তানের জন্য যে কি করে, তা কি সন্তানে বুঝে থাকে? বাছা রে! যার পুত্র আছে, সেই জানে পুত্র কি পদার্থ।—নিঃসন্তান তা কি বুঝ্‌বে? বাবা, অভিমন্যু! আমি কখনই তোমাকে যুদ্ধে যেতে দিব না।

অভি। মা! কাতর হবেন না। মনে ভাবুন, আমি কে? আমি কার পুত্র, কার ভাগিনেয়, কার ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি যদি কাপুরুষের মত যুদ্ধে বিরত হই, তা হলে কলঙ্ক রাখ্‌বার কি আর স্থান থাক্‌বে? আমার পিতার, মাতুলের, জ্যেষ্ঠতাতগণের, পিতৃব্যগণের—সকলেরই দুরপনেয় কলঙ্ক।

সুভ। অভিমন্যু! এই কি তোর যুদ্ধে যাবার বয়স রে? বাবা, তুই যে এখনও বালক, সমরের ভয়ানক ক্লেশ তুই কেমন করে সহ্য কর্‌বি? নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, নির্ম্মম কৌরবগণ তোর শরীরে ভীষণ অস্ত্রাঘাত কর্‌বে, তা তুই কেমন করে সহ্য কর্‌বি?

অভি। জননি! শত্রুর অস্ত্রাঘাত আশঙ্কায় যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া কি ক্ষত্রিয়সন্তানের কার্য্য? আমি যদি যুদ্ধে বিরত হই, তা হলে যে আপ-

নাকে মা বলে ডাক্‌বার উপযুক্ত নই। মা, প্রসন্নমনে বিদায় দিন, আর আশীর্ব্বাদ করুন, যেন যুদ্ধ জয় করে এসে পুনরায় আপনার শ্রীচরণ দর্শন কর্‌তে পারি।

সুভ। তোমার ও সকল কথা আমি শুন্‌ব না, আমি কখনই তোমাকে যুদ্ধে যেতে দিব না।

(নেপথ্যে ভেরীনিনাদ)

অভি। (ব্যস্ততার সহিত) ঐ শুনুন, জননি! ঐ শৃঙ্গনাদিগণ উচ্চরবে শৃঙ্গনাদ কর্‌ছে। ঐ সৈন্যগণ কোলাহল কর্‌ছে—সকলেই বীরত্ব ও উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে—ঐ শুনুন, মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় সৈন্যগণকে আমারই কথা বলছেন।

সুভ। আমি কখনই তোমাকে ছেড়ে দিব না। আজ আমি সিংহিনী হয়ে আপন শাবক রক্ষা কর্‌ব। এই আমি পথ রোধ করে দাঁড়ালেম, দেখি, কার সাধ্য আজ আমার কাছ থেকে আমার অভিমন্যুকে নিয়ে যায়।

(নেপথ্যে ভেরীনিনাদ)

অভি। (সুভদ্রার চরণ ধরিয়া) জননি, ক্ষমা করুন। আমার অপরাধ হয়েছে। আপনার অনুমতি গ্রহণ না করে, পূর্ব্বাহ্নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া আমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করুন। (সুভদ্রার চরণ ধারণ) মা আপনার চরণ ধরে বল্‌ছি, আমাকে অনুমতি দিন। আপনার অনুমতি ভিন্ন, আমি কিছুই কর্ত্তে পার্‌ব না।

সুভ। বাবা! তুমি আমার চরণ ধারণ করেছ, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবী হও। এস, বাবা, তোমার শিরশ্চুম্বন করি। কিন্তু কোন্ প্রাণে, বাবা, আমি তোমাকে সেই কাল-যুদ্ধস্থলে পাঠাব! আমি তা পার্‌ব না—পার্‌ব না।

(ভীমসেনের প্রবেশ।)

[সুভদ্রা, উত্তরা প্রভৃতির প্রস্থান।

ভীম। বৎস! এত বিলম্ব কর্‌ছ কেন?

অভি। জননীর নিকট বিদায় প্রার্থনা কর্‌ছিলাম। তিনি আমাকে যুদ্ধে যেতে দিতে অসম্মতা।

ভীম। দুর্ব্বলহৃদয়া স্ত্রীলোক পুত্রকে যুদ্ধে প্রেরণ কর্‌তে সহজে স্বীকার হয় না। বৎস! সে জন্য তুমি বিলম্ব কর না, শীঘ্র এস।

অভি। মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা মহাপাতক।

ভীম। সে পাপ আমার হবে—আমি সে পাপের ভাগী হব। তুমি শীঘ্র এস—

[অভিমন্যুকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যুদ্ধস্থল—ব্যূহদ্বার।

(জয়দ্রথ ও দুর্য্যোধন)

জয়। পাণ্ডবদের আজ পরাস্ত করে, তাদের দর্প চূর্ণ কর্‌তে পারি, তবে মনের আক্ষেপ নিবৃত্তি হয়। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি সকলেই কৌরবদিগের নিকট পরাস্ত হয়েছে।

দুর্য্যো। তথাপি পাণ্ডবগণ যুদ্ধে পুনঃপ্রবেশ কর্‌তে প্রস্তুত হচ্ছে, আশ্চর্য্য।

জয়। শুনছি পাণ্ডবদিগের নবীন সেনাপতি অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যু এবার অগ্রসর হচ্ছে।

দুর্য্যো। অভিমন্যুই হোন আর যিনিই হোন, অদ্যকার যুদ্ধে কাহারও নিস্তার নাই। আচার্য্য অদ্য যে ব্যূহ রচনা ক'রেছেন, কারও সাধ্য নাই যে, তাহা ভেদ করে। যিনি তাতে সাহস করবেন, নিশ্চয়ই তাঁর মৃত্যু। শত শত রাজা, রাজপুত্র, রথী, সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ তন্মধ্যে কৃতান্তের ন্যায় অবস্থান করছে। এখন এলে হয়।

জয়। আজ নিশ্চয় কৌরবদিগেরই জয় হবে। অর্জ্জুন ব্যতীত পৃথিবী মধ্যে এমন কোন বীর নাই, যিনি এই সপ্তরথী-বেষ্টিত ব্যূহ বিচ্ছিন্ন করতে পারেন। আসুক্ অভিমন্যু, দেখ্‌ব সে কত বড় বীরের বেটা বীর।

দুর্য্যো। সেটা ত বালক। যা হোক, আজ তাকে পাই ত চিরমনস্কামনা সিদ্ধ করি। যে রূপে পারি, আজ আমি তাকে নিহত করব। অভিমন্যু অর্জ্জুনের জীবনস্বরূপ—অভিমন্যু-নিধনে নিশ্চয়ই অর্জ্জুন পুত্রশোকে কাতর হয়ে প্রাণত্যাগ করবে। তা হলেই কুরুকুল নিষ্কণ্টক হবে!

জয়। ভয় যত ঐ অর্জ্জুনটাকে। তা না হলে ভীমই বল, আর যুধিষ্ঠিরই বল, মহাদেবের প্রসাদে আমি সকলকেই পরাস্ত করতে পারি।

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ।)

দুর্য্যো। গুরুদেব! জয় আজ নিশ্চয়ই আমাদের। পাণ্ডবগণ সকলেই পরাস্ত।

দ্রোণ। অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু যুদ্ধে প্রবেশ করছে।

জয়। যখন বড় বড় হাতী ঘোড়া রসাতলে গেল, যখন ভীম যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলেই পরাজিত হল, তখন একটা দুধের ছেলে আর কি করবে?

দ্রোণ। জয়দ্রথ! তা মনে করো না। পার্থ-নন্দন অভিমন্যুকে সামান্য বালক বলে উপেক্ষা করো না। পিতা অপেক্ষা পুত্রকে অধিক ভয় হয়। রামচন্দ্র অপেক্ষা লবকুশের বীরত্ব কত অধিক, জান ত? যা হোক, জয়দ্রথ, তুমি অতি সাবধানে দ্বার রক্ষা করো। দুর্য্যোধন! তুমি ব্যূহ মধ্যে গিয়ে, স্বস্থানে অবস্থান কর গে।

নেপথ্যে। জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!!

ঐ অভিমন্যু রণে প্রবেশ করছে। যাও, শীঘ্র স্ব স্ব স্থানে যাও।

[দুর্য্যোধন ও দ্রোণাচার্য্যের প্রস্থান।

জয়। জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়!

নেপথ্যে কৌরব-সৈন্যগণ। জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়!!

নেপথ্যের অপর দিকে পাণ্ডব-সৈন্যগণ। যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

জয়। যতোহধর্ম্মস্ততো জয়ঃ—জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়! জয় কৌরবকুলের জয়। আজ দেখ্‌ব ধর্ম্ম কেমন করে পাণ্ডবদিগকে জয় প্রদান করে। আমি সৈন্যবর্গকে শ্রেণীবদ্ধ করে আসি।

প্রস্থান।

(যুধিষ্ঠির, ভীম ও অভিমন্যুর প্রবেশ।)

অভি। পিতা মাতা, মাতুল ও অপরাপর গুরুজনের শ্রীচরণে উদ্দেশে প্রণাম করে, এখন আমি ব্যূহ ভেদ করি।

যুধি। বৎস, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, অদ্যকার যুদ্ধে জয়ী হও। তোমার দ্বারা আজ আমাদের মুখ রক্ষা হোক্, পাণ্ডব কুলের মান রক্ষা হোক্। তুমি সবলে ব্যূহ ভেদ করে তন্মধ্যে প্রবেশ কর, আমরা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই।

ভীম। তুমি পথ করে দাও। আমি এখনি গিয়ে, এই গদার এক আঘাতে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করে, আমার পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি—দুঃশাসনের হৃদয় ভেদ করে তার রক্ত পান করে, আমার চির-পিপাসা দূর করি। ব্যূহ মধ্যে একবার প্রবেশ করতে পারলে হয়

অভি। আপনি গোলকপতি বিষ্ণু অবতার
শ্রীকৃষ্ণ সারথি যার, সখা সখা বলি
সদা ডাকেন সাদরে যাঁরে, হেন জিষ্ণু
মহাবীর পার্থ-প্রিয়াত্মজ অভিমন্যু
নামিল সমরে আজি ধর্ম্মের আজ্ঞায়।
দেখি, কুরু ফেরুপাল, কত দিন আর,
লুকায়ে লুকায়ে ফিরে শঠতা করিয়া,
কত দিন তাপে ধরা ঘোর পাপানলে।
সাজ্ রে বর্ব্বর কুরু, সাজ পশুপাল—
কপট, লম্পটাচারী, নারকী, দুর্জ্জন—
সাজ্ সাধ মিটাইয়া পুরাতে সমরে
চির সমরের সাধ। এসেছে শমন
লইতে কৌরববৃন্দে, ঘোর তমোময়
ভীষণ নরকে। দিবানিশি মহা-অগ্নি
জ্বলিতেছে তথা, যত কুরুগণ তরে—
কৌরব-গৌরব পাপ দুর্য্যোধন তরে
প্রস্তুত তথায় আছে রৌরব নরক
ভয়ঙ্কর। নিশা দ্বিপ্রহরে পাপিকুল-
পরিত্রাহি-রব শুধু পশিতেছে কানে।
ও কি? তুচ্ছ চক্রব্যূহ? ভীম-ভঙ্গ-ভঙ্গি-
পূর্ণ সাগরের নীর রোধিতে দিয়াছে
মূর্খ বালির বন্ধন! ও কি ক্ষুদ্র কীট
জয়দ্রথ—সিন্ধুরাজ—রক্ষিতেছে ব্যূহ
দ্বার? পাপ অবতার, ধন্য ধন্য তোরে!

রাখ্ দেখি ব্যূহদ্বার ? এই দাঁড়ায়েছি
আমি—রাখ্ ব্যূহদ্বার। ক্ষুদ্র শিশু আমি—
বলীয়ান্ বয়োবৃদ্ধ তুই ; রাখ্ দেখি দ্বার ?
দেখি ত্রিভুবনে কোন্ বীর সহে আজি
অভিমন্যু-শরাঘাত—ভীম বিষধর
ভুজঙ্গ দংশন শম ?—পালা পালা ভীরু,
জানি তোর যত তেজ।—ও কে দুর্য্যোধন?—
কুরুকুলচূড়া—চক্রীবর!—এ কি এ কি
বিড়ম্বনা ? ভয়ানক সমরের ক্লেশ
সাজে না তোমায় নৃপ—যাও, যাও, যাও
অন্তঃপুরে ত্বরা—কাঁদিতেছে শয্যা তব,—
অস্ত্রে কিবা প্রয়োজন ? এ কি ! করে ধনু
সংযোজিত বাণ তাহে ! এ কি রাজা সাজে
হে তোমায় ?—এই হানিলাম ভীম বাণ,
পালাও পালাও ত্বরা।

(বেগে প্রস্থান, যুধিষ্ঠির ও ভীম গমনোন্মুখ)

(সত্বরে জয়দ্রথের প্রবেশ।)

জয়। (যুধিষ্ঠির ও ভীমের প্রতি) কোথা যাও, ধর্ম্মরাজ ? কোথা যাও, ভীমসেন ? জান না স্বয়ং সিন্ধুপতি জয়দ্রথ ব্যূহদ্বার রক্ষা কর্‌ছে। অগ্রে আমার হস্ত হতে নিষ্কৃতি পাও, পরে ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুগামী হ'ও।

ভীম। দুরাচার জয়দ্রথ ! ব্যূহদ্বার ত্যাগ কর্—নচেৎ এই গদা ঘাতে তোর মস্তক চূর্ণ কর্‌ব।

জয়। ভীম, পদাঘাতে তোর ও দম্ভ চূর্ণ কর্‌ব। যুদ্ধ কর্, যুদ্ধ কর্ আমাকে পরাস্ত কর্‌তে পারিস্ ত ব্যূহ-প্রবেশের পথ পাবি।

ভীম। অধর্ম্মাচারী! নরাধম! আয়, তোর যুদ্ধের সাধ মিটাই।

(উভয়ের যুদ্ধ; পরাস্ত হইয়া ভীমের প্রস্থান।

যুধি। সিন্ধুপতি! পথ পরিত্যাগ কর্। একাকী বালক লক্ষ লক্ষ শত্রুমধ্যে প্রবেশ করেছে। তার সহায়ে পাণ্ডবপক্ষের এক প্রাণীও যায় নাই। একমাত্র বালক, কখনই লক্ষ লক্ষ রণবিশারদ যোদ্ধার সমকক্ষ নয়। জয়দ্রথ! অভিমন্যু অপ্রাপ্তযৌবন কুমার, অধর্ম্ম করো না, ন্যায়-যুদ্ধ কর।

জয়। ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মে আমাদের প্রয়োজন নাই। ধর্ম্ম নিয়ে আপনি ধুয়ে খান; আমি বিনা যুদ্ধে কখনই দ্বার পরিত্যাগ করব না।

(জয়দ্রথের প্রস্থান।

যুধি। হায়—কি হল! হায়—কি হল! কি করতে কি করলেম। অভিমন্যুকে একাকী পেয়ে অধার্ম্মিক দুরাচারেরা কি জীবিত রাখবে। হা—

নেপথ্যে। জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

পুনর্নেপথ্যে। সর্ব্বনাশ হল রে—সর্ব্বনাশ হল! একটা বালক এসে কুরুকুল ছিন্ন ভিন্ন করলে। পালা,—পালা,—সব কাট্‌লে,—সব বিনাশ করলে—আজ আর কারও রক্ষা নাই।

যুধি। অভিমন্যু বিপুল বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করছে। কুরুসৈন্য-গণ রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন কর্‌ছে। কিন্তু একাকী বালক কত ক্ষণ এই বিপুল সমরসাগরে সন্তরণ কর্‌বে! হায়, কি করি! জয়দ্রথ ত কোন ক্রমেই বূহ্যদ্বার ত্যাগ কর্‌লে না। এখন উপায় কি? অধর্ম্মাচারী, নর-পিশাচ, জয়দ্রথ! পাপমতি কৌরবগণ! এই কি তোদের ক্ষত্রিয়ত্ব? এই কি তোদের ন্যায়-যুদ্ধ? এই কি তোদের রণধর্ম্ম? এই কি রথীর প্রথা?

(জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়। পালাও, ধর্ম্মরাজ! শীঘ্র পালাও, না হলে নিশ্চয়ই আজ জয়দ্রথের হস্তে তোমার মৃত্যু হবে।

(উভয়ের যুদ্ধ; যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। সিন্ধুরাজ! উপায় কি? এক অভিমন্যু যে কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল কর্‌লে! কেহই যে অভিমন্যু-নিক্ষিপ্ত শরসমূহের সম্মুখে দাঁড়াতে পার্‌ছে না। কৌরবপক্ষের শত শত নৃপতি, শত শত রাজকুমার, কুরুকুলের যুবকগণ, ও অপরাপর সকলেই আজ বিনষ্ট হল। কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য; ভূরিশ্রবা, দ্রোণ, সোমদত্ত প্রভৃতি সকলেই পরাস্ত, এক্ষণে উপায় কি? একটা যোড়শবর্ষীয় বালক এসে কুরু-কুলের সর্ব্বনাশ কর্‌লে।

জয়। আচার্য্য আর তাঁর সৈন্যদল কোথা?

দুর্য্যো। তাঁর সৈন্যদল অভিমন্যুকে সংহার কর্‌বার জন্য সর্প-সদৃশ শরজালে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন কর্‌ছে, আর সে বীচিবিক্ষোভিত সাগরসদৃশ হয়ে, সমস্তই যেন ভাসিয়ে দিচ্ছে। কি হবে?

জয়। আচার্য্য কি কর্‌ছেন?

দুর্য্যো। আমার বোধ হয়, তিনি মোহপ্রযুক্ত অভিমন্যুকে বধ কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছেন না। তা না হলে, এতক্ষণ অভিমন্যুর চিহ্নও থাক্‌তো না। তিনি নিধনোদ্যত হয়ে যুদ্ধ কর্‌লে, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তাঁর নিকট যমেরও নিস্তার নাই। কিন্তু ধনঞ্জয় তাঁর প্রিয় শিষ্য, তিনি আমাদের অপেক্ষা ধনঞ্জয়কে অধিক ভাল-বাসেন। আমার বোধ হয়, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁর সেই স্নেহের পাত্র অভিমন্যুকে জীবিত রেখেছেন।

জয়। এ বড় অন্যায় কথা,—কর্ণ কোথায়?

দুর্য্যো। সকলেই অভিমন্যুর শারাঘাতে একান্ত কাতর হয়ে, ইতস্ততঃ পলায়ন কর্‌ছে—কর্ণ কোথা, দেখি নাই। আচার্য্য-কৃত সৈন্য-শ্রেণী ভঙ্গ ও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে——

জয়। সর্পশিশু পিতা মাতা হতেও ভয়ঙ্কর! আমার মতে, কর্ণের অভিমতানুসারে যুদ্ধ করাই উচিত। ন্যায়-যুদ্ধে কখনই অভিমন্যুকে বধ

কর্‌তে পার্‌বেন না। এক কাজ করুন—দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, শকুনি কর্ণ, শল্য, দুঃশাসন আর আপনি এই সাত জন একত্রে গিয়ে অভিমন্যুকে সাত দিকে বেষ্টন করুন—আর এককালীন সকলেই শরসন্ধান করুন—এ ভিন্ন আর উপায় নাই।

(দুঃশাসনের প্রবেশ।)

দুর্য্যো। ভাই, সংবাদ কি ?

দুঃশা। সংবাদ বড় ভয়ানক ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাগর দ্বিগুণ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠ্‌ল, অভিমন্যুর হস্তে শল্যের অনুজের মৃত্যু হয়েছে।— আর সর্ব্বনাশের কথা বল্‌ব কি—তোমার পুত্রকেও সে সংহার করেছে।

দুর্য্যো। কি বল্‌লে আমার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে ? ওহ ! আর সহ্য হয় না—এখনই দুরাত্মাকে বধ কর্‌বার সদুপায় দেখ। ওহ ! বুক ফেটে গেল——

জয়। মহারাজ, এ কাতর হবার সময় নয়। দৃঢ় হোন্—তার পর দুঃশাসন ?

দুঃশা। অভিমন্যু বড় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কর্‌ছে। এমন লঘুহস্ত আমি কখন দেখি নাই। শরগ্রহণ ও শরনিক্ষেপের ব্যবধান-মাত্র দৃষ্ট হচ্ছে না। তার প্রস্ফুরিত শরাসন চতুর্দ্দিকে শরৎ-কালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হচ্ছে। তার আশ্চর্য্য বিক্রম। এত দ্রুত পরিভ্রমণ কর্‌ছে, যে, যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, সেই দিকেই অভিমন্যুকে বিরাজিত দেখা যায়। এমন সমর-নিপুণতা কেহ কখন দেখে নাই—দেখবেও না। কর্ণ শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হয়ে, যুদ্ধে বিরতপ্রায় হয়েছেন ;—একটা বালক, আজ কুরুকুলের সর্ব্বনাশ কর্‌লে।

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ।)

দ্রোণ। ঐ দেখ, পার্থতনয় মহাবীর অভিমন্যু কৌরবগণকে পরাস্ত করে, স্বীয় শিবিরে প্রতিগমন কর্‌ছেন। আমার মতে উহাঁর তুল্য

যুদ্ধ-বিশারদ ধনুর্দ্ধর আর নাই। ঐ মহারথী ইচ্ছা কর্‌লে একাকীই সমগ্র কৌরব সংহার কর্‌তে পারেন। কিন্তু কেন যে এখনও কর্‌ছেন না, তা বল্‌তে পারি না।

দুর্য্যো। তা হলেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। অর্জ্জুন আপনার প্রিয়তম শিষ্য, তার পুত্র, আপনার আরও প্রিয়। তার জয়লাভে আপনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন—আমরা আপনার বধ্য মধ্যে পরিগণিত।

দুঃশা। রাজন্! আর সহ্য হয় না, আমি পুনরায় চল্লেম্। যেরূপে পারি, আজ অভিমন্যুকে বধ কর্‌ব। ব্যাঘ্র যেমন মৃগশিশুকে বধ করে, সেইরূপ আমি আজ সমস্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগের সমক্ষে অভিমন্যুকে সংহার কর্‌ব। দেখি, কার সাধ্য আজ কে অভিমন্যুকে রক্ষা করে।

[বেগে প্রস্থান।

দুর্য্যো। গুরুদেব রক্ষা করুন! আজ যদি না রক্ষা করেন, ত আপনার সমক্ষে প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌ব! ঐ ধনুঃশর আমার প্রতি লক্ষ্য করুন—আমায় বধ করুন।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! ক্ষান্ত হও। আমাকে আর কি কর্‌তে বল? আজ আমি যে ব্যূহ নির্ম্মাণ করেছি, কারও সাধ্য নাই যে, তা হতে নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু তুমি ত স্বচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছ—অভিমন্যু কি অদ্ভুত বিক্রমের সহিত সেই ব্যূহ ভঙ্গ কর্‌ছে!

দুর্য্যো। আপনি অগ্রে আমাকে বধ করুন। বলুন না, হয় আমার নিজ অসি নিজ বক্ষে আঘাত করি।

জয়। গুরুদেব্! আপনার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হবেন না।

(যুদ্ধ করিতে করিতে দুঃশাসন ও অভিমন্যুর প্রবেশ।)

অভি। পাপিষ্ঠ! আজ সৌভাগ্যক্রমে তোমাকে এই যুদ্ধক্ষেত্রে পেলেম। তুমি যে সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে মর্ম্মপীড়া

দিয়েছিলে, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হয়ে কপট দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হয়ে, মহাবীর ভীমসেনকে যে কুবাক্য বলেছিলে, আজ তার উচিত প্রতিফল দিব। দুর্ম্মতি! অচিরাৎই তুমি রাজদ্রোহ, পরস্বাপহরণ, পরবিত্তলোভ ও আমার পিতৃরাজ্য-হরণ-পাপের উচিত প্রতিফল পাবে। যদি তুমি অন্যের ন্যায় প্রাণের ভয়ে সমর-ভূমি পরিত্যাগ করে পলায়ন না কর, ত নিশ্চয়ই আজ তোমার দেহ শকুনির দ্বারা ভক্ষণ করাব।

(দুঃশাসনকে অস্ত্রাঘাত)

দুর্য্যো। গুরুদেব! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! দুঃশাসনকে রক্ষা করুন।

(জয়দ্রথ ও দুর্য্যোধনের এককালীন শরত্যাগ)

[অভিমন্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান-সন্নিহিত দেবমন্দির।

(উত্তরার প্রবেশ।)

উত্ত। প্রাণ ভরে দুটো কথা কয়েও নিতে পার্‌লেম না। লজ্জা তার প্রতিবন্ধক হল। হায়! মনে যে কতখানা অশুভ গাচ্ছে, তা বল্‌তে পারি নে। না জানি অদৃষ্টে কি আছে! দক্ষিণ অঙ্গ অনবরত স্পন্দিত হচ্ছে, চক্ষুদ্বয় আপনিই জলপূর্ণ হয়ে আস্‌ছে, প্রাণ থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। তাঁকে না দেখে আর থাক্‌তে পারি নে। শুভ পরিণয়াবধি নিরবধি একত্রে ছিলেম, মিলনসুখে সর্ব্বদাই

সুখী ছিলেম, বিরহ কাকে বলে, তা জান্‌তেম না। বিধাতা সে সাধে বাদ সাধ্‌লেন; অভাগিনী-হৃদয়ে দারুণ বিরহ-শেল আঘাত করে নাথকে স্থানান্তরিত কর্‌লেন!—স্থান—অতি ভয়ানক স্থান—শমনের ক্রীড়াভূমি! মনে হলে শরীর শিউরে ওঠে। না, ও কথা আর মনে আন্‌ব না। (ক্ষণচিন্তার পর) আবার মনে পড়্‌ছে, আবার কুভাবনা এসে মনকে আক্রমণ কর্‌ছে। মন চঞ্চল হলে, স্বভাবতঃই শঙ্কান্বিত হয়। কু?——না, না, আমার ভাগ্যতরুতে কখনই কুফল ফল্‌বে না। আমি মহাবীর ধনঞ্জয়ের পুত্রবধূ, বিশ্বকর্ত্তা ভগবান্‌ বাসুদেবের ভগিনীবধূ,—আমার কখনই মন্দ হবে না। নাথ অবশ্যই রণ জয় করে শীঘ্রই আস্‌বেন—তাঁর এই দাসীর কাছে আস্‌বেন—এই পিপাসিতা চাতকিনীর কাছে আস্‌বেন। যতোধর্ম্ম-স্ততোজয়ঃ, পাণ্ডবেরা কখন কারও সহিত অধর্ম্মাচরণ করেন নাই—পাণ্ডবদেরই জয় হবে। (ক্ষণপরে) আবার মন চঞ্চল হচ্ছে, আবার শঙ্কা মনকে আক্রমণ কর্‌ছে,—আবার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে, আবার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হচ্ছে, আবার চক্ষু জলপূর্ণ হয়ে আস্‌ছে। দেবাদিদেব মহাদেব! সকলই তোমার লীলা। সতীপতি! সতীকে রক্ষা কর। নয়নজল তোমার শ্রীচরণে সিঞ্চন কর্‌ছি।

গীত।

রাখ নাথ সতীর জীবন।
দয়াময় হে ত্রিলোচন।
ভীষণ সমরে আজি গিয়াছেন নাথ,—
দেখো দেখো, রেখো তাঁরে এই আকিঞ্চন।
করিতে তোমার ধ্যান, দেখি সে বয়ান,—
অবলার অপরাধ ক'র না গ্রহণ।

উষ্ণ নয়ন-বারি নহে সুশীতল ;—
কলুষিত করিতেছে তব শ্রীচরণ।

(সুনন্দার ও চিত্রাবতীর প্রবেশ।)

সুন। প্রিয়সখি! তোমার মুখখানি মলিন, চক্ষু দুটি পৃথিবী-সংলগ্ন, গণ্ডদেশ আর্দ্র—দেখি, (চিবুক ধরিয়া মুখোত্তোলনানন্তর) একি? চক্ষে জল যে!

উত্ত (সরোদনে) সুনন্দা! আমাকে যুদ্ধস্থলে নিয়ে চল্।

চিত্রা। যুদ্ধস্থলে যাবে, সে কি কথা?

উত্ত। আমি তাঁকে এক বার দেখ্‌তে যাব।

সুন। তুমি পাগল হয়েছ না কি?

উত্ত। তা হলে হত ভাল। তা হলে এমন করে মানসিক চিন্তানলে দগ্ধ হতেম না। অন্তঃপ্রকৃতি এমন করে ছিন্ন ভিন্ন হত না। জ্ঞানশূন্যই থাক্‌তেম।

চিত্রা। অতো ভাবনা কিসের? যুদ্ধে গেছেন, যুদ্ধ জয় করে আবার আস্‌বেন।

উত্ত। আমার মন অধৈর্য্য হয়েছে, প্রবোধবাক্য বিফল। চিত্রাবতি! সুনন্দা! এতক্ষণ সেখানে কি হল? তোরা শীঘ্র আমাকে নিয়ে চল্।

চিত্রা। সে কি কথা! কি আর হবে? বালাই! ও কথা কি মুখে আন্‌তে আছে? আর যা হবার তা শত্রুর হোক্। পাণ্ডবেরা চিরজয়ী। যুবরাজেরই যে জয় হবে, তার আর সন্দেহ নাই। কবে না দেখ্‌ছ, কবে না শুন্‌ছ, পাণ্ডবেরা যুদ্ধে জয়লাভ কর্‌ছে।

উত্ত। না, সেটি আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার মন যেন কেমন কেমন করে উঠ্‌ছে!

সুন। ভালবাসার জন্য মন সামান্য কারণে শঙ্কান্বিত হয়। তাতে আবার তোমার বিরহ-যন্ত্রণাটা না কি এই প্রথম—তাই আরও কষ্ট

হচ্ছে। স্থির হও, অমন করে মিছে ভাবনা ভেবে ভেবে দেহ ক্ষয় করো না। রাণী মা যুবরাজের কল্যাণে মহাদেবকে পূজা করবার জন্য আস্‌ছেন! তোমাকে এরূপ দেখ্‌লে তিনি কি বল্‌বেন?

চিত্রা। কেঁদো না, সখি, চুপ কর।

গীত।

কেন কেন প্রাণসই! মলিন এমন, তব মুখকমল
নলিনী নয়নে জল, ঝরিতেছে অবিরল,
কেন ললনে! কেন মলিন লো সই! মুখকমল?
কেন লো বিজনে বসি, আবরি বদন-শশী
কেন স্বজনি! কেন তমসে মগন! মুখকমল?

মুখটি মুছে ফেল। শতদল কর্দ্দমাভিষিক্ত দেখ্‌তে পারা যায় না। এসো, আমি মুছিয়ে দিই।

উত্ত। না, আমি আপনিই মুছ্‌চি। (মুখমণ্ডল মুছিতে মুছিতে সীমন্তের সিন্দুর মুছিয়া, ও বস্ত্রে সিন্দুর-চিহ্ন দেখিয়া) এ কি! (কাঁদিতে কাঁদিতে) একি চিত্রাবতি! এ কি হল! হায়, এ কি হল! সিতের সিঁদুর মুছে ফেল্‌লুম যে! অ্যাঁ—হা বিধাতা—(মূর্চ্ছা)

(উত্তরাকে ক্রোড়ে লইয়া চিত্রাবতীর উপবেশন)

সুন। ধর-ধর, চিত্রাবতি!—কি সর্ব্বনাশ! আমি জল আনি, কিসে করেই বা আনি? কিছুই যে পাচ্ছি নি!

[প্রস্থান।

চিত্রা। পরমেশ্বরের মনে কি আছে! সরলা নিষ্পাপা বালিকার অদৃষ্টে কি আছে! এয়োতের প্রধান লক্ষণটি মুছে গেল—উত্তরার আপন হস্ত হতে উঠে গেল। হে মহাদেব! রক্ষা কর।

(সুনন্দার প্রবেশ)

সুন। এই জল নাও। আমি আঁচলে করে আন্‌লুম—নিংড়ে নিংড়ে মুখে, চখে দাও।

(উত্তরার মুখে জল প্রদান)

একে গর্ভবতী, তায় আবার এই প্রথম, তাতে এই কঠিন মাটীর উপর—

উত্ত। (মূর্চ্ছিতাবস্থায়) স্বর্গীয় আলোক—চন্দ্রলোক—দিব্যযান —নাথ! আমায় ওতে তুলে নাও—আমায় ফেলে যেও না—আমি তোমার উত্তরা।

সুন। এ প্রলাপ—জ্ঞানের কথা নয়, আরও জল দাও।

উত্ত। (মূর্চ্ছান্তে) কৈ? প্রাণেশ্বর কৈ?—হা! আমি পাগল—পাগল—পাগল। তিনি যে এইমাত্র আমাকে পরিত্যাগ করে চন্দ্রলোকে গমন কর্‌লেন। (কাঁপিতে কাঁপিতে) উহু! মা গো—সখি! আমাকে ধর—আমাকে ধরে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে চল—লোক-লজ্জা-ভয় মান্‌ব না—চল—চল—আমি কারও নিবারণ শুন্‌ব না—চল—চল—চল।

[বেগে প্রস্থান; পশ্চাৎ পশ্চাৎ সখীদিগের প্রস্থান।

(ধূনাধার ও অর্ঘ্যপাত্র হস্তে জনৈক পরিচারিকা ও সুভদ্রার প্রবেশ)

সুভ। বউমা কোথা গেলেন? আমার প্রাণের বউমা—সোণার বউমা কোথা গেলেন—উদ্যানে না এসেছিলেন?

পরি। হাঁ—বোধ হয় ফের চলে গেলেন।

সুভ। যাও, তাঁকে এইখানে ডেকে নিয়ে এসো—দেবাদিদেবের পূজা সমাপন হলে তাঁকে আবশ্যক হবে।—না, একটু দাঁড়াও, আমার অভিমন্যুর কল্যাণে আগে ধূনা পুড়িয়ে নিই—ধূনার পাত্র একখানি আমার মাথার উপর বসিয়ে দাও—আর দুখানি দুই হাতে দাও।

(উপবেশন—পরিচারিকার তদ্রূপ করণ)

দাও, ধূনা জ্বেলে দাও—

(পরিচারিকার ধূনা জ্বালিয়া দেওয়া)

(ক্ষণপরে) ধূনা শেষ হয়েছে, দাও নামিয়ে দাও।

(সুভদ্রার হস্ত ও মস্তক হইতে ধূনাধার লইয়া পরিচারিকার ভূতলে স্থাপন।)

যাও, এই বার বউমাকে ডেকে আন।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

সুভ। (যোড়করে)

গীত।

শঙ্কর শশাঙ্কধর——ত্রিনয়ন।
বিপদে পড়িয়ে আজি লয়েছি তব শরণ!
সমরে কুমার হায়, রক্ষা কর দয়াময়,
রক্ষা কর শূলপাণি, করি এই নিবেদন।
এই মাত্র ভিক্ষা চাই, বাছারে ফিরায়ে পাই,
দুখিনীর আর নাই, বিনা অভিমন্যুধন।

হে অনাথনাথ! হে ভূতভাবন! হে দেবাদিদেব! অধিনীর পূজা গ্রহণ কর। অধিনীর সর্ব্বস্ব ধন, অধিনীর একটি রত্নকে রক্ষা কর—আমার প্রাণের অভিমন্যুকে রক্ষা কর। হৃদয়ের একমাত্র শান্তি, নয়নের একমাত্র মণি আমার অভিমন্যুকে রক্ষা কর।

(শিবলিঙ্গে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানোদ্যতা)

(সহসা বজ্রাঘাত ও গাঢ় অন্ধকার)

(সবেগে ভূতলে পতিত হইয়া সরোদনে) হায়! মহাদেব আমার

পূজা গ্রহণ করলেন না।—তবে আমার কি হবে? আমার কপালে কি ঘটবে? বাবা অভিমন্যু! অভিমন্যু!—হে মহাদেব! হে শূল-পাণি! হে পশুপতি! রক্ষা কর, রক্ষা কর। বিপদের কাণ্ডারি! রক্ষা কর! (ক্রমে ক্রমে আলোক প্রকাশ) আবার আলো দেখা দিয়েছে। আমি আবার পূজা দিব। মহাদেব! সতীনাথ! কৃপাময়! ভক্তিভাবে তোমার চরণে আবার পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছি। দুঃখিনীর অঞ্চলের নিধিকে রক্ষা কর—আমার অভিমন্যুর মঙ্গল কর। তাতে যদি দাসীর জীবনেরও আবশ্যক হয়,—নাও।—ব্যোমকেশ!—মহেশ্বর!—

(পুষ্পাঞ্জলি প্রদানোদ্যতা)

(পুনরপি বজ্রাঘাত ও গাঢ় অন্ধকার)

হা অভিমন্যু! (মূর্চ্ছিতা হইয়া পতন)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবির।

(যুধিষ্ঠির ও ভীম।)

ভীম। মহারাজ! উপায় কি? কৌরবদিগের অধর্ম্ম আর যে সহ্য হয় না। ছয় জন রথী একমাত্র বালককে বেষ্টন করে অস্ত্রাঘাত ক'র্‌ছে। এই কি ন্যায়-যুদ্ধ? এই কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? অনুতাপানলে শরীর দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে! এখন উপায় কি? কোন ক্রমেই ত জয়দ্রথকে পরাস্ত করে

ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে পার্‌লেম না। মহাদেবের বরে, জয়দ্রথ, অর্জ্জুন ব্যতীত আমাদের সকলেরই অজেয়। দুরাত্মা স্বয়ং দ্বার রক্ষা কর্‌ছে—কোন ক্রমেই দ্বার ত্যাগ কর্‌লে না—আপনিও, অপমানিত হলেন—আর সহ্য হয় না।

যুধি। ভাই! কি করি? কিছুই ত ভেবে পাচ্ছি না। অভিমন্যুকে কেমন করে ব্যূহ হতে বার করে আনি। হায়! অভিমন্যু অর্জ্জুনের জীবন-সর্ব্বস্ব—তার কোন অমঙ্গল হলে কি যে হবে, আমি তাই ভেবে আরো আকুল হয়েছি। না হয়, চল, গিয়ে জয়দ্রথের পায় ধরে, অনুনয় বিনয় করে বলি, জয়দ্রথ দয়া করে ব্যূহদ্বার ত্যাগ করুক। আমরা যুদ্ধ করব না—পরাভব স্বীকার করে, কোলে করে বৎসকে নিয়ে স্বশিবিরে আস্‌ব।

ভীম। জয়দ্রথ মূর্ত্তিমান পাপ। তার পাষাণ হৃদয় পাণ্ডবদের অনুনয় বিনয়ে কখনই দ্রবীভূত হবে না।

যুধি। জগদীশ্বর রক্ষা কর। এখন তোমার চরণকৃপা ভিন্ন আর উপায় নাই। ভাই বৃকোদর! কি হবে? সুভদ্রার যে আর নাই। ভাই! অর্জ্জুন যখন এসে অভিমন্যুকে অন্বেষণ কর্‌বে, তখন আমি তাকে কি বল্‌ব!

ভীম। হায়! আমাদের মৃত্যু হলে ক্ষতি ছিল না। আমরা পাঁচ ভাই, এক জনের মৃত্যু হলে জননীকে প্রবোধ দিবার আর চারি জন থাক্‌বে—কিন্তু অভিমন্যু সুভদ্রার একমাত্র নয়ন-মণি।

যুধি। ভীম! আমি আত্মঘাতী হই। আমাকে জীবিতাবস্থায় চিতায় তুলে দগ্ধ কর! আর আমার জীবনে প্রয়োজন নাই। হায়! কি কর্‌তে কি কর্‌লেম! কৌরবদিগের দ্বারা পরাজিত হলে, অর্জ্জুনের নিকট নিতান্ত লজ্জিত হতে হবে বলে, বৎসকে রণে প্রেরণ কর্‌লেম, কিন্তু এখন যে আমাকে অধিক লজ্জা ভোগ করতে হবে। মনস্তাপ, হাহাকার, শোক, দুঃখ যে কত আমার কপালে আছে, তা আর বল্‌তে পারি না।

ভীম। ধর্ম্মরাজ! আপনার কাতরোক্তি আমি আর শুন্‌তে পারি না।

যুধি। অভ্রভেদী হিমালয়-শৃঙ্গসমূহ আমার মস্তকে ভেঙ্গে পড়ুক। দেবরাজের ভীষণ অশনি আমার মস্তকে নিক্ষিপ্ত হোক্‌। ওহ! কি কর্‌তে কি করলেম! লোকে আমাকে ধর্ম্মরাজ বলে, কড় ধর্ম্ম কর্ম্মই কর্‌লেম। হায়! আমি অতি ভীরু, কাপুরুষ, অক্ষত্রিয়, নরহৃদয়শূন্য, দারুণ স্বার্থপর; আপনি পরাজিত হয়ে বৎসকে রণে প্রেরণ কর্‌লেম—কালের করালগ্রাসে বালক অভিমন্যুকে তুলে দিলেম। আমার ন্যায় মূঢ় অবিবেচক জগতে আর জন্মাবে না। আগে না বুঝে এখন কি সর্ব্বনাশই কর্‌লেম। হা অভিমন্যু! আমিই তোমার যত অমঙ্গলের মূল—আমি তোমার পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত নই, আমি তোমার কৃতান্ত। ভাই ভীম, অর্জ্জুনকে কি সংবাদ পাঠাব?

ভীম। সংবাদ দিবার আর সময় নাই—অর্জ্জুন অনেক দূরে অবস্থান কর্‌ছে—এখন আশু প্রতিকারের চেষ্টা দেখুন।

যুধি। তুমিই না হয় তার উপায় বলে দাও। ভীম! আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। ভাই! আমি হতবুদ্ধি হয়েছি। হা কৃষ্ণ! হা দ্বারকানাথ! হা যদুপতি! মথুরেশ, হৃষীকেশ, জনার্দ্দন,—হা পাণ্ডবসখা মধুসূদন!—এ বিপদকালে তুমি কোথা রহিলে? ভীম! বিধাতা নিতান্তই আমাদের প্রতি বিমুখ। তা না হলে কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়েই এ সময়ে অনুপস্থিত? ওহ! এতক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে কি হল?

ভীম। অধর্ম্মাচারী কৌরবগণ! কি কর্‌লি? কি কর্‌লি? ওরে তোরা ক্ষান্ত হ। ক্ষত্রিয়ত্বের অনুরোধে—মানবমনের স্বাভাবিক বৃত্তির অনুরোধে তোরা ক্ষান্ত হ। বালক-বধে, পুত্র-বধে তোরা ক্ষান্ত হ। ওরে তোরা কি অপুত্রক? বাৎসল্য কাকে বলে তা কি তোরা জানিস্‌ নে? তোদের হৃদয় কি পাষাণরচিত? কিশোর সুকুমার বালক অভিমন্যুকে অন্যায়যুদ্ধে নিহত করিস্‌ নে—করিস্‌ নে।

যুধি। ভীম! এই কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? এই কি বীরের ধর্ম্ম?

ভীম। বীর কাকে বলেন আপনি? কৌরবদের? হায়, তারা আবার বীর? যারা এইরূপে অন্যায়-যুদ্ধে একটি বালকের প্রাণ-বিনাশে উদ্যত, তারা আবার বীর?—ধর্ম্মরাজ! তারা বীর নয়, বীর-কলঙ্ক!

যুধি। ওহ্! হৃদয়ের অস্থিপঞ্জর সব চূর্ণ হয়ে গেল। এত ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে প্রাণদীপ নির্ব্বাণ হয় না কেন? আমার এ কলঙ্ক দুরপনেয় হয়ে রইল। হায়! আমি মূর্ত্তিমান কলঙ্ক হয়ে পৃথিবীতে এসেছি। চল, ভীম, একবার কৌরবদিগকে অনুনয় বিনয় করেই দেখি গে।

ভীম। তাই চলুন। এখনও চেষ্টা কর্‌লে, অভিমন্যুকে ফিরে পাওয়া যায়। দীপ নির্ব্বাণ হবার পূর্ব্বে তাতে তৈল প্রদান আবশ্যক।

যুধি। আমি দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ প্রভৃতি প্রত্যেক কৌরবপক্ষীয় বীরের, প্রত্যেক সেনাপতির, প্রত্যেক সৈন্যাধ্যক্ষের, প্রত্যেক অশ্বারোহীর, প্রত্যেক গজারোহীর, প্রত্যেক সেনানীর, প্রত্যেক পদাতিকের, প্রত্যেক দূতের অবধি, হাতে ধরে, পায়ে ধরে, দাঁতে তৃণ করে, অনুনয় বিনয় করে, কাতর হয়ে রোদন করে বল্‌ব—তারা আমার অভিমন্যুকে ত্যাগ করুক। যোড়হস্তে সকলের কাছে—অভিমন্যুধন ভিক্ষা প্রার্থনা কর্‌ব, নিজ জীবন দিতে হয় দিব, রাজ্যলালসা পরিত্যাগ কর্‌তে হয় কর্‌ব। পুনরায় অরণ্যবাসী হতে হয় হব, পুনরায় দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাত-বাসে থাক্‌তে হয় থাক্‌ব, সমস্ত জীবন প্রচ্ছন্নভাবে অতিবাহিত কর্‌তে হয় কর্‌ব—কৌরবেরা আমার অভিমন্যুকে আমাকে দিক্। চল ভাই, চল, নকুল সহদেবকে সমভিব্যাহারে লও, আজ আমরা চারি ভ্রাতায় কৌরবদিগের নিকটে ভিক্ষা কর্‌ব—একটি জীবন ভিক্ষা কর্‌ব—তাদের মনে কি দয়ার উদয় হবে না?

ভীম। চলুন,—প্রাণপণে চেষ্টা করে দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যুদ্ধস্থল—ব্যুহমধ্যভাগ।

(দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও শল্য উপস্থিত।)

দুর্য্যো। জাল পাতা হয়েছে, এখন শীকার এসে পড়্‌লে হয়।

শল্য। সিংহ অপেক্ষা সিংহশাবকের বিক্রম ভয়ঙ্কর। আজিকার যুদ্ধে সকলকেই বিস্ময়াপন্ন করেছে।

কর্ণ। ধনুর্ব্বাণ ছিন্ন হয়েছে।

দুঃশা। আমি তার সারথিকে বিনাশ করেছি। শরাঘাতে আচার্য্য তার রথখণ্ড চূর্ণ করেছেন।

অশ্ব। পিতার সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কর্‌ছে। ধনুর্ব্বাণশূন্য হয়েছে, রথচ্যুত হয়েছে, তথাপি অসি ও গদাযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনাশ কর্‌ছে। অর্জ্জুনপুত্র অর্জ্জুন অপেক্ষাও তেজস্বী। তার হস্তে আজ অযুত অযুত কৌরবসেনা বিনষ্ট হয়েছে।

দুর্য্যো। গুরুদেব স্বয়ং শরাসন ধারণ করে যুদ্ধ কর্‌ছেন। শীঘ্রই দুরাত্মাকে ব্যূহের মধ্যভাগে তাড়িয়ে নিয়ে আস্‌বেন, ঐ হতভাগ্য বালক ব্যূহমধ্যভাগে পতিত হবামাত্রেই আমরা সকলেই এককালীন শরসন্ধান কর্‌ব।

কর্ণ। এখন এসে পড়্‌লে হয়।

শল্য। শীঘ্রই অভিমন্যু-বধের উপায় উদ্ভাবন করুন। তার হস্তে কৌরবদিগের কোন ক্রমেই, নিস্তার নাই। ভ্রাতৃবিয়োগে আমার মনে ক্রোধানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হয়েছে। আজ যেরূপে পারি, তাকে বিনাশ কর্‌ব।

দুঃশা। না হলে আমাদের সমস্ত মহারথীগণকে সে নিশ্চয়ই আজ বিনাশ কর্‌বে।

কর্ণ। যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করে পলায়ন করা রথার উচিত নয় বলেই আমি এতক্ষণ যুদ্ধস্থলে আছি।

অশ্ব। আশ্চর্য্য অভিমন্যুর বিক্রম! এ পর্য্যন্ত কেহই তার তিল-মাত্র অবকাশ দেখে নাই। মহাবীর চতুর্দ্দিকে বিচরণ কর্‌ছে, কিন্তু উহার কিছুমাত্র অবসর দৃষ্ট হচ্ছে না। আর উহার কবচ নিতান্ত অভেদ্য; পিতা ধনঞ্জয়কে যেরূপ কবচধারণে সুশিক্ষিত করেছিলেন, বোধ হয়, ধনঞ্জয় অভিমন্যুকেও তদ্রূপ শিক্ষা প্রদান করেছে——

নেপথ্যে অভি°। আচার্য্য! এই তোমার বীরত্ব! পালাও কেন? দাঁড়াও—ভয় নাই; তুমি আমার পিতৃগুরু, ভয় নাই, আমি তোমার প্রাণ সংহার করব না।

কর্ণ। স্থান কর—স্থান কর—ঐ আস্‌ছে। যেন সহজেই ব্যূহের মধ্যভাগে এসে পড়ে।

দুঃশা। এলে বেটাকে আজ বেড়া-আগুনে পোড়াব।

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ।)

দ্রোণ। গর্ব্বিত যুবক বীরমদে মত্ত হয়ে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আস্‌ছে।—শরনিক্ষেপে বড় পটু। শরাসন ছিন্ন হয়েছে, রথ ভগ্ন হয়েছে, তথাপি ভূমি-যুদ্ধে দ্বিতীয় কৃতান্ত। ঐ আস্‌ছে—

(অভিমন্যুর প্রবেশ।)

(সকলের অভিমন্যুকে বেষ্টন)

অভি। পরাজিত, অবমানিত সপ্তরথী! এখনও কি তোমাদের যুদ্ধের সাধ মিটে নাই? তবে পুনর্ব্বার এস,——এস, আজ আমি আমার পিতৃকুলের রাজসিংহাসন নিষ্কণ্টক করি!

কর্ণ। দুরাত্মা! মর্‌তে বসেছ, অত দম্ভ কেন? অত আস্ফালন

অভি। নির্লজ্জ কর্ণ! তোমার লজ্জা নাই, তাই আবার অস্ত্রধারণ করে আমার সম্মুখে এসেছ। যাও—যমালয়ে যাও।

(অসিপ্রহার)

(সপ্তরথীর এককালীন শরসন্ধান).

অধর্ম্মাচারী, পাপিষ্ঠ কৌরবগণ! এই কি ন্যায়-যুদ্ধ? এই কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? সাত জনে এককালীন এক জনকে আঘাত?

দুঃশা। শত্রু যেরূপে পারি নিহত কর্‌ব, তার আবার ন্যায় অন্যায় কি?

অভি। আচ্ছা, আমি তাতেও ভীত নই। অর্জ্জুন-নন্দন তাতেও পরাঙ্মুখ নয়। দুরাচার পাপিষ্ঠগণ! আয়, দেখি তোদের কত ক্ষমতা। এই এক অসি দ্বারা আমি একাকীই তোদের সাত জনের সহিত যুদ্ধ কর্‌ব।

(অসি ঘুরাইয়া সপ্তরথীর বাণ নিবারণ, অবসরক্রমে সপ্তজনকে আঘাত)

[সপ্তরথীর পলায়ন।

ধিক্ ভীরু, কাপুরুষগণ! তোরা যুদ্ধস্থলে আস্‌বার নিতান্ত অনুপযুক্ত —তোরা বীর ন'স্——বীর-কলঙ্ক। জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

(সপ্তরথীর পুনঃপ্রবেশ।)

অভি। আবার এসেছ, নির্লজ্জগণ! পলায়ন কর্‌লে কেন? তামরা না ক্ষত্রিয়?——তোমরা না বীর? যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে পলায়ন রা কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম?—বীরের ধর্ম্ম—যাদের প্রাণে এত ভয়, তারা কি ত্রিয়? তারা কি বীর?, তারা শৃগাল কুক্কুর অপেক্ষাও অধম। যাও, ল যাও, প্রাণ নিয়ে প্রস্থান কর। আর কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে এসো না— াণভয়ে বনে গিয়ে বাস কর।

দুঃশা। অভিমন্যু! বোধ হয় ঐ গুলি তোর জীবনের শেষ কথা।

অভি। আমার না তোমাদের; কুরুকুলের এই অধর্ম্মাচারী কুলাঙ্গারদের; পাপমতি দুর্য্যোধনের; পাপপূর্ণ সপ্তরথীদের। আমি তোমাদের ষড়যন্ত্র বুঝ্‌তে পেরেছি——সাত জনে একসঙ্গে যুদ্ধ করে আমার প্রাণ বিনাশ কর্‌বে, এই তোমাদের ইচ্ছা। আমি তাতেও পরাঙ্মুখ নই—আমি একাকী তোমাদের সাত জনেরই সহিত যুদ্ধ কর্‌ব। অর্জ্জুন-নন্দন অভিমন্যু রণরঙ্গে কখনই বিরত নয়। সে তোমাদের মত কাপুরুষের ন্যায়, প্রাণভয়ে ভীত হয়ে, পলায়ন কর্‌তে জানে না। বীরধর্ম্মের কাছে সে প্রাণকে তুচ্ছ বিবেচনা করে। যাও, অধর্ম্মাচারী বীর-কলঙ্কগণ! সবাই অনন্ত নরকে যাও।

[যুদ্ধ ও সপ্তরথীর পলায়ন।

দূর হ, কাপুরুষ ভীরুগণ! তোরা আবার যোদ্ধা? সামান্য বালকের ভয়ে পলায়ন কর্‌লি! (ক্ষণপরে) কিন্তু দেখ্‌ছি, আজ আমার রক্ষা নাই! আমি একাকী——শত্রুদল অসংখ্য। সপ্তরথীর ষড়যন্ত্রে আজ বোধ হয় আমার প্রাণ বিনষ্ট হবে। ন্যায়-যুদ্ধে—সম্মুখ-যুদ্ধে সকলেই পরাস্ত হয়েছে—এখন অবশেষে ক্ষত্রিয়ত্ব তুচ্ছ করে, বীরধর্ম্মে পদাঘাত করে, অন্যায় যুদ্ধ অবলম্বন কর্‌লে। আমি একাকী, সাত জনে একত্রে আমার দেহে শরপ্রহার কর্‌ছে—শরীর অল্প সময় মধ্যে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল——রক্তস্রাবে দেহের বল ক্ষয় হয়ে এল—আর এমন করে কত ক্ষণই বা যুঝ্‌ব! তথাপি কাপুরুষত্ব দেখাব না—ভগ্ন-হৃদয়ে সাহস বেঁধে যুদ্ধ কর্‌ব—শত্রুবধ কর্‌তে কর্‌তে প্রাণত্যাগ কর্‌ব। কোথা গেল দুরাচারগণ! বোধ হয় কোন কুটিল পরামর্শে নিযুক্ত আছে।

(সপ্তরথীর পুনঃপ্রবেশ।)

দুঃশা। তোর সকল অস্ত্রই গেছে, অবশিষ্ট ঐ অসি। যদি প্রাণের ভয় থাকে ত অবিলম্বে উহা ত্যাগ কর্।

অভি। প্রাণের ভয় কার আছে, তা সকলেই দেখ্‌তে পাচ্ছে। আর বীরত্ব প্রকাশ কর্‌তে হবে না—যথেষ্ট হয়েছে।

(সকলে অভিমন্যুর হস্ত লক্ষ্য করিয়া শরত্যাগ)

(অভিমন্যুর হস্ত হইতে অসি পতন)

অভি। আমি নিরস্ত্র হয়েছি। আমাকে একখানা অস্ত্র দাও।

দুর্য্যো। শীঘ্র শমন-ভবনে যাও।

(সকলের শরনিক্ষেপ)

অভি। কৌরবগণ! এই কি তোমাদের ন্যায়-যুদ্ধ? নিরস্ত্র রথীকে অস্ত্র প্রহার কর্‌ছ—এই কি তোমাদের বীরত্ব! এক বার আমাকে একখানা অস্ত্র দিয়ে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অধর্ম্ম করো না, অধর্ম্ম করো না। আমাকে একখানা অস্ত্র ভিক্ষা দাও।

(সকলের শরনিক্ষেপ)

কৌরবগণ! অন্যায় করো না, অধর্ম্ম করো না। এত অধর্ম্ম কখনই সইবে না। কৌরবগণ! এতে তোমাদের গৌরব হ্রাস হবে বই বৃদ্ধি হবে না। কৌরবপতি! তুমি আমার আত্মীয়; আমি তোমার কাছে একখানা অস্ত্র ভিক্ষা চাচ্ছি—প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছি না—একখানা অস্ত্র আমাকে দাও। কৌরবপতি! আমি তোমার শত্রু বটে, কিন্তু তোমার স্নেহের পাত্র—তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র—আত্মীয়ভাবে প্রথমে আমাকে একখানা অস্ত্র দাও, তার পর শত্রুভাবে যুদ্ধ করো।

দুর্য্যো। তুই আমার পরম শত্রু অর্জ্জুনের পুত্র—তোকে এখনি বিনাশ কর্‌ব।

(সকলের শরনিক্ষেপ)

অভি। আর না, আর চেষ্টা বৃথা। নিশ্চয়ই দুরাত্মারা আমার প্রাণ বিনাশ কর্‌বে। হা ধিক্ কৌরবগণ! তোমাদের ধিক্, তোমাদের বীরত্বে ধিক্, তোমাদের ক্ষত্রিয়ত্বে ধিক্, তোমাদের অস্ত্রধারণে ধিক্, তোমাদের জীবনেও ধিক্।